দেশ DESH

০৬ বর্ষ • ১৯ সংখ্যা • বুধবার • ২৪ জুন ২০২৬
১০ আষাঢ় ১৪৩৩ • ০৮ মহররম ১৪৪৮ হিজরি
Vol. 06 • No 19 • Wednesday • 24 June 2026

বিশ্ব বাঙালির প্রতিচ্ছবি
Reflection of Bangalees in the World

Online deshus.com ePaper www.deshusa.com

২০৩৪ সালের পর সোশ্যাল সিকিউরিটি পেনশন সুবিধা কমার আশঙ্কা

দেশ রিপোর্ট: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, ইসরায়েল ঘিরে কূটনৈতিক উত্তেজনা এবং আন্তর্জাতিক সংকট নিয়ে যখন ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক নেতারা ব্যস্ত, তখন কোটি কোটি আমেরিকানের অবসরকালীন নিরাপত্তা, আর্থিক ভবিষ্যৎ এবং জীবনযাত্রার স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্মসূচি, যা প্রায় ৭৫ মিলিয়ন (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

নাগরিকত্ব আবেদনের ফি ১৩৩০ ডলার বাতিল হতে পারে ফি মওকুফ

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের স্বপ্ন দেখা লাখো বৈধ অভিবাসীর জন্য বড় ধরনের আর্থিক বাধা তৈরি করতে পারে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন প্রস্তাব। গত ২২ জুন প্রকাশিত একটি প্রস্তাবিত নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম ৩৬ লাখের বেশি শিশু

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার নিম্নমুখী থাকলেও ২০২৫ সালে দেশটিতে ৩৬ লাখের বেশি (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

কোন বার্তায় শক্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিলো সরকার

সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ: বেশ কয়েকদিন ধরেই জামায়াতের হুমকি ধামকি চলছিল। জামায়াতের নেতারা বিএনপি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেই ফেলেছে 'মনে হচ্ছে, আরেকটা অনিবার্য বিপ্লবের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। হুঁশিয়ায় করে ।বলা হচ্ছে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন করা না হলে পরিস্থিতি ভালো হবে না। বিএনপি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলে যাচ্ছেন, 'ভালোয় ভালোয় দাবি মেনে নিন। আমাদের সুড়সুড়ি দেবেন না। যারা ফাঁসিকে খুশি মনে মেনে নেয়, তারা ভয় পায় না। আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে গণভোটের রায় মানতে বাধ্য করা হবে-ইত্যাদি...। (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

আবারো প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হস্তক্ষেপ

আহমেদ মাহবুব: আবারও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকেই বদান্যতা দেখাতে হলো। তাকেই সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি নিতে (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

মিনেসোটায় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জারি করা ফেডারেল সমন বাতিল

দেশ রিপোর্ট: ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন অভিযান ঘিরে (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

কি হচ্ছে বাংলাদেশে?

সালেক সুফী: শিশুধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড–নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না হাম সংক্রমণ, প্রতিনিয়ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

গ্রিন কার্ডধারীকেও বহিষ্কারের ক্ষমতা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের

সুপ্রিম কোর্টের রায়

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ২৩ জুন মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসন মামলায় ৬-৩ ভোটে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে রায় দিয়ে গ্রিন কার্ডধারীদের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইন প্রয়োগে ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা আরও সুদৃঢ় করেছে। আদালত সিদ্ধান্ত (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

বিশ্বকাপ ফুটবল

গোল্ডেনবুটের লড়াইটাও জমে উঠছে

বিশেষ প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে বিশ্ব সেরাদের দুর্দান্ত সব লড়াইয়ে ফুটবল প্রেমীরা ফুটবল নেশায় বুদ! বিশ্বসেরাদের বিশ্ব সেরা (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

দেশকে ফেরদৌস আরা

আব্বা চাইতেন না আমি আধুনিক গান নিয়ে এগোই

নজরুলসংগীত শিল্পী হিসেবেই শ্রোতাদের কাছে তার মূল পরিচিতি। তবে দীর্ঘ সংগীতজীবনে বিভিন্ন সময়ে শ্রোতাদের অনুরোধে আধুনিক (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

চীন হতে পারে স্মার্ট এনার্জি ট্রানজিশনে বাংলাদেশের সেরা অংশীদার

খন্দকার সালেক: সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক যানবাহনে বিপ্লব সৃষ্টিতে চীন হতে পারে বাংলাদেশের সেরা সহযোগী-অংশীদার। গত একদশকে চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমিতে রয়েছে চীনের নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপক প্রসার আর আধুনিকায়ন। শুনছি, নতুন সরকার বাংলাদেশের স্মার্ট এনার্জি ট্রানজিশন বিষয়ে চীনের সক্রিয় সহযোগিতায় আগ্রহী। (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

অভিঘাত মোকাবিলায় পদ্মা ব্যারেজ : তারেক রহমান

দেশ রিপোর্ট: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে বিপন্ন লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষায় বিশ্বনেতাদের (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

প্রাথমিক শৈশব বিকাশে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রাথমিক শৈশব বিকাশ শুধু বিদ্যালয় বা সরকারের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মেডিকেইড ও ওবামাকেয়ার থেকে বাদ ৫০ লাখ মানুষ

দেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যবিমা কভারেজ নিয়ে উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে নতুন এক প্রতিবেদনে। স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক অ্যাডভোকেসি সংগঠন প্রটেক্ট আওয়ার কেয়ারের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১২ মাসে মেডিকেইড, চিলড্রেনস হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম (চিপ) এবং অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (এসিএ) বা ওবামাকেয়ারভিত্তিক স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনায় নিবন্ধিত মানুষের সংখ্যা ৫০ লাখেরও বেশি কমেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ পতনের পেছনে দুটি বড় কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

এক ফোটা রক্তেই মিলবে ৫০ ধরনের ক্যানসারের ইঙ্গিত

দেশ রিপোর্ট: ক্যানসার শনাক্তকরণে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

সবুজায়ন ঢাকার অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম শর্ত

বিশেষ প্রতিনিধি: ঢাকার টেকসই উন্নয়নে সবুজায়নকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
SOCIAL ADULT DAY CARE
LHSCA
FREE PCA TRAINING
646 444 2266

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • ট্রিপ এন্ড ফল
• কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• স্লিপ এন্ড ফল • লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি • IMMIGRATION (Consultation fee applies)
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only. Michael Taub is admitted in New York State Only.

Buy • Sell • Rent • Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Mega Homes Realty
Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
Mobile : 917-535-4131
Office : 718-392-5635
Email : MOINUL4@GMAIL.COM
MLS REBNY
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও বাসা ভাড়া দেওয়া হয়
32-11-35 Ave. Astoria, NY 11106

CORE MULTI SERVICES CREDIT REPAIR
"Free Credit Consultation"
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন...
Fix your credit within 6 Months or 7-10 Years Choice is yours.
Build A strong "Business Credit" with us and Get Business Funding, From 25k to 2 Million$
We can Help Remove
Late Payments · Inquiries · Repossessions · Collections · Charge Offs · TAX Liens · Garnishment · Bankruptcy
Debt Settlement / Debt Elimination
Call us: 646-775-7008, 718-873-9855
Mohammad A Kashem, Credit Specialist and CEO, Core Multi Services Inc.
37-42, 72nd Street, Suite# 1D, Jackson Heights, NY 11372
Website: www.coremultiservicesus.com
Email: kashem2093@gmail.com

ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস
HHA
PCA
RN
LPN
Services
Aasha Home Care
Aasha Social Adult Day Care
646-744-5934

Law Office of HASAN MALIK
হাসান মালিক ইএসকিউ
জুরিস ডক্টর
নিউইয়র্কের লাইসেন্সধারী
অভিজ্ঞ এটর্নি
Real Estate Litigation and Divorce
Ph:718-433-9243, 212-859-3532
197-01 Hillside Avenue Hollis, NY-11423

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা
বাড়ী কিনতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের পরামর্শ নিন
অকশন, শর্টসেল REO প্রপার্টি
THINKING OF BUYING, SELLING OR RENTING
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
Contact now Golam Hassan
Licensed Real Estate Agent
917 515 7872
Please call for a free no obligation consultation & market analysis of your home

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৫৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL)
PRESIDENT & CEO

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
গাড়ি দুর্ঘটনা, কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা, কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা ও ভুল চিকিৎসায় আমরা আপনাদের সহযোগিতা করে থাকি
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Email : m.khalek28@yahoo.com
NY : 164-01 Northern Blvd., 2FL, Flushing, NY 11358
NJ : 460 Bergen Blvd. # 201, Palisades Park, NY 07650
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

S.S BROKERAGE
TLC - PERSONAL - HOME - BUSINESS PROTECTED
TLC সহ সকল প্রকার ইন্সুরেন্স স্বল্প মূল্যে এবং মাসিক কিস্তিতে করে থাকি
TLC INSURANCE · PERSONAL AUTO · COMMERCIAL AUTO · BUSINESS INSURANCE · HOME INSURANCE · ALL FULL COVERAGE
Ph: 646-727-7772, 917-361-5373
নিজস্ব অফিস থেকে এআরসি এর মাধ্যমে সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট ইস্যু করে থাকি
Ph: 646-727-7772, 646-963-3398
37-22 73rd St. Suite #1D , Jackson Heights, NY 11372
SHAMOL TALUKDER
PRESIDENT

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: aziz@nyhcs.org

www.nyhcs.org

Contact with us

718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

•

আমরা কোনো ফি নেই না।

•

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

•

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

DESH
Wednesday 24 June 2026
বুধবার ২৪ জুন ২০২৬

প্রকাশক
মঞ্জুর হোসেন

সম্পাদক
মিজানুর রহমান

ঢাকা ব্যুরো প্রধান
মাসউদুর রহমান

Publisher
Monjur Hossain

Editor
Mizanur Rahman

Dhaka Bureau Chief
Masudur Rahman

আল কোরআন

লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, এটা মানুষের (বিভিন্ন কাজ-কর্মের) হিসাব এবং হজ্বের সময় নির্ধারণ করার জন্য। -সূরা বাকারা (২) : ১৮৯

আল হাদীস

রমযানের পর সবচে উত্তম রোযা হল আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সবচে উত্তম নামায হল রাতের নামায (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায)। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৩

আশুরার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা রাখি, তিনি পূর্বের এক বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

বাণী

আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। তারপর সেই মানুষকে ভয় পাই যে আল্লাহকে মোটেই ভয় পায় না। –শেখ সাদী

নামাজের সময়সূচি

জুন	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ফজর	৩.৪৫	৩.৪৬	৩.৪৬	৩.৪৭	৩.৪৭	৩.৪৮	৩.৪৮
সূর্যোদয়	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮
জোহর	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯
আসর	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০
মাগরিব	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩০	৮.৩০
এশা	১০.১০	১০.১০	১০.০৯	১০.০৯	১০.০৯	১০.০৮	১০.০৮

রিজার্ভ চুরির খসড়া চার্জশিট

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় হলো ২০১৬ সালের বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এক ধরনের অন্ধকারে থাকা এ মামলার খসড়া চার্জশিট অবশেষে প্রস্তুত করেছে সিআইডি এবং তা আইনি পরামর্শের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। দেরিতে হলেও দেড়শ পৃষ্ঠার এ অভিযোগপত্রে দেশি-বিদেশি ৬৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করার মাধ্যমে এ মহাকেলেঙ্কারির প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যে আসার পথ খুলে গেল। বাংলাদেশ সাধারণ এ ধরনের কেলেঙ্কারির ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়, কিন্তু এবার খসড়া চার্জশিট বের হয়েছে। যারা এ তদন্ত করেছেন সে সিআইডিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেছেন। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরের তথ্য অনুযায়ী, সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশের ১০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও ব্যাংকার এ মহাকেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আরো নাম রয়েছে পালিয়ে যাওয়া সরকারের উপদেষ্টা এবং তাদের নিয়োগকৃত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী এবং সিআইডির ওই সময়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দেশের অপরাধীদের নাম বাদ দিয়ে চার্জশিট জমা দেওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এমনকি সৎ ও নির্ভীক তদন্ত কর্মকর্তাদের হুমকিধমকি দেওয়া এবং বদলির ঘটনাও ঘটেছে। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকা হ্যাক হয়ে যাবে আর রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষ ব্যক্তিরা সে অপরাধ ধামাচাপা দিতে তদন্তে হস্তক্ষেপ করবেন, এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না।

তদন্তসংশ্লিষ্টদের বক্তব্য অনুযায়ী, চুরির ৪১ দিন পর মামলা হওয়ায় এবং এর আগে আইটি উপদেষ্টা রাকেশ আস্থানার মতো আনঅথরাইজড ব্যক্তিদের দিয়ে তড়িঘড়ি ফরেনসিক অডিট করানোর নামে বহু আলামত মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এতো প্রতিবন্ধকতা, রাজনৈতিক চাপ ও আলামত ধ্বংসের পরও বিশেষ পর্যালোচনা কমিটির তত্ত্বাবধানে সিআইডি যেভাবে ল্যাজারাস গ্রুপ, ফিলিপাইন, ভারত ও শ্রীলঙ্কার অপরাধীদের সংযোগসহ দেশি চক্রটিকে চিহ্নিত করেছে, তা প্রশংসার যোগ্য।

এখনো চুরির ৬৬ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আমরা আশা করি, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় দ্রুত আইনি পরামর্শ সম্পন্ন করে এ চার্জশিট আদালতে পেশ করার ব্যবস্থা করবে। যারা দেশের জনগণের আমানত লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে এবং যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে এতোদিন এ অপরাধ আড়াল করে রেখেছে, তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ বিচার প্রক্রিয়া যেন কোনোভাবেই আর দীর্ঘায়িত না হয়, এটাই আজ পুরো জাতির প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে জুলাই আন্দোলন বিফলে যাবে। দেশে দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ ধরনের দুর্নীতি একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতিও হুমকি বলে আমরা মনে করি। কারণ এটা দুর্নীতি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে করা হয়েছে। এটা কোনো সাধারণ দুর্নীতি নয়। এসব দুর্নীতিবাজ যারা দেশে রয়েছে, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক, আর যারা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছে তাদের ধরে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হোক। আবার যারা এ দুর্নীতি ধামাচাপ দিতে চেয়েছে এবং ষড়যন্ত্র করেছে তাদেরও গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখি করা হোক। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যাদের নাম চার্জশিটে রয়েছে, তাদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এমনভাবে বিচার করা হোক, যাতে করে আগামী দিনে কেউ যেন এ ধরনের দুর্নীতি কতে সাহস না পায় এবং দুর্নীতিবাজদের বাঁচাকে এগিয়ে না আসে। বাংলাদেশের উন্নয়নে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে না পারলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। বাংলাদেশে যদি দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব হয়, তাহলে এ দেশকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব, যা শুরু করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। যে পরিমাণ দুর্নীতির অর্থ বিদেশে চলে যায়, সে অর্থ দিয়েই ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড এবং স্বাস্থ্য কার্ডের ফান্ড সংগ্রহ করা সম্ভব।

প্রসঙ্গ : কুসংস্কারের বাধা

মাহমুদ রেজা চৌধুরী

> জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আমরা এখনো অনেকটা নতুন এবং আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমষ্টিগত স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভূগোল ও এর স্বকীয়তার ব্যাপারেও আমরা এখনো অনেকটা অপূর্ণ আছি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তায় অস্বচ্ছতা এবং অপরিচ্ছন্নতা লক্ষ করি। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা নতুন হলেও সভ্য

আমার অতি অল্প বিদ্যা সত্ত্যেও মাঝে মাঝে সাহস করে গভীর বিষয়ে আলোচনা করি বা লিখি। এইটাও আমার এক বদঅভ্যাস। তাই তার সপক্ষে যতটা না সাধুবাদ মিলে, বিপক্ষ সেটাও যে একেবারে কম। তা-ও না। এতে সুবিধা; বিষয়টি জানার প্রতি তখন আগ্রহ বাড়ে। পড়াও হয় নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে। ভিন্নমত বা বিপক্ষের মতো জানাটা, এর প্লাস পয়েন্ট। নিজেকে আলোকিত করাও যায়। ভুল-নির্ভুল, না আধা ভুল, বোঝা যায়। প্রগতিশীল প্রসঙ্গে অল্প কিছু কথা লিখতে গিয়ে কেউ মন্তব্য করলেন, 'কুসংস্কারের' বাধা এড়িয়ে এগিয়ে চলা, এটাই প্রগতিশীলতা। কথাটা পড়ে মনে হলো, কুসংস্কার কি জানতে হলে 'সংস্কার' কি সেটা জানি কতটুকু! ইংরেজি 'রিফর্মেশন' আর বাংলা 'সংস্কার', সমার্থক কতটা। দুটির ইতিহাস একই কি না! তারপর আসবে পজিটিভ সংস্কারের কথা। এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা জানার পরিধি কেমন। সে সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যায় খুঁজে পাবো 'কুসংস্কারের' চরিত্র কি। এর আর্থসামাজিক, অর্থনীতি ও রাজনীতির রূপ কেমন, কিন্তু এটা জানার আগে তো জানা দরকার যে, আমরা যে সংস্কারের কথা বলি, ভালো বা মন্দ। গোড়ায় কি! সে সংস্কৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস পাঠেই আমরা সংস্কার, কুসংস্কার বুঝতে পারি। এ সংস্কৃতিকে আবার একেকজন আমরা একেকভাবে ব্যাখ্যা করি। মোটা দাগে, কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা, পোশাক, আহার, বিশ্বাস, আচার-আচরণ–এসব মিলে একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ইংরেজিতে বলি, Culture.

এ কালচারের উৎস কি। অনেকের মতে, মানুষের মন এবং মস্তিষ্ক। মানুষকে অন্য জীবজন্তু থেকে পৃথক করে। সে মনের বিকাশের অন্য নাম কালচার। এ কালচার বা সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য অপরিহার্য। সে বৈচিত্র্যকে আমরা কে, কীভাবে দেখি বা ব্যাখ্যা করি, সেটাও সামগ্রিক সংস্কারের অভ্যন্তরীণ একটি রূপ। এর একটা অংশকে কেউ কুসংস্কৃতি বলতেই পারি। কারো কাছে সেটা তার বিপরীত। তাই কোনো কিছুকে কুসংস্কৃতি বা কুসংস্কার। এরকম কিছু বলার ব্যাপারে আমাদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং তার ক্লাস ইন্টারেস্টকে বোঝার গুরুত্ব আছে। সেটা কুসংস্কার হোক বা সংস্কার, যাই বলি না কেন। কোনো বিশেষ শ্রেণির একক ব্যাখ্যা সঠিক না-ও হতে পারে। তাই আমরা যখন কোনো কিছুকে পজিটিভ সংস্কার বা নেগেটিভ কুসংস্কার বলে অভিহিত করি। সেটা জেনারালাইজ করে বলাটা 'সংস্কৃতি' না-ও হতে পারে। সেটাও হতে পারে আরেক ধরনের কুসংস্কার। মানুষের বৈচিত্র্য, মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস–এসব সর্বত্র এক না। তাই কুসংস্কারের একটা স্থানীয় বা ভৌগোলিক ব্যাখ্যা ছাড়া কিছু পছন্দ না হলে বা শ্রেণি ও ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে হলেই সেটাকেই কুসংস্কার বলতে পারি কি! চিন্তায় অবকাশ রাখে।

আমরা মানুষ। আমাদের মধ্যে দুটি জিনিস সামগ্রিক আচার-আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এর একটি উইল, উইস বা ইচ্ছা, যাই বলি। অন্যটা 'সোল', আত্মা বা রুহ। আমরা যখন একটা কাজ করি, ধরা যাক গান শুনতে যাবো। এটা আমার ইচ্ছা। গান শুনতে শুনতেই মনে হলো, এখন আমি বাড়ি যাবো। গান আর শুনবো না, এটাও আমার ইচ্ছা। এখানে আমার স্বাধীনতা অবারিত।

পাশাপাশি কারো আত্মা বা সোল যদি এ গানের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। তখন এ গানের কথা, সুর ও ভাবনাগুলো হৃদয়ে এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি করে। মনে হয়, এটাই আমার একেবারে হৃদয়ের কথা, বিশ্বাসের কথা। এখানে বিশ্বাস এবং ইচ্ছা। এ দুটির দুই রূপ। ইচ্ছা এবং আত্মা এ দুটি আমাদের আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। আমার ইচ্ছার ব্যাপারটিকে আমার সোল সঠিক মনে করলো কি না! সেটাও সোলের মেসেজ থেকে বুঝতে পারি। আমাদের মধ্যে এ 'ইচ্ছা' এবং 'আত্মা' এ দুটি একই সময়ে, একই ব্যাপারে, একই রকম ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া না-ও দিতে পারে।

এ কারণেও আমাদের বিশ্বাস, কাজ ও কথায় একটা অসমতা বা বৈপরীত্য হয় ও দেখি। এরকম অমিল কিছু হলে সেটাই কুসংস্কার কি না! মনে হয়, এ বিষয়ে আরো গভীরে জানার অনেক কিছু আছে। অনেকে আমরা কুসংকার বলতে কোনো একটা কিছুর ব্যাপারে পিছিয়ে থাকাকেও মনে করি। তাহলে প্রশ্ন, সামনের দিকে চলাই কি পজিটিভ সংস্কার বা কুসংস্কারকে এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার কি না! আমাদের সামনে তো মৃত্যু। তাহলে মৃত্যু বিষয়ের দর্শন নিয়ে ভাবা বা সে ব্যাপারে কোনো কাজ করাকে কুসংস্কার বলবো কি? সামনের সে দিকটি কোন দিক। কেবল চোখে যা দেখি ও দেখবো তাই, নাকি মহাকাশ চিন্তাও গুরুত্বপূর্ণ। মহাকাশ সম্পর্কে আমাদের অনেকের জ্ঞান খুবই সামান্য। পৃথিবীসংক্রান্ত সাধারণ ধারণা কি। কতজন বলতে পারি সেটা। এ ভূপৃষ্ঠের নকশা কেমন। কতজন জানি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, বিদ্যুৎ, জন্তু-জানোয়ার, উদ্ভিদ জগত, প্রাণের উৎপত্তি–এসব জীবনের সামাজিক বন্ধন। এমনকি মৌমাছি, মাকড়সা এবং পাখি ও গবাদি পশু। এরও এক একটা সংস্কার আমাদের মানুষের জীবনযাপনের নানারকম কাজকর্ম এবং চিন্তায় প্রভাব ফেলে।

যেগুলে আমাদের ইচ্ছা এবং আত্মা। এ দুটিকেও প্রভাবিত করে। তাই কোনো নির্দিষ্ট সংস্কার বা কুসংস্কার আমাদের পেছনে ফেলে দেয় আর কোনো নির্দিষ্ট পজিটিভ সংস্কার আমাদের সামনে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারেও আমরা কোনো এক রেখার সিদ্ধান্ত দিতে পারি কি!

বিশেষ করে বর্তমান সময় আমরা যদি সমাজের বিভিন্ন 'টেবু' লক্ষ করি বা তার ব্যাপারে জানার চেষ্টা করি। তখন বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যেটা শ্রেণিস্বার্থ এবং ব্যক্তিস্বার্থের বাইরের হয় বা হবে। অনেকেই

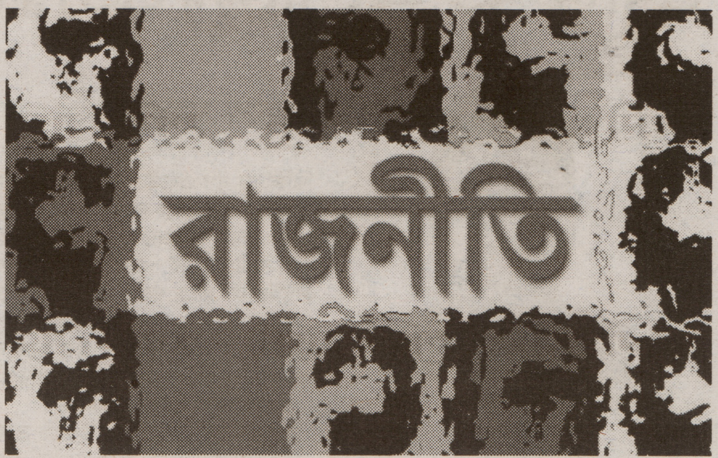

সেটাকেও কুসংস্কার বলি। এরকম একটা 'ট্রেন্ড' আধুনিক সভ্যতায় কখনো কখনো বিতর্কিত ভূমিকা রাখে। কখনো উত্তেজনাও সৃষ্টি করে, কুতর্ক করে। কিন্তু জানার ব্যাপারে বিনয়ী করে না। নিজেরটাকে সবচেয়ে সঠিক বলে মনে হয় বা মনে করি। আমার বিপরীতে কেউ কথা বললে সেটাকে মনে হয় এটা কুসংস্কার বা অপ্রগতিশীল। বাস্তবতা কি বলে!

জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আমরা এখনো অনেকটা নতুন এবং আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমষ্টিগত স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভূগোল ও এর স্বকীয়তার ব্যাপারেও আমরা এখনো অনেকটা অপূর্ণ আছি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তায় অস্বচ্ছতা এবং অপরিচ্ছন্নতা লক্ষ করি। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা নতুন হলেও সভ্য মানুষ ও কৃষ্টিমান জাত হিসেবে আমরা ততটা নতুন বা শিশুও না। আমাদের (বাকি অংশ ২১ পৃাতায়)

Corporate Headquater :
Desh : 37-47 73 Street, Suite : 205, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-899-0202, 718-899-0550, Fax : 718-709-7736
E-mail : deshusa@aol.com (Advertisement)
weeklydesh2021@gmail.com

Bangladesh Bureau :
Desh : House : 29, Road : 01, Sector : 02, Block : F, Aftabnagar
Dhaka-1212 (Opposite China Building)
E-mail : deshusabd@gmail.com, weeklydesh2021@gmail.com
info@deshusa.com

সান ফ্রান্সিসকোর চালকবিহীন গাড়ি

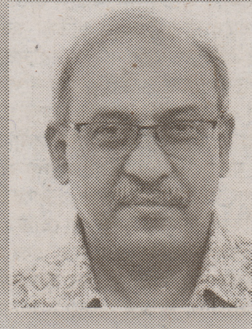

আবদাল আহমেদ

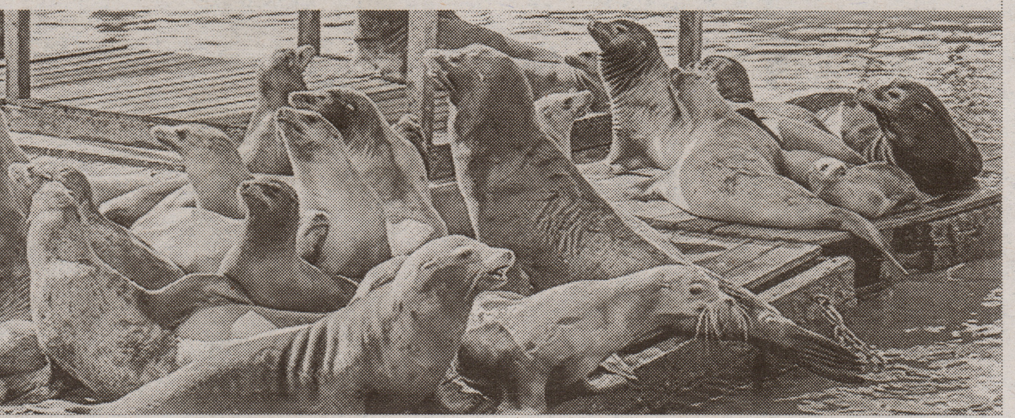

আপনাদের আজ আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো শহরের এমন এক গল্প শোনাব, যা আমার নিজের কাছেই এখনো এক সুন্দর স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। কিছু শহর থাকে, যা শুধু চোখের দেখা নয়, মনের গভীরে দোলা দেয়। প্রশান্ত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সান ফ্রান্সিসকো তেমনি এক মায়াবী শহর। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু খাড়া রাস্তা, ঐতিহাসিক ট্রাম আর ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের এই শহরে যখন পা রাখলাম, তখন শহরটি রুপালি কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু আমাদের এই শহর দর্শন সাধারণ উপায়ে ছিল না। আমাদের সঙ্গী ছিল এক জাদুকরী বাহন। মানুষ ছাড়া নিজেই চলা এক চালকবিহীন গাড়ি। ভবিষ্যতের পৃথিবী কেমন হবে–এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এখন আর কল্পবিজ্ঞান পড়ার প্রয়োজন নেই। গাড়ির পেছনের সিটে আরাম করে বসে যখন জানালার বাইরে তাকালাম, তখন শহরটিকে কল্পবিজ্ঞানের সিনেমা বলেই মনে হচ্ছিল। চালকের আসনে কেউ নেই, অথচ স্টিয়ারিং হুইলটি কোনো অদৃশ্য জাদুকরের ইশারায় নিখুঁতভাবে ঘুরে চলেছে। গাড়িটি আমাদের নিয়ে চলল সান ফ্রান্সিসকোর বিখ্যাত সব পর্যটন স্পটে। অবাক হয়ে দেখছি, যা আমার কল্পনার সীমানাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা চড়েছিলাম এ শহরের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির চালকবিহীন গাড়ি 'ওয়েমো ওয়ান' (Waymo One)-এ। স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি বুক করতেই চোখের সামনে এসে হাজির হলো একটি ঝকঝকে আধুনিক গাড়ি। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ আর হালকা উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা চালকবিহীন এই গাড়িতে চড়ে বসলাম।

গাড়ির দরজা আনলক করে ভেতরে বসার পর সামনের সিটের পেছনে থাকা স্ক্রিন সচল হয়ে উঠল। স্ক্রিনে প্রথমেই ভেসে ওঠে আমার নাম। একটি মিষ্টি নারী কণ্ঠে (অডিও) স্বাগত জানিয়ে ইংরেজিতে বলা হলো, যা বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'হ্যালো আপনাকে ওয়েমো রাইডে স্বাগতম। যাত্রা শুরু করার আগে অনুগ্রহ করে আপনাদের সিটবেল্ট বেঁধে নিন'। এরপর স্ক্রিনের অ্যানিমেশন বদলে যায়। সেখানে লেখা ওঠে 'রেডি টু গো'। স্ক্রিনের বাটনে চাপ দিতেই লেখা ভেসে ওঠে আমাদের গন্তব্য, যে জায়গাগুলোয় যেতে আমরা অ্যাপে লিখে দিয়েছিলাম তার নাম।

গাড়িটিতে চারজনের বেশি যাত্রী ওঠা যায় না। গাড়ির ভেতরে কোনো চালক নেই। চালকের আসনটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। চালকের পাশের আসনটিতে একজন যাত্রী বসা যায়। পেছনে তিনটি আসন। কোনো মানুষের ছোঁয়া ছাড়াই, সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর সেন্সরের ওপর ভরসা করে যখন আমাদের স্বপ্নের সওয়ারি 'ওয়েমো' এগিয়ে চলে, তখন মনে হচ্ছিল, কোনো দক্ষ পেশাদার চালক যেন গাড়ি চালাচ্ছেন। এ সময় জানালার বাইরে তাকিয়ে আমাদের মনে হচ্ছিল, আমরা কোনো কল্পবিজ্ঞানের সিনেমা দেখছি কিংবা টাইম মেশিনে চড়ে ভবিষ্যতের পৃথিবীতে চলে এসেছি। আমাদের 'ওয়েমো ওয়ান' গাড়িটি অত্যন্ত দক্ষ এবং ভদ্র একজন চালকের মতো শহরের আঁকাবাঁকা ও ব্যস্ত রাস্তাগুলো পেরিয়ে যাচ্ছিল। ট্রাফিক সিগন্যাল মানা, পথচারীদের জায়গা দেওয়া কিংবা নিখুঁতভাবে লেন (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের বুকে অবস্থিত 'অ্যালকাট্রাজ দ্বীপ'টি একসময় ছিল আমেরিকার সবচেয়ে সুরক্ষিত সামরিক ও ফেডারেল কারাগার। আল ক্যাপোনের মতো কুখ্যাত অপরাধীরা এখানে বন্দি ছিল। মাফিয়া ডন আল ক্যাপোন ১৯২০-এর দশকে শিকাগো শহরের অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করত। সেই দ্বীপ কারাগারটি আজ এক রহস্যময় ও আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র

প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, প্রতারণা তত আধুনিক হচ্ছে, আমরা কতটা সতর্ক হচ্ছি ?

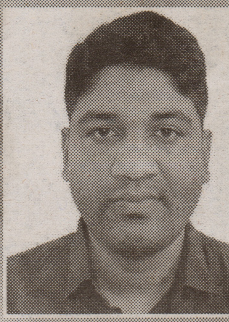

হাসান মাহামুদ

ডিজিটাল যুগ প্রবাসীদের জন্য যেমন সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি নিয়ে এসেছে নতুন ধরনের প্রতারণা। ডিজিটাল প্রতারণা এখন আর নাইজেরিয়ান প্রিন্সের সেই হাস্যকর ইমেইলের যুগে আটকে নেই। প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজ, বিশেষ করে নিউইয়র্কের মতো শহরে যারা পরিবার থেকে দূরে থেকে কষ্টের অর্থ দেশে পাঠান, তারা আজ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের প্রতারণা চক্রের মুখোমুখি - যেখানে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সংগঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র এবং বাংলাদেশের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতা।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে ভয়েস ক্লোনিং বা কণ্ঠস্বর নকল করার প্রযুক্তি। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের অডিও - হতে পারে ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপের একটি ভয়েস মেসেজ থেকেই - দিয়ে এখন প্রতারকরা কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর নিখুঁতভাবে তৈরি করে ফেলতে পারে। এফবিআই সম্প্রতি সতর্ক করেছে যে এই ধরনের স্কিমে আমেরিকানরা গত বছরই প্রায় ৮৯৩ মিলিয়ন ডলার খুইয়েছেন। প্রবাসীদের ক্ষেত্রে এই ফাঁদ আরও মারাত্মক, কারণ দেশে থাকা পরিবারের সঙ্গে দূরত্বের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সত্যতা যাচাই করার সুযোগ কম। ফোনে যখন সন্তান বা ভাইয়ের পরিচিত কণ্ঠে কাঁদো কাঁদো স্বরে শোনা যায়– "মা, আমি বিপদে পড়েছি, পুলিশ ধরেছে, এখনই টাকা পাঠাও" - তখন মস্তিষ্কের যুক্তিবোধ আবেগের কাছে হার মানে। গবেষণা বলছে, এ ধরনের কলে সাড়া দেওয়া মানুষদের ৭৭ শতাংশই শেষ পর্যন্ত অর্থ হারিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিপজ্জনক দিক হলো, এই প্রতারণা এখন বিচ্ছিন্ন অপরাধী নয় বরং সংগঠিত অপরাধচক্রের শিল্প। কম্বোডিয়া ও ফিলিপাইনের স্ক্যাম সেন্টারগুলো নিয়ে জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দমন সংস্থা যে প্রতিবেদন দিয়েছে, তাতে স্পষ্ট - এসব কেন্দ্র শুধু প্রতারণাই করে না, এর পেছনে রয়েছে মানব পাচার, জোরপূর্বক শ্রম এবং বিশাল অর্থ পাচারের নেটওয়ার্ক। বহু ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রগুলোতে কাজ করা ব্যক্তিরাও নিজেরাই পাচারের শিকার, প্রতারণা না করলে তাদের ওপর নির্যাতন চলে। অর্থাৎ প্রবাসী যে বাংলাদেশি প্রতারণার ফাঁদে পড়ছেন, তাঁর বিপরীত প্রান্তে থাকা ব্যক্তিটিও হয়তো একই বৈশ্বিক অপরাধ-অর্থনীতির আরেকটি শিকার।

তৃতীয় কৌশল হলো কর্তৃপক্ষের ছদ্মবেশ ধারণ। অভিবাসন কর্মকর্তা, দূতাবাস কর্মী, পুলিশ বা ট্যাক্স অফিসারের পরিচয়ে কল করে আতঙ্ক তৈরি করে তাৎক্ষণিক অর্থ দাবি করা এখন সাধারণ ঘটনা। প্রবাসীদের জন্য এই কৌশল বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ ভিসা বা ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নিয়ে অনিশ্চয়তা অনেকের মনে এমনিতেই বিদ্যমান, এবং প্রতারকরা ঠিক সেই দুর্বলতাকেই পুঁজি করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স একটি স্তম্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক হিসাব বলছে, ২০২৬ সালের মে মাসের প্রথম দুই সপ্তাহেই দেশে প্রায় ১৫৪ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে - টাকার অঙ্কে যা প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থপ্রবাহই প্রতারকদের কাছে সবচেয়ে লোভনীয় টার্গেট। কারণ যেখানে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা একটি নেটওয়ার্কের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেখানে অপরাধচক্রের জন্য নিজেদের লুকিয়ে রাখাও সহজ।

সবচেয়ে আলোচিত এবং প্রবাসী সমাজের জন্য সবচেয়ে শিক্ষণীয় ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রেই। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) সম্প্রতি একটি মামলা দায়ের করেছে, যেখানে একটি প্রতারকচক্র মার্কিন ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির (ডিইএ) পরিচয় দিয়ে এক মার্কিন নাগরিকের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইল ও প্রতারণার মাধ্যমে ২ লাখ ২২ হাজার ডলার (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ টাকা) আদায় করে। এখানেই গল্পের সবচেয়ে চমকপ্রদ ও সতর্কবার্তামূলক অংশ - এই অর্থ সরাসরি প্রতারকদের কাছে যায়নি। বরং ভুক্তভোগীকে বাধ্য করা হয় আমেরিকায় অবস্থানরত বিভিন্ন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর কাছে এই টাকা পাঠাতে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে থাকা এই শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কাছ থেকেও নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে টাকা সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ একটি সংঘবদ্ধ চক্র দুই দেশের মধ্যে একটি জটিল হুন্ডি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল, যেখানে নিরীহ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরাও না বুঝে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন। সিআইডির তথ্যমতে, এই চক্রটি স্বর্ণ চোরাচালান ও হুন্ডির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ৬০৮ কোটি টাকা পাচার করেছে।

এই ঘটনা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি বা অন্য কোনো শহরে বসবাসরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বা ব্যক্তিকে যখন কেউ বলে, "আমার পক্ষ থেকে এই টাকাটা একটু রিসিভ করে আবার পাঠিয়ে দিন," তখন এটি নিরীহ সাহায্য মনে হলেও বাস্তবে আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং চক্রের অংশ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। আইনের চোখে এই ধরনের কার্যক্রমে অজান্তে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিও জবাবদিহিতার মুখে পড়তে পারেন।

দেশের ভেতরেও পরিস্থিতি ভিন্ন নয়। গত ৭ এপ্রিল চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় একজন ব্যবসায়ীর মোবাইলে একটি সন্দেহজনক নোটিফিকেশন আসে। সেটিতে ক্লিক করার পর তাঁর ফোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে "আপডেট" হতে শুরু করে, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফোনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। পরে জানা যায়, তার জিমেইল ও গুগল পাসওয়ার্ড ম্যানেজারে সংরক্ষিত ব্যাংক হিসাবের তথ্য ও (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

একটি সংঘবদ্ধ চক্র দুই দেশের মধ্যে একটি জটিল হুন্ডি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল, যেখানে নিরীহ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরাও না বুঝে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন। সিআইডির তথ্যমতে, এই চক্রটি স্বর্ণ চোরাচালান ও হুন্ডির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ৬০৮ কোটি টাকা পাচার করেছে

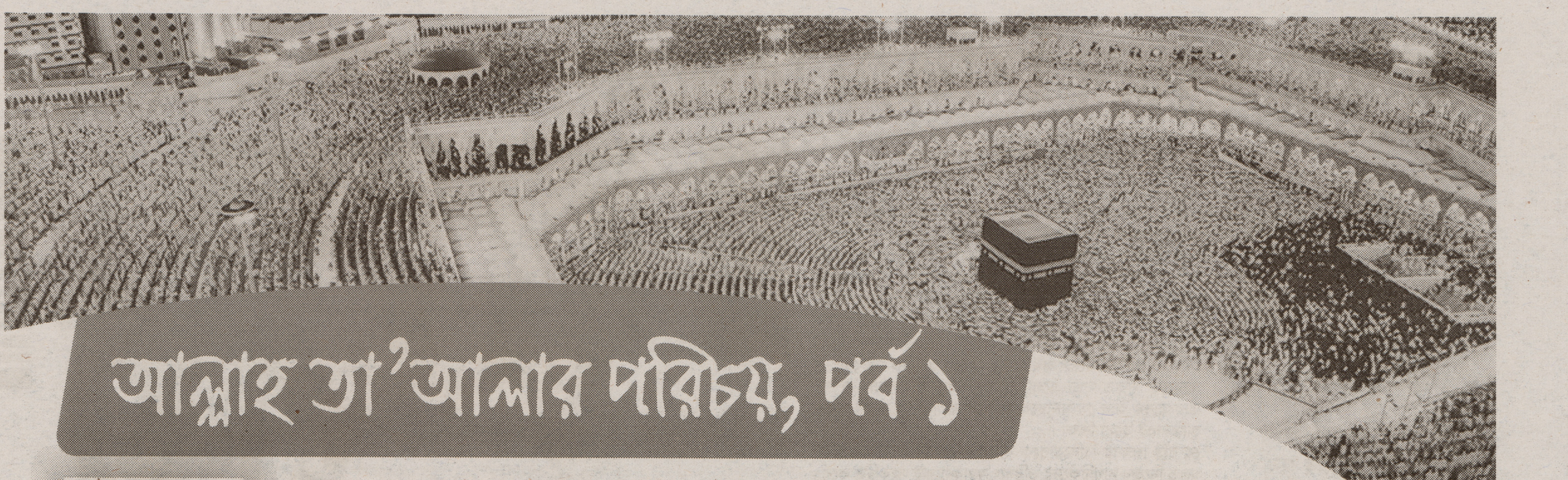

আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, পর্ব ১

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

হুদহুদ পাখীর বয়ানে শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ২৩: আমি [হুদহুদ] এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। ২৪: আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না।{সূরা আন-নাহল}

আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর সুস্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে। তবুও তাদের বৃহত্তর অংশ প্রবৃত্তির চাহিদায় পার্থিবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেএে তাদের জ্ঞানের মূল্যায়ন কওে না। এই কারণেই তারা বিভিন্ন সময়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং ছোট ছোট শির্কে জড়িত হয়। তবে অন্যদের তুলনায় বিশেষভাবে আহলে কিতাবী ইহুদী এবং খৃষ্টানদের থেকে মুসলিম উম্মাহ অত্যন্ত ভাগ্যবান বললে অন্যায় হবে না। কারণ এই দুই দলই প্রবৃত্তির চাহিদা এবং মানবতার চিরশত্রু শয়তানের প্ররোচণায় স্বীয় কামনাকে পূঁজি কওে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। আর অন্যধর্মাবলম্বীদের রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে অযৌক্তিক ধারণা, তাতে জন্ম দিয়েছে নানা প্রকার শির্ক, যা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে জঘন্য পাপ এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। একারণেই মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী/রসূলের আদেশ-উপদেশ বর্জন করে এবং আসমানী কিতাবে বর্ণিত পরিচয়কে উপেক্ষা করে বর্হিভূত পন্থায় আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে বা অনুসন্ধানে রত হয় তখন বলাই বাহুল্য তারা শয়তানের ধোকায় বিভ্রান্ত হয়। আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে স্বীয় বিশ্বাস ও জ্ঞানকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে গর্বিত হয় এবং তার ভিত্তিতে জীবন-যাপন করছে। তারা বুঝতে পারে না যে, শয়তান তাদের এই বিভ্রান্ত বিশ্বাসকে শোভন কওে দেখাচ্ছে এবং জড়িত রাখছে। এসম্পর্কে রাণী বিলকিসের সাবাজাতির উদাহরণ দিয়ে হুদহুদ পাখীর বয়ানে শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ২৩: আমি [হুদহুদ] এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। ২৪: আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না।{সূরা আন-নাহল}। যার সুস্পষ্ট প্রমান বিশ্বের প্রতিটি সমাজে বিদ্যমান।

তাই আল্লাহ তা'আলার সত্য পরিচয় সম্পর্কে জানতে আমরা আল-কুর'আনের এবং সহীহ হাদিসের মাধ্যমকেই প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমরা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করছি। আমাদেও প্রার্থনা কবুল কওে আমাদেরকে তাওফিক দান করুন, আমিন।

আল্লাহ তা'আলা, 'আর-রব' অর্থাৎ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকারী, সাহায্যকারী, বিচার দিবসের একছএ মালিক। মানব সম্প্রদায়ের ধর্মজাতি নির্বিশেষে সকলেই এটাতে বিশ্বাসী অথচ তাদের অধিকাংশই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কোন বস্তুকে শরীক করে তার ইবাদত করছে অর্থাৎ তারা শির্কে জড়িত আছে। এপ্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ১০৫: নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের কত নিদর্শনের পাশ দিয়ে তারা চলে যায়; কিন্তু ওগুলোর কাছ থেকে তারা দূরে সরে থাকে [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদে বা তাওহিদে বিশ্বাস করা]। ১০৬: তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না অন্যদেরকে তার অংশীদার না করে।{সূরা ইউসুফ}। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আবদুল্লাহ ইউসুফ (রাহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ বিশ্বজগতের সর্বএ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা দেখতে পায় না বরং তা উপেক্ষা করে দূরে সরে যায়। তাই অন্যদেরকে অংশীদার না করে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। অন্যদেরকে বলতে এখানে দেবদেবী, ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ, অর্থ সম্পদ, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি প্রকৃতির শক্তি, বিজ্ঞান ও মানুষের রহস্যপূর্ণ ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তির চাহিদায় তৈরী ব্যবস্থাকে বোঝায়। পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে এগুলোর ভূমিকা রয়েছে অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে অথচ সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এক আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধানে। {পৃষ্ঠা ৪৭৯}। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসল পরিচয় সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই বিভ্রন্তিতে ডুবে আছে। এটা বর্তমান মানব সম্প্রদায়ের বাস্তব অবস্থা। কারণ একমাত্র মুসলিম উম্মাহ ছাড়া আর সকলেই পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে শির্কে জড়িত। সূরা আন-নাহলে পূর্ববর্তীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বেশ কিছু অবাধ্য জাতির, যারা শির্কে জড়িত ছিল তাদের বনর্ণা দিয়ে মানব সম্প্রদায়ের কাছে প্রশ্ন রেখে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্পর্কে পরিচয় দিয়ে বলেছেন, ৫৯: বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ, না ওরা- তারা যাদেরকে শরীক সাবাস্ত করে। ৬): বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি, অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়। ৬১: বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে

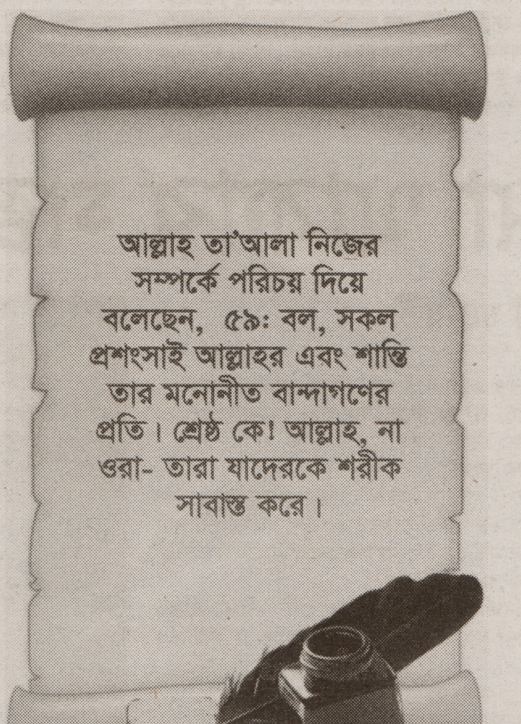

নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। ৬২: বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমারেকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যানকর। ৬৩: বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকার পথ দেখান এবং যিনি তার অনুগ্রহের পূর্বে সংসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কো উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্ব। ৬৪: বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ৬৫: বল, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। ৬৬: বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে; বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।{সূরা আন-নাহল}। মানব সম্প্রদায়ের শিরকে জড়িত ব্যক্তিরা যদি আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে জানার জন্যে কোন প্রকার পক্ষপাত ছাড়া এই আয়াত পড়ে একনিষ্ঠ অন্তরে চিন্তা করে, তবে অবশ্যই আসল সত্য তারা উৎঘাটন করতে পারবে। একারণেই মানবতার চিরশত্রু শয়তান বিরামহীনভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে মানুষ আল-কুর'আন থেকে দূরে থাকে। এমনকি মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশই আল-কুর'আনের বর্ণিত বিষয়ের মূল্যায়ন যথার্থভাবে না করায়, তারাও আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে যাপিত জীবনে নানা ধরণের ছোট-ছোট শির্কে জড়িত আছে।

যাহোক, আল-কুর'আন নাযিল হওয়ার পূর্বে সারাবিশ্বের কোন সম্প্রদায়ই আল্লাহ তা'আলা একাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও রসূলের নির্দেশনা পরিত্যাগ করে মানব সম্প্রদায় স্বীয় প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমপর্ণ করে ধ্বংসের কিনারায় অবস্থান করছিল। সারাবিশ্বই শির্কের মত গর্হিত পাপে লিপ্ত ছিল। আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহ.) তার বিখ্যাত বই, 'ইসলাম এ্যান্ড দি ওর্য়াল্ড' থেকে এ বিষয়ে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। তিনি বলেছেন, 'The sixth century of the Christian era, it is generally agreed, represented the darkest phase in the history of our race. HUMANITY HAD REACHED THE EDGE the precipice towards which it had been tragically proceeding for centuries, and there appeared to be no agency or power in the whole world which could come to its rescue and save it from crashing into the abyss of destruction. Great religions became playthings in the hand of debased ecclesiastics who corrupted and twisted them beyond recognition, so much so that if it were possible for their founders to return to the physical life, they could not not have recognized it. উপরোল্লিখিত আয়াত ছাড়াও আমাদের জানা আছে যে, আল-কুর'আনের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত। অতএব বলাই বাহুল্য যে, একমাত্র আল-কুর'আনই সংরক্ষিত কিতাব হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সত্য পরিচয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিতে পারে। এপ্রসংগে সূরা আল-ইখলাস বা আত-তাওহিদ উল্লেখ্য, যেখানে খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং মুশরিকদের বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, ১: বলোঃ তিনি আল্লাহ, এক এবং অদ্বিতীয়, ২: আল্লাহ অনন্ত, অভাবমুক্ত, ৩: তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকে কেউ জন্ম দেয়নি, ৪: কেউ নেই তার সমতুল্য।' এর ব্যাখ্যায় মাওলানা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী বলেন, অতি অল্প কথায় আল্লাহ তা'আলার সত্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বহু দেব-দেবীর ধারণাপুষ্ট মানুষের কাছে এবং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদেও কাছে আল্লাহ তা'আলার এই পরিচয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে। প্রতিমূহুর্তে মহাবিশ্বের সবর্এ তার অবস্থান জ্ঞানের মাধ্যমে। তিনি প্রতিটি মানুষের ঘাড়ের দু'টি রগের চেয়েও কাছে অবস্থান করেন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। আল্লাহ তা'আলার আরেকটা পরিচয় তিনি অনাদি ও অনন্ত। অনেকেই সময়কে অনাদি ও অনন্ত মনে করে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, কারণ সময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। সুতরাং কেবল আল্লাহ তা'আলাই অনন্ত এবং অভাব মুক্ত। কারও মুখাপেক্ষী তিনি নন এবং কোনো কিছুর উপর তিনি নির্ভরশীল নন। {পৃষ্ঠা ১৩৪১}। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা তার সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে বিশ্বজগতের সবকিছু পরিবেষ্টন কওে আছেন। অর্থাৎ জ্ঞান দিয়েই তিনি সবকিছু দেখেন এবং শুনেন। ইব্রাহীম (আ.) এবং তার জাতির মধ্যে ঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র কওে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ৮০: আমার [ইব্রাহীম (আ.)] প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা [সম্প্রদায়ের লোক] কি চিন্তা কর না?।{সূরা আন'আম}। অথএব বলাই বাহুল্য যে, সীমাহীন সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলা। তার আদেশেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কাজেই তিনি সবকিছুর মালিক। অর্থাৎ সৃষ্টির সব কিছুই তার আদেশের গোলাম। তার মধ্যে মানব হচ্ছে অন্যতম গোলাম বা ইবাদী। তাই গোলামের আব্যশিক দায়িত্ব হচ্ছে তার মালিকের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা এবং সহীহ দলিলের ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জন করা। অথচ মানব সম্প্রদায় এই অতিব প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে উদাসীন থাকায় কার্যকারী কোন ব্যবস্থা তার গ্রহণ করছে না। সৃষ্টি যদি সৃষ্টার পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে থাকে এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তারা অবশ্যই সফলকাম হতে পারবে না। স্রষ্টা যে উদ্দেশ্যে মানব সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবে প্রকাশ পাবে না। মানব ও জীন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ৫৬: আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্যে।{সূরা যারিয়াত}। অথচ মানব সম্প্রদায়ের এক দুই তৃতীয়ংশই ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেএে বিভ্রান্তি হয়ে ইবাদতে শির্কে জড়িত আছে।

এটা চিরসত্য যে, মানবের পরিচয় ঘটে তার কার্যকলাপে, আচরণে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। দুইজনের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠে যখন তারা পরস্পরকে সঠিকভাবে জানতে পারেন। বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষই বংশ পরিচয়, শিক্ষা, আচার-আচরণ, সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কারণ নর-নারীর সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামাঞ্জস্য না হলে ভবিষ্যতে সুস্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। অতএব পরিচয় সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে না উঠলে তা বেশি দিন টিকে থাকে না অথবা জীবন-যাপন হয় কণ্টকযুক্ত বিষাদে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ বন্ধুত্বে এবং বিবাহিত জীবনে তারা সাফল্যের চেহারা দেখতে পারেন না। শুধুমাত্র মানবই নয় বরং সৃষ্টিকুলের সব কিছুই সঠিক পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে তার সাথে মানবের সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। মানবের মধ্যে সৌহার্দবন্ধন সম্পর্ক এবং ন্যায়-বিচারে প্রতিষ্ঠিত শান্তির সমাজ গড়তে চাইলে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অবশ্যই দরকার। কারণ আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকর্তা, বিধানকর্তা, ত্রাণকর্তা, সর্বশক্তিমান

(বাকি অংশ ২২ পাতায়)

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি

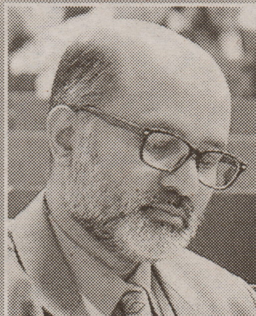

ড. মাহরুফ চৌধুরী

মানুষ কেবল নিজের জন্য বেঁচে থাকা একটি স্বার্থান্ধ সত্তা নয়; মানুষ সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন একটি সত্তা, যার অস্তিত্ব অন্য মানুষের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই অন্যের ওপর সংঘটিত অন্যায়ের প্রতি উদাসীন থাকা মানে শেষ পর্যন্ত নিজের মানবিক সত্তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা

একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার অস্ত্রভান্ডার, সুউচ্চ অবকাঠামো কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে নিহিত নয়, বরং তার নাগরিকদের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও দায়িত্ববোধের মধ্যে নিহিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র হয়েও দুনিয়ার বহু দেশ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্যদিকে বিপুল সম্পদের অধিকারী অনেক রাষ্ট্রও শিক্ষার অবহেলা, দুর্বল মানবসম্পদ এবং সুশাসনের সংকটে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম স্বীকৃত সত্য হলো, রাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার মানুষ আর সে মানুষকে সম্পদে রূপান্তরিত করার প্রধান হাতিয়ারই হলো শিক্ষা।

যে রাষ্ট্র শিক্ষায় বিনিয়োগকে ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করে, সে মূলত নিজের নাগরিকদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেই সংকুচিত করে। পক্ষান্তরে যে রাষ্ট্র শিক্ষাকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখে, সে রাষ্ট্র কেবল নিজের প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মশক্তিই গড়ে তোলে না; বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, আইনের শাসন এবং সুশাসনের একটি টেকসই ভিত্তিও নির্মাণ করে। মার্কিন অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকারের (১৯৩০-২০১৪) 'হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি' অনুযায়ী, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে জাতীয় আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। একইভাবে মার্কিন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) শিক্ষা সম্পর্কে বলেছিলেন, শিক্ষা কেবল জীবনের প্রস্তুতি নয়; শিক্ষা নিজেই জীবন। অর্থাৎ শিক্ষা এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি জাতি তার মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সঞ্চারিত করে।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায়, বিশেষত জুলাই-পরবর্তী রাষ্ট্রসংস্কারের গণআকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে, রাষ্ট্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি আর কেবল কোনো খাতভিত্তিক দাবি নয়; এটি একটি কৌশলগত জাতীয় প্রয়োজন। কারণ রাষ্ট্রসংস্কার কেবল আইন, প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এজন্য প্রয়োজন এমন এক সচেতন, যুক্তিবাদী, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিকসমাজ, যারা রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ ও সাংবিধানিক চেতনাকে ধারণ করবে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা করবে। একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যমটিও কিন্তু শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে শুধু কর্মসংস্থানের উপযোগী করে না; বরং তাকে স্বাধীনচেতা, মানবিক, সহনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, যা একটি আধুনিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। অতএব শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি কোনো বিলাসিতা নয়, বরং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে রাষ্ট্র তার শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, সে মূলত তার ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করে। আর যে রাষ্ট্র শিক্ষায় যথার্থ বিনিয়োগ করতে অবহেলা করে, সে অনিবার্যভাবে তার আগামী প্রজন্মের সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে এবং জাতীয় উন্নয়নের পথকে দীর্ঘ ও অনিশ্চিত করে তোলে।

শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে ইউনেসকোসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রগুলোকে শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে আসছে। তাদের সুস্পষ্ট সুপারিশ হলো, প্রতিটি রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের কল্যাণে শিক্ষাখাতে মোট দেশজ উৎপাদনের (তথা জিডিপির) অন্তত ৪ থেকে ৬ শতাংশ এবং মোট সরকারি ব্যয়ের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। এ সুপারিশ কোনো আদর্শবাদী আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা, অর্থনৈতিক গবেষণা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রণীত একটি বাস্তবসম্মত নীতিমালা। কারণ শিক্ষা এমন একটি খাত, যার সুফল তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান না হলেও দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে এবং জাতীয় উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নচিন্তায় শিক্ষাকে কখনোই নিছক সরকারি ব্যয় হিসেবে দেখা হয় না; বরং এটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্যহ্রাস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক সংহতি এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। একজন শিক্ষিত নাগরিক কেবল নিজের আয় বৃদ্ধির সুযোগই সৃষ্টি করেন না; তিনি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি গ্রহণ, উদ্ভাবন, সামাজিক সচেতনতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেও জাতীয় উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখেন। ফলে শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে সকল স্তরে বহুগুণে প্রতিফলিত হয়। অর্থনীতির ভাষায় শিক্ষায় বিনিয়োগের একটি শক্তিশালী 'বহুমাত্রিক প্রভাব' (মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট) রয়েছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে, স্বাস্থ্যসচেতনতা উন্নত করে, অপরাধপ্রবণতা হ্রাস করে, সামাজিক বৈষম্য কমায় এবং রাষ্ট্রের ওপর দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ ব্যয়ের চাপ কমিয়ে আনে। একই সঙ্গে শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার, গুজব, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ ও রাজনৈতিক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী করে তোলে। ফলে একটি কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিই নয়, বরং (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

মায়ের ভালো থাকার গল্প

ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী

আপেল, চেরি, পিচ সব গাছে ফল এসেছে এ বছরই প্রথম। গত বছর যখন আপেলের বাগানে গিয়ে ছবি তুলছিলাম... জামাইবাবা ছবি তুলতে তুলতে বলেছিল, সামনের বার এলে আর লোকের বাগানে ছবি তুলতে হবে না। আমাদের বাগানেই আপেল পাবেন। সত্যি এবার দুটো আপেলের গাছেই ফল ধরেছে

মেয়েটা এই শরীরেও এতো নড়ে! সাত মাস গিয়ে আটে পড়েছে। অথচ নিচে উপরে, উপরে নিচে, বাগানে। মেয়েটা পারেও! এতো বাগান-ভক্ত! কী বলবো!

দ্বিতীয়বার মা হবে মেয়েটা।

সামার শুরুর আগেই লাউ, স্কোয়াশ, বেগুন, মরিচ, লালশাক, পুঁইশাক, চায়না বিভিন্ন সবজি লাগিয়েছে। উপযুক্ত মাটি ও সার কিনেছে। এ কঠিন মাটিতে এগুলো ফলানো চাট্টিখানি কথা নয়, তবু ফলিয়েই ছাড়বে।

ওষুধ কত রকম! নিয়মিত ওষুধ দেবে। জল দেবে। গ্রিনহাউজের গাছগুলোর আলাদা যত্ন। গাঁদা ফুলের গাছগুলোকে প্রতিদিন নাড়বে।

বড় হচ্ছে কি না... বলো তো মা...ফুল কি ফুটবে?

ফুটবে... ফোটার সময় হলে নিশ্চয় ফুটবে...

ডিমের খোসাগুলো গুঁড়ো করে দিতে দিতে বলে, এতো স্লাগ যে কেমন করে হয়?

রোদ হলে ওষুধ দেবো।

বাবা, তুই পারিসো...বটে...

আপেল, চেরি, পিচ সব গাছে ফল এসেছে এ বছরই প্রথম। গত বছর যখন আপেলের বাগানে গিয়ে ছবি তুলছিলাম... জামাইবাবা ছবি তুলতে তুলতে বলেছিল, সামনের বার এলে আর লোকের বাগানে ছবি তুলতে হবে না। আমাদের বাগানেই আপেল পাবেন। সত্যি এবার দুটো আপেলের গাছেই ফল ধরেছে।

এ দেশে এদের বাগানের জন্য প্রচুর খরচাও হয়। বাগানের জন্য পাথর, মাটি, সার, ওষুধ কত কিছু কিনতে হয়। যাবতীয় কিনতে পাওয়া যায়। এরপর কোদাল, খুন্তি, হাতুড়ি থেকে শুরু করে সব উপকরণ মজুত!

এ দেশে বাগান হলো বাড়ির আভিজাত্য। গাছগাছালির সৌন্দর্য বাড়ির সৌন্দর্য।

গোলাপের দেশে গোলাপগুলো একসঙ্গে ফোটে, সেই সৌন্দর্য সত্যি দেখার মতো। মেয়ের বাগানেও তিন রকমের গোলাপ ফুটেছে। মিষ্টি সুবাস আছে তাতে।

মা দেখো, কোয়াশ, লাউ, বেগুন, টমেটো সবারই ফুল আসছে।

ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, তাই তো রে, তোর চায়না টমেটোও তো দুয়েকটা ধরতে শুরু হয়েছে।

আজ কিছু শাক তুলি, মা?

কী তুলবি... যে কয়টা গাছ!

তুমি দেখোই না... মেয়েটা সত্যিই ছোটো প্লাস্টিকের ঝাঁকা ভরে ফেললো। পুঁইশাকের কিছু পাতা, লালশাক কিছু, লাউশাকের কিছু পাতা...

শাকটা তো খুব ভালো হয়েছে! দুপুরে খেতে খেতে বলে জামাতা।

মা, ভেজেছে। মেয়ে আরেকটু শাক জামাইয়ের পাতে দিতে দিতে বলে।

আর বোলো না, ওই কয়েকটা পাতা... তুলে ভাজতে বললো... তাই দুয়েকটা আলু কুচি করে দিয়েছি।

ওর বাগানের শাক তো... একেবারে ফ্রেশ... খুব ভালো হয়েছে।

ওমা... মা... টিভির ঘর থেকে ডাকে মেয়ে।

কী রে, আসছি...

কী... বলো...?

কিছু না... বসো... একটা ফানি মুভি দেখবো, আসো...

১০টা বেজে গেল। তোমরা খাবা না?

খাবো নি... তুমি আগে বসো...

জামাই আছে... কী বলবে... রান্নাঘর বন্ধ...

মা... তুমি না... এখানে বসো। তুমি জানো সকালে আমাদের খাওয়ার চিন্তা নাই। তুমি খেয়েছো?

আমি তো ৯টাতেই খেয়ে নিয়েছি।

তাহলে আরামসে বসো।

আজ সারাদিন রেইন দেখাচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

ওমা! এ কেমন বৃষ্টি! নীরবে নিঃশব্দে ঝরছে! আমাদের বৃষ্টির তো একটা সুর আছে... ঝমঝম, নয়তো ঝরঝর...

দুজনে হাসলাম।

সত্যি... মেয়েটা কী যে করে... আজ প্রায় একমাসের বেশি হলো এসেছি। আমাকে না রান্না করতে দেবে... না কোনো চিন্তা করতে দেবে... মুভি দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। ওদিকে জামাই দিয়েছে বই। সময় যাতে একঘেঁয়ে না হয়। এছাড়া গান-বাজনার উপকরণও তো কম নেই। কিবোর্ডের সংযোগ দিয়েই রেখেছে। আমাকে শিখিয়েও দিয়েছে কীভাবে হারমোনিয়ামের সুর পাবো...

জামাই ডক্টরেট ডিগ্রিধারী প্রকৌশলী। আছে ইউভার্সিটিতে অধ্যাপনায়। গল্প-উপন্যাস, কবিতার সঙ্গেও গভীর যোগ তার। অসাধারণ আবৃত্তি করতে পারে। সংগীতেও আগ্রহী।

আর মেয়ে তো ডাক্তার। আছে এখানকার হসপিটালে এলডারলি বিভাগের রেজিস্ট্রার পদে।

ওদের ছেলে সবে স্কুলের রিসিপশন ক্লাসে রয়েছে। আসছে সেপ্টেম্বর ইয়ার ওয়ানে উঠবে।

মেয়ে এক সোফায় আধশোয়া হয়ে টিভি দেখছে। আমি আরেক সোফায় শুয়ে শুয়ে দেখছি।

নাতিবাবু স্কুলে। স্কুল সকাল ৮টায়। বাসায় ফেরে ৫টায়। যদিও ছুটি হয় সাড়ে ৩টায়, অতিরিক্ত সময়টুকু স্কুলের ক্লাবে থাকতে হয়। কর্মজীবী বাবা-মায়ের বাচ্চারা সবাই থাকে। কারণ সবাই অফিস থেকে ফেরার পথে বাচ্চাকে নেয়। ক্লাবে অবশ্য বাচ্চারা আলাদা করে ড্রইংসহ অনেক কিছু শেখে। বাড়তি পাউন্ডে... হাসতে হাসতে ভাসছিলাম... আবার দুঃখও হচ্ছিল। কী কুসংস্কার! খোলা মাঠে টয়লেট করবে, কিন্তু বাড়িতে টয়লেট বানানো অপরাধ!!

সিনেমার নাম যে 'টয়লেট' হতে পারে জানতাম না।।

আজ সকালে বার্মিংহামে কিছু বাজার করার উদ্দেশে রওনা হলাম সবাই। ওদের একটাই চিন্তা...

মা কী খাবে? মা তো দেশি মাছ ছাড়া খেতে পারে না। আর এ দেশের কোনো মাংস তো একদম নয়।

জামাই ড্রাইভ করে। মেয়ের এখনো ট্রেনিং হয়নি। যদিও এ দেশে গাড়ি চালানো শিখতেই হবে। গাড়িও ওদের দুইটা।

মা... দেখো... এই যে এ রাস্তা দিয়ে ডানে এগোলেই আমার আগের হাসপাতাল। আমি ছয় মাস আসা-যাওয়া করেছি। মেয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে দেখাতে লাগলো গাড়ির ভেতরে বসে। এই যে এখান থেকে বাস ধরতাম। তারপর ট্রেনে কোভেন্ট্রি। কখনো কখনো উবারেও যেতে হয়েছে। মেয়েটা বলেই চলেছে... জানো মা, সে সময়ের দিনগুলো মনে হলে এখন ভাবি... আমি কীভাবে করেছি... তখন তোমার নাতির বয়স ১৪/১৫ মাস। ওই বয়সে ওকে ডে-কেয়ারে দিতে হয়েছে। ওর বাবা আর আমি দুজনে কত যে কষ্ট করেছি মা!!! তোমাদের কোনোদিন বলিনি..., কারণ বলে বোঝানোর মতো বিষয় নয়।

কারে বসালেই বুঝতো ওকে ডে-কেয়ারে দিতে যাচ্ছি। সিটবেল্ট বাঁধতে দিতো না। তখন থেকে শুরু হতো কান্না।

ডে-কেয়ারের দরজায় নামবে না... কাঁদতে কাঁদতে বাঁকা হয়ে নীল হয়ে যাবে... তবু ওকে ওভাবে রেখেই আমি বার্মিংহাম ছুটতাম। সকাল ৮টার আগে পৌঁছতেই হবে। কোনোভাবে ৮ হওয়াও যাবে না। এ দেশে সময় নিয়ে কোনো বাহানা চলে না। ওদিকে ওর বাবা, ওকে দিয়ে ফিরতে পারতো না। ভেতর থেকে শোনা যেতো সেই কান্না। (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

প্রবাসে কি বাংলা ভাষা টিকে থাকবে ?

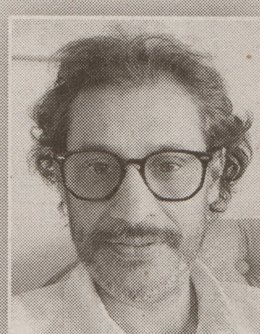

কাজী জহিরুল ইসলাম

প্রবাসে বাংলা চর্চা কেমন হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে ভাষার কাজ কী এবং কীভাবে ভাষা সেই কাজটি করে। একই সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রকৃতিও কিছুটা এ আলোচনায় বিশ্লেষণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। ভাষার প্রধান কাজ হচ্ছে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানো। যখন দুজন মানুষ তাদের মধ্যে মতবিনিময় করেন, তখন একটি ভাষার দরকার হয়। তারা এমন একটি ভাষা বেছে নেন, যেটি দুজনের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বা বোধগম্য। যদি এমন হয় যে, একজন ফ্রেঞ্চ ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানেন না এবং অন্যজন শুধু বাংলা ভাষা জানেন, তখন তারা একজন মধ্যস্থতাকারীকে খোঁজেন, যিনি দুটো ভাষাই জানেন এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানোর জন্য সাহায্য করেন। আমরা এরকম মধ্যস্থতাকারীকে বলি অনুবাদক বা ইন্টারপ্রেটার। কিন্তু যখন ইন্টারপ্রেটারও পাওয়া যায় না, তখন দুজন মানুষ তাদের শাব্দিক ভাষা দূরে সরিয়ে রেখে অঙ্গভঙ্গি এবং ইশারা ইঙ্গিতে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এতে হয়তো সময় একটু বেশি লাগে, কিন্তু সফল যোগাযোগ ঘটে।

অধ্যাপক আলবার্ট মেহরাবিয়ান একজন মার্কিন অধ্যাপক। তিনি শব্দহীন ভাষা বা নন-ভারবাল ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন, যোগাযোগের ৫৫ শতাংশ হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। ৩৮ শতাংশ কণ্ঠের অভিব্যক্তি আর বাকি মাত্র ৭ শতাংশ শব্দের যোগাযোগ। দেখুন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা কতটা গৌণ। অধ্যাপক মেহরাবিয়ানের শতাংশের হিসাবটা আমার কাছে ততটা বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও দেহ বা কণ্ঠের অভিব্যক্তি যে গুরুত্বপূর্ণ তা ভীষণভাবে স্বীকার করি। কেন আমি মেহরাবিয়ানের শতাংশের হিসাব পুরোপুরি মেনে নিচ্ছি না, তা দুটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। টেলিফোনে যখন আমরা কথা বলি, তখন মেহরাবিয়ানের মতে যোগাযোগের মাত্র ৪৫ শতাংশ সফল হয়। যখন ইমেইলে বা টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে যোগাযোগ করি, তখন মাত্র ৭ শতাংশ সফল হয়। আসলেই কি এ তথ্য ঠিক? এটি যে ঠিক নয়, তা অন্য একটি উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। ধরুন, ক্রিস্টফ ফরাসিভাষী, নয়ন বাংলাভাষী। তারা দুজন মুখোমুখি বসে যার যার ভাষায় কথা বলছে। এক্ষেত্রে কি যোগাযোগের ৯৩ শতাংশ সফল হবে? যদি তাই হতো, তাহলে সারা পৃথিবীতে ইন্টারপ্রেটারদের এতো কদর থাকতো না। আমি তো আর এ বিষয়ে গবেষক নই, গবেষক হচ্ছেন আলবার্ট মেহরাবিয়ান। কাজেই তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপিত তার যুক্তিই আধুনিক পৃথিবী গ্রহণ করেছে।

> দিনের যাবতীয় কাজ সেরে পরিবারের সঙ্গে যখন রাতের বেলা দেখা হয়, তখন আর বাংলা ভাষার চর্চা করার সময় কই? তারপরও স্মৃতিকাতরতা, আবেগ, মাতৃ ভাষার প্রতি টান–এসব কারণে প্রথম প্রজন্ম যেকোনোভাবেই হোক, বাংলা ভাষাটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন

বিশ্বখ্যাত এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ বিষয়ে আমি কিছু পাঠ নিয়েছি। আমার অধ্যাপকও মেহরাবিয়ানের শতাংশের হিসেবই শুনিয়ে দিয়েছেন। তিনি অবশ্য আরো কিছু বাড়তি যুক্তি দেন। তিনি বলেন, অঙ্গভঙ্গি এবং কণ্ঠের অভিব্যক্তি কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ? গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে আমরা ৩০ লাখ বছর নন-ভারবাল ছিলাম, যোগাযোগ করতাম অঙ্গভঙ্গি দিয়ে। মানুষ ভাষা শিখেছে মাত্র দেড় থেকে দুই লাখ বছর আগে। যোগাযোগ বিষয়ে আমাদের জিনের অভিজ্ঞতার ৯৩ শতাংশই হচ্ছে নন ভারবাল। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত ইথোলজিস্ট রিচার্ড ডকিন্সের বই 'দ্য সেলফিশ জিন' যারা পড়েছেন বা এ বইয়ের প্রতিবাদ্য সম্পর্কে জানেন এবং অবগত আছেন যে, জিনের ক্ষমতা শুধু এক দেহের মধ্যেই সীমিত নয়, এর ক্ষমতা অনেক ব্যাপক। মানুষের বয়স যদি ৩২ লাখ বছর হয়, তাহলে ৩২ লাখ বছরের অভিজ্ঞতার প্রবাহ আজকের মানুষের জিনের মধ্যে আছে।

এবার একটু আলোচনা করা যাক, প্রবাসীদের প্রকৃতি বা ধরন নিয়ে। প্রবাসী আর অভিবাসী এক নয়, যেকোনো কারণেই কেউ নিজ দেশের বাইরে, মানে বিদেশে, অবস্থান করলে তিনি বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে প্রবাসী। কিন্তু প্রবাসীদের মধ্যে যারা ভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশে পাড়ি জমান, তারা অভিবাসী। সাধারণত অভিবাসীরা ভিন্ন কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সে দেশে সন্তানসন্ততির জন্ম দেন, সে দেশের শিক্ষাগ্রহণ করেন, সে দেশের পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, বাড়িঘর কেনেন, অর্থাৎ প্রজন্ম পরম্পরায় নতুন ভূখণ্ডে বসবাস করেন।

অভিবাসীরা নতুন দেশে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং আরো অনেক প্রজন্মের জন্ম দেন, কিন্তু যারা অল্প সময়ের জন্য বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে আবার নিজ দেশে ফিরে আসেন তারা প্রবাসী। এ প্রবাসীরা এবং অভিবাসী প্রবাসীদের প্রথম প্রজন্ম তাদের মাতৃভাষা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। নতুন দেশে গিয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাদের নতুন ভাষা শিখতে হয় বটে, কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি তারা আমৃত্যু গভীর টান অনুভব করেন। এ শ্রেণির প্রবাসীদেরই আমরা দেখি পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে নানান অনুষ্ঠান আয়োজন করতে। যেসব প্রবাসী আবেগপ্রবণ কণ্ঠে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠ করে ভিডিওচিত্র তৈরি করেন এবং ফেসবুকে পোস্ট করেন, তারা সবাই প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী বা প্রবাসী। তাদের সন্তান, যারা প্রবাসে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, তারা জীবনানন্দ দাশ কে ছিলেন, এ প্রশ্নে শুধু অবাকই হন না বিরক্তও হন। এটি হচ্ছে, প্রবাসী বাঙালিদের একটি অতিসাধারণ চিত্র। প্রয়োজন থেকেই ভাষার ব্যবহার, প্রয়োজন থেকেই সংস্কৃতির উৎপত্তি। এ কারণেই আমরা সংস্কৃতিচর্চাসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই পেশাগত বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যখন একজন মানুষ শখ করে গান করে আর যখন আরেকজন জীবিকার জন্য গান করে, এ দুজনের গান করার মধ্যে গুণগত পার্থক্য অনেক। জীবিকাটা হচ্ছে প্রয়োজন। প্রয়োজন না হলে স্বভাবতই মানুষ তার সর্বোচ্চটা দেয় না।

আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ইতালিতে যেসব অভিবাসী বাঙালি বসবাস করেন, দৈনন্দিন যোগাযোগের প্রয়োজনে তাদের ওইসব দেশের ভাষা ব্যবহার করতে হয়। স্কুলে কিংবা কর্মক্ষেত্রে সে ভাষা ব্যবহার করতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে তাদের ভিনদেশি ভাষাটি শিখতে হয়, বলতে হয় এবং প্রতিদিন লিখতে হয়। দিনের যাবতীয় কাজ সেরে পরিবারের সঙ্গে যখন রাতের বেলা দেখা হয়, তখন আর বাংলা ভাষার চর্চা করার সময় কই? তারপরও স্মৃতিকাতরতা, আবেগ, মাতৃভাষার প্রতি টান–এসব কারণে প্রথম প্রজন্ম যেকোনোভাবেই হোক, বাংলা ভাষাটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। কোথাও বাংলা গান, কবিতার অনুষ্ঠান হচ্ছে খবর পেলে ছুটে যান। কিন্তু পরের প্রজন্মের কাছে এ ভাষা হস্তান্তর করা কঠিন হয়ে পড়ে।

শ্রমজীবী পরিবারগুলোকে (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

বাংলাদেশের ফোকলোর–নয়

ড. মাসুদ রেজা

ধাঁধা ও হেঁয়ালি-১.

বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ধাঁধা ও হেঁয়ালির ব্যবহার লক্ষণীয়। কমপক্ষে দুজনের উপস্থিতিতে রূপক-সংকেত-উপমাদির মাধ্যমে প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে পারস্পরিক আলংকারিকতা প্রত্যক্ষ করা যায়। বস্তু এটি বুদ্ধির খেলা। এই কেউ হারে, আবার কেউ জিতে। বক্ষমান প্রবন্ধে বেশকিছু লোক ধাঁধা তুলে ধরা হলো–

১. আখ (ইক্ষু) : আল্লাহর কি কুদরত/ লাঠিভরা শরবত। অথবা : সি মাঠে জনম তার মকরতে কাটা/ তারে কাটিবার গেলে কত লক্ষ হয়/ তার রুধি সর্বলোকে খায় (ফরিদপুর)। তুলনা : আগায় ঝুনঝুনি গোড়ায় মৌ/ যে না কতে পারে সে সোনামুচির বউ (খুলনা)। 'Rough leaves, silver branches/Ifou don't know this riddle/you or a Ghasin's daughter. (মুরিয়া উপজাতি, মধ্য ভারত)। তুলনা-২. উপর দিয়া খসখস/ তলা দিয়া মিষ্টি, মাদারীপুর)। তুলনা-৩. আগায় খসখস গোড়ায় মৌ/ যে না কইতে পারে হে ভবানী দাশের বউ (গোপালগঞ্জ)। ২. উনান (চুলা) : ইট ঘুঘুর পিঠটান/ কোন ঘুঘুর তিন কান (ফরিদপুর)। তুলনা-১. শালিকের তিন মাথা/ সে খায় বনের লতাপাতা(বগুড়া)। তুলনা- ২. একটা মুচির তিনটে বিচি/ মাতায় বোজা, পোঁদে খোঁজা (২৪ পরগণা)। তুলনা-৩. এক ঘুঘুর তিন মাতা/ ঘুঘুতে কয় ঠ্যাসের কতা (মাদারীপুর)।

৩. কলসি : যুবতী ধরিয়া কণ্ঠে করে আলিঙ্গন/ নিতম্বে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন।/ গুরুজন থাকিলেও চক্ষের উপরে/ লাজলজ্জা পরিহরি কত শব্দ করে। (ফরিদপুর)। তুলনা : ১. জাঁতার ওপরে জাঁতা হাঁটুর ওপরে ভর,/ মাজায় মাজা লাগাইয়া গলা জড়াইয়া ধর (যশোর)। তুলনা : ২. পোঁদে ঠেলে মুহে খায়,/ কানতে কানতে ঘরত যায় (চট্টগ্রাম)। ৪. কলার পাতা : এক আটনে দুই চাল/ দেখরে বিটা খোদার কাম (ফরিদপুর)। তুলনা : ১. একখানা পাতা/ তার দুইখান চাল (বগুড়া)। তুলনা : ২. এক কোড়/ দুই চাল (ময়মনসিংহ)।

তুলনা : ৩. আখ্যান কাইমত দুখান চাল (কোচবিহার)। তুলনা : ৪. সবুজ ঘোড়া/ এক বেয়াইনে বুড়া (ময়মনসিংহ)। ৫. কাগজের টাকা : উকটান বুকটান, কোন বস্তুর তিন কান (ফরিদপুর)। তুলনা : ১. চার মায়া বেটির আট মায়া পেট/ চোষট্টিনাগর তার/ স্বামী তার এক (কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ)। ৬. কাছিম : তিন অক্ষরে নাম তার/ জলে বাস করে/ শেষের অক্ষর কাইটা দিলে টানাটানি করে (ফরিদপুর)। তুলনা : বাড়ির পিছে ছইঅর গিল/ আপনার মাথা আপনে গিল (চট্টগ্রাম)। ৭. খেজুর গাছ : মাইটা আতুন, কাঠের গাই/ বছর বছর দুয়াই খাই (ফরিদপুর)। তুলনা : ১. কাঠের গাই, মাটির বাছুর/ ডরে বেটা কালাচান্দ/ দুধ খাবি তো বাছুর বান্ধ (রাজশাহী)। তুলনা : ২. মাইটা দোনা কাঠের গাই/ রাইতে পানাই, দিনে খাই (ময়মনসিংহ)। ৭. ক্ষুর : কালা কালা ভোমরা কালা ঘাস খায়/ সন্ধ্যা হলে ভোমরা খোয়ারেতে যায় (ফরিদপুর)। তুলনা : কালা কালা দাওনা কালা ঘাস খায় / রাইত হইলে দাওনা খোরাইলত যায় (চট্টগ্রাম)। ৮.ঘূর্ণি : উড়ে যায় পাখি/ নাড়ি ধরে রাখি (ফরিদপুর)। তুলনা : অলক পুঁই, বৃহৎ গাছ/ তারপাত বারজাত (পুরুলিয়া)। ৯. চক্ষু : এক মায়ের দুই ছেলে/ কেউ কারে দেখতে না পেলে (ফরিদপুর)। তুলনা : এক

> বাংলা ও আসামের নাগা কুকি, গারো, কোচ, মুরং উপজাতির কৃষকরা ফসল পাকার সময় ধাঁধা বলে আনন্দ প্রকাশ করে। মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধাঁধা ও ধাঁধাচর্চার বিবরণ পাওয়া যায়। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের বাণীখণ্ডে মনুষ্য বাকশক্তিসম্পন্ন শুকপাখি রাজসভায় ২১টি ধাঁধা জিজ্ঞেস করে; সভাস্থ পণ্ডিতরা সেগুলো উত্তর দেন

উঠানে দুইভাই/ কেউ কারে দেখতে না পারে (কুষ্টিয়া)। তুলনা : ২. একটুক কুটরা পাইল্লে বড় মুশকিল করে (জলপাইগুড়ি। ১০. চশমা : কোন মা মা নয় (ফরিদপুর)। তুলনা : সে এমন রসিক চান/ নাকে বসে ধরে কান (বগুড়া)। ১১. চিঠি : কুটি কুটি পানের বিড়া/ তার মধ্যে কালিজিরা / সেই পান শহরে যায় / মরা মাইনষে কথা কয় (ফরিদপুর)। তুলনা : ভুঁই ধওনা বিচন কালা/ মুক নাইতে বুলে ভালা/ পাও নাইতে যায় দূর/ পিন্দিয়া আইসে চাম্পার ফুল (উত্তরবঙ্গ)। তুলনা-২. আদগাইন্না পুডি মাছে তালগাছ বায়/ বনের পোক্কিতে দরবার লয় (মাদারীপুর)। তুলনা-৩. এপার গোনে মারলো থাল/ থাল গেল বরিশাল/ থালের উপর পোকখি/ মামাতো ভাই শাকখি (গোপালগঞ্জ)। ১২. ছাতা : আট কুঠরী ঊনিশ ঠ্যাং/ আছে কাপড়ের তলে/ ঠেলা দিলি খুইলা পড়ে (ফরিদপুর)। তুলনা : ছউরি মউরি চৌরি ঘর/ আট কন্যার একটা বর (যশোর)। তুলনা : ২. ভগবানের এমনি কল/ একটি খুঁটি একটি ঘর (২৪ পরগণা)। ১৩. জাল : জন্ম ধলা, কর্ম কালা/ গলায় গজমতির হার,/ উইড়া গিয়া ধইরা আনে/ মুনিষ্যির আদার (ফরিদপুর)। তুলনা : হায় আল্লাহ হল কি,/ ওপর থেকে পড়ল কি/ পালাবি ঘরেতে, আমি পালাব কোথা দে (২৪ পরগনা)। ১৪. তরমুজ : ইল শুকাইল বিল শুকাইল,/ মধ্যি চকে পানি রইল (ফরিদপুর)। তুলনা : হায় আল্লাহ করি কি,/ বোঁটা নাই তার ধরি কি (রাজশাহী)। তুলনা : ২. কোথাও জল নেই,/ ঢেলা বনে জল (মেদিনীপুর)। ১৫. ঢেঁকি : রাজার বাড়ির হাত্তি,/ নিত্যি খায় লাত্তি (ফরিদপুর)। তুলনা : গাঙের পাড়ে ডুপিডা হুইডা আধার করে/ লেঙ্গুর পাড়া দিলে ভেৎকুৎ করে (কুমিল্লা)। ১৬. ডাব : ইল শুকাইল বিল শুকাইল/ গাছের আগায় পানি রইল (ফরিদপুর)। তুলনা : আকাশ পবন দড়ি,/ মিল কুমারের হাঁড়ি।/ বিনা মেঘে জল,/ তোরা কি বলছিস বল (মেদিনীপুর)। ১৭. ডুমুর : আগায় থরথর গোড়ায় মোটা/ বিনিফুলে ধরে গোটা (ফরিদপুর)। তুলনাঃ কাঁচাতে মানিকের ফল, সর্বলোকে খায়/ পাকলে মানিকের ফল, গড়াগড়ি যায় (মুর্শিদাবাদ)। ১৮. ডিম : রাজার বউরানি, এক বাটরায় দুই রকম পানি (ফরিদপুর)। তুলনা : একটা পুষ্কনী, দুই রকম পানি/ জলদি করে দেও ভাঙ্গানি (নেত্রকোনা)। তুলনা-২. এক গেলাসে দুই জাত পানি/ তারে আমি উস্তাদ মানি (ময়মনসিংহ)। তুলনা-৩. হিজল গাছে বিজল পানি/ পিতলের কলসি/ ভাইঙ্গা গ্যালে কি জোড়াইতে পারি (মাদারীপুর)। ১৯. নারিকেল : মাটির উপর কাঠ, কাঠের উপরে পাতা,/ পাতার নিচে ফুল, ফলের ভেতরে মাথা (ফরিদপুর)। তুলনাঃ আকাশের সমান দড়া, বিনি কুমারের হাঁড়া/ বিনি দুধের দই, এমন গোয়ালা কই (মুর্শিদাবাদ)। ২০. নৌকা : হাত নাই পাও নাই পিঠ দিয়া চলে,/ চান নাই সূর্য নাই দিবারাত্র জলে (ফরিদপুর)। তুলনা : পেটে খায় পিঠে হাঁটে (মুর্শিদাবাদ)। ২১. পালকি : চার পায়ের জিনিস আমি, আট পায়ে হাঁটি/ রাক্ষস না খাককোস না, আনাম মানুষ গিলি (ফরিদপুর)। তুলনা : চার পায়ে বসে, আট পায়ে চলে/ রাক্ষস নয় খোক্ষস নয়, আস্তা মানুষ গিলে (বর্ধমান)। তুলনা-২. আট পায়ে আসে/ চহির পায়ে বসে/ বাগ নয় মানুষ নয়/ আনাম মানুষ গেলে (মাদারীপুর)। ২২. পিঁপড়া : একটুহানা ছেমড়ারা দুধভাত খায়/ আড়াই হাত মাটির তলায় যুদ্ধ করতি যায় (ফরিদপুর)। তুলনাঃ একটুকু লোকটি চিনি মিছরি খায়,/ বড় বড় লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায় (মালদহ)। ২৩. মরিচঃ একটুকু গাছে/ লাল মিয়া নাচে (ফরিদপুর)। তুলনা : একটুখানি গাছ/ রাঙা বউটি নাচে (ঢাকা)। তুলনা-২ঃ এতটুকু গাছে, লালবাবু ঝুলে (সিংহভূম) ২৪. মশারি : ঘরের মধ্যে ঘর/ তার মধ্যে পইড়া মর (ফরিদপুর)। তুলনা : ঘরের মধ্যে ঘর/ নাচে কন্যা- বর (মুর্শিদাবাদ)। তুলনা-২. ঘরের মধ্যে ঘর/ খোদায় রক্ষা কর (ময়মনসিংহ)। ২৫. রৌদ্র : লাঠি ভনভন লাঠি ভনভন লাঠি নিল চোরে/ সারা দেশে আগুন লাগছে, কে নিভাইতে পারে (ফরিদপুর)। তুলনা : আল ঝনঝন আল কনকন আল নিল চোরে/ অনিল পর্বতে আগুন কে নিভাইতে পারে (সিলেট)। ২৬. শামুক : মামারা উড়ুক চিড়া খায়,/ ভাগনারা গেলে ঘরে দুয়ার দেয় (ফরিদপুর)। তুলনা : মামুরা সিন্নি রান্ধে,/ আমারে দেইখ্যা দুয়ার বান্ধে (ময়মনসিংহ)। তুলনা-২. আমার ভাই ওঝা/ মাতায় এট্টা বোঝা (মাদারীপুর)। তুলনা-৩. উঠান ঠনঠন/ পিড়ায় বাড়ি/ কোন দেবতার/ জিহ্বায় দাড়ি (ময়মনসিংহ)। ২৭. হুক্কা : দুই অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে/ মাছও না কাছিমও না মানুষ খায় তারে (ফরিদপুর)। তুলনা : জনম গেল দুঃখে,/ বুকে আমার আগুন দিয়ে খায় মনের সুখে (বর্ধমান)। তুলনা-২. উপরের তোন পড়ল বুড়ি/ কাতা কাপুর লইয়া/ হেই বুড়ি কতা কয়/ সবার মাঝে বইয়া (মাদারীপুর)। তুলনা-৩. আডু হুমান পানির মধ্যে/ কইয়ে ভুর ভুর করে/ রাজা আহে প্রজা আহে/ সবাই মেলাম করে (ময়মনসিংহ)। ২৮. বাঁশ : ছোডকালে ঘুমটা/ বড় কালে ন্যাংটা (মাদারীপুর)। তুলনাঃ ছোড সময় কাপড় পিন্দে/ বড় হইলে ল্যাংডা থাকে (ময়মনসিংহ)। ২৯. রাস্তা : এক গাছ দড়ি/ গুছাইতেনা পারি (মাদারীপুর)। তুলনাঃ নানিগর বাড়ি গেছিলাম/ নানি একটা কাফর দিল/ পিন্দা শেষ অয় না (ময়মনসিংহ)। ৩০. সিঁদুর : দাদা দিল একবার/ বৌদি দেয় বারবার (মাদারীপুর)। তুলনাঃ মাইজখানে কালো, ভেতরে লাল/ স্বামী আছে যতদিন দিতে হবে ততদিন (ময়মনসিংহ)। ৩১. বোতল : কালা ছাগলের গলায় দড়ি/ নিত্য হাডে লড়ালড়ি (মাদারীপুর) । তুলনা : কালা ছাগলের গলাত দড়ি/ রাইত অইলে তালাস করি (ময়মনসিংহ)। ৩২. ভাত : আচারে ভাঙ্গে না/ পাচারে ভাঙ্গে না/ টিপ দিলে সয় না (গোপালগঞ্জ)। তুলনাঃ তিনজনে ধরে একজনে ঠেলে/ ফেনডা তুইল্যা ছাড়ে (ময়মনসিংহ)। তুলনা-২. মিল্লা মারলে ভাঙ্গে না/ টিপ মারলে ভাইঙ্গা যা (ময়মনসিংহ)। ৩৩. তেঁতুল : ছিটিছিটি পাতাটি/ মোটা মোটা ডাল/ বিজটি পাকা ফলটি লাল (ময়মনসিংহ)। তুলনাঃ ঝিলিমিলি পাতা/ মোটা মোটা ডাল/ ফলটি বেকা/ বিচিটি লাল (ময়মনসিংহ)। তুলনা-২. ফুল ফুলান্তি অল্প বয়সে দুলান্তি/ পাকলে শরবত খায় ল্যাংটা হইয়া হাটে যায় (ময়মনসিংহ)। **(চলবে)**

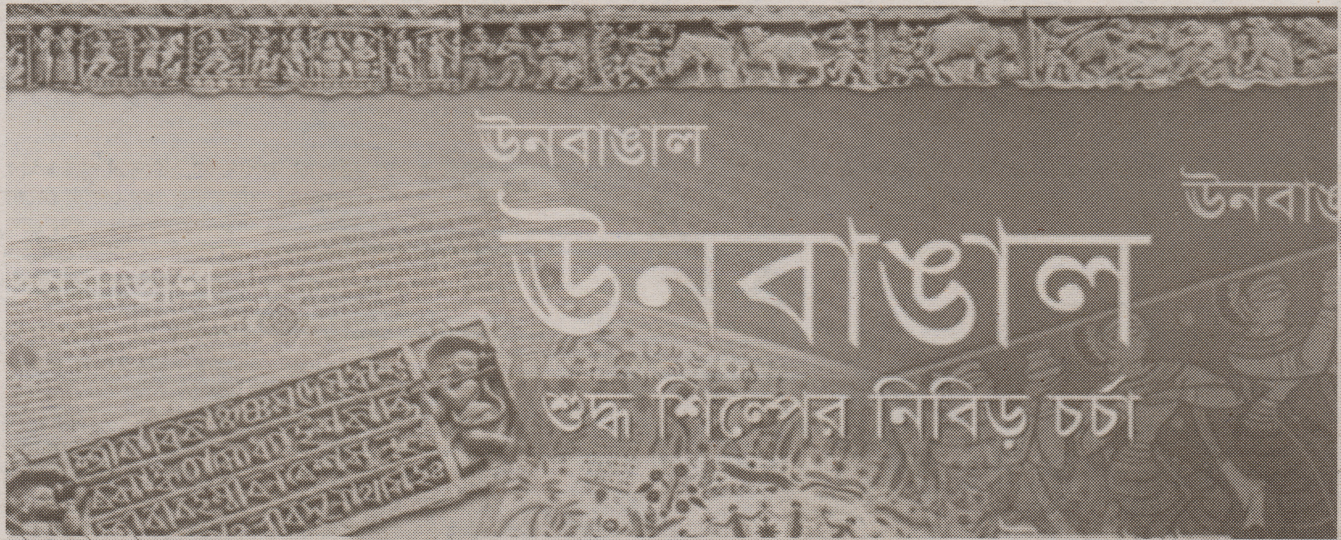

গোলাম রসুলের দুটি কবিতা

শিকারি সভ্যতা

চারটি জ্বলন্ত মোমবাতির ওপর অন্ধকার
দূর
শিকারি সভ্যতার মধ্যে গবাদিপশুদের খাবার পাত্রগুলো হাই তুলছে

জোয়ারে এক জাহাজ
ডলফিনের আকাশ
চাঁদসহ আছড়ে পড়ছে রাত্রির ঢেউ

খড় তুষ কাঠের গুঁড়ো
জল আর স্থল
সুগন্ধ পলি
তীরে প্রবালের সারি প্রতিনিধিত্ব করছে মহাবিশ্বের

অসহায় মানুষ
নাক্ষত্রিক সত্তায় আবিষ্ট হয়ে উচ্চারিত শব্দ
প্রতিটি শব্দের ওপর অশ্রু ছিল ঘুমন্ত মহাকাব্যের মতো

রহস্যের সমুদ্র এগিয়ে আসে
বড়জোর সংগ্রহ থাকে কিছু বালি আর শুকনো পাতা

শ্বেতমৃত্যু

এটা একটা ধ্বংসের ভূদৃশ্য
যার সাথে আমার জন্মের অতুলনীয় যোগাযোগ
এবং নক্ষত্রের ধীরগতি আমাদের জীবন

ফুলে ভরা সমুদ্রে আমি ভাসছি
একটা বিশাল পাথর আমাকে ডাকছে আর আমি সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছি

মুখগুলো অচেনা
তাদের কণ্ঠস্বরের মধ্যে নৌকা নেই আলো নেই বাতাস নেই
বুকে হাঁটতে হাঁটতে তার সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছে সূর্যের নারীমূর্তি

গবাদিপশুদের ভক্ষণের সোনালি পাত্র
জবাইয়ের সৌন্দর্য
সময় বোবা ঘরে বন্দি
সামনে শ্বেতমৃত্যু

মানুষ হওয়ার অপেক্ষা
ইকবাল খান

এখনো মানুষ হতে পারলাম না–
যদিও প্রতিদিন মানুষের পোশাক পরে
ভিড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাই নির্ভুল অভিনয়ে।
আমার ভেতরে এখনো জেগে থাকে
এক আদিম নেকড়ে,
যে ক্ষুধার সময় ভালোবাসাকেও
ছিঁড়ে খেতে চায় নিঃশব্দে।
আমি বহুবার সত্যের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে
নিজের ছায়াকেই ভয় পেয়েছি,
বহুবার ভালোবাসতে গিয়ে
অহংকারের কাছে পরাজিত হয়েছি।
তবু প্রতি রাতে
ঘুমের আগে এক অদ্ভুত শূন্যতা এসে
আমার বুকের ভেতর বসে থাকে–
যেন বিধাতা এখনো অপেক্ষা করছেন
আমি সত্যিকার মানুষ হবো বলে।

জাসমিনা খাতুনের তিনটি কবিতা

বিষাক্ত হুল

ভাগ্য কখনো আদরে ভিজিয়ে আর্দ্র করেনি জীবন,
নোনা ঘামেও ফলাতে পারিনি সফলতার ফসল;
সামনে দাঁড়িয়ে পাহাড়সম না ডিঙানো দেয়াল,
চোখের কোণে জমে থাকা ব্যর্থতার জল।

এ জীবন ভুল বিয়াল্লিশ পাতার পাণ্ডুলিপি,
প্রতিটি ছত্রে লুকানো পুরোপুরি বিষাক্ত হুল;
এই ক্ষত নিয়ে বুকে হেঁটে চলেছি, এটাই কি সব সামাজিক ভুল!

যখন খুশি ইচ্ছেমতো পরী কথা গায়ে বসাচ্ছো হৃদয়ে বিষাক্ত হুল।
এটা কি মিথ্যে? ঘাসের অধরে ফুটে ওঠে সময় হলে ফুল...?

কলে কৌশলে

জিভ আরো বেশি করে চায় নুন-ঝাল-টক, কাগজে জড়ানো
মুড়মুড়ে মুড়ি, সিঙ্গারা আর চপ।

প্রতিদিন ভোরের আলোয় এসে কে যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে
উৎকৃষ্ট জ্বালানিতে গড়া মস্তিষ্ক, শান্ত স্বভাবের জনপদ।

কার যেন ইঙ্গিতে শিকড়ে দিয়ে হাত কী নিপুণে উপড়ে
ফেলছে বেলফুলের মতো ফোটা ভাই ভাই স্বভাব।

সবার গায়ে ঋতু পাখি; চতুর হয়ে উঠেছে কাক।
একঝাঁক শেয়াল কৌশলের বসিয়ে দাঁত শিকড়সমেত উপড়ে
খাচ্ছে সম্প্রীতির সবুজ শ্যামল ব্রাহ্মী শাক।

বিজয় রথ

ছাতিমেরই ছায়া যদি হতে তুমি, ছাতিফাটা কষ্টে
কপালের চুল সরিয়ে, বাতাসের ওড়না জড়িয়ে
নিতাম আজানের ডাকে।

মোনাজাতে মায়াসুর দোয়েলের ডাকে
ভরে যেত দহন-পিপাসা; বগলে
গোলাপি জুতো পুরে
হেঁটে যেতাম মরু সাহারাতে।

লাইলী লাইলী বালুঝড়ে দিদার হতো ইমাম হোসেনের সাথে।

হাত থেকে ফেলে দিয়ে জল, শহীদ হতাম পুড়ে পুড়ে;
পোড়া পশু ছুটত বিজয়ী রথে।

প্রেমের মানুষ ঘুমাইলে চাইয়া থাকে
এস ডি সুব্রত

গান ছিল যার জীবনমরণ গানই যে ধ্যানজ্ঞান
সহজ মানুষ জবান আলী জীবনভর তাই
গেয়ে গেছেন সরল জীবনের অনবদ্য গান,
গানে গানে বলে গেছেন মানুষের ভেতরের কথা
'দর্পণে দর্শন' তার অনন্য গানের ভুবন
প্রেমের মানুষ খুঁজে সদাই মনের মানুষরে
পল্লীবাউল জবান আলী বলে গেছেন কথা ও গানে।
আল্লাহভক্তি প্রেমবিরহ ছিল হৃদয়জুড়ে
লিখে গেছেন গানের খাতায় ভক্তিভাবরসে
কর্মের মধ্যেই আসল ধর্ম বলেছেন সর্বদা,
প্রেমের মানুষ ঘুমাইলে চাইয়া থাকে
কঠিন কথা সহজ করে লিখলেন দরদ দিয়ে
গানে গানে জীবন শেষে চড়লেন অন্তিম গাড়ি
গানের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন বাউল জবান আলী।

আহা নদী! প্রিয়তমা আমার!
গোলাম কবির

আহা! নদী
প্রিয়তমা আমার
প্রেমিকা আমার।

নদীর কথা মনে হতেই শিরদাঁড়া
সোজা হয়ে যায় এখনো।
ইচ্ছে করে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে
দস্যুতায় মেতে উঠি, ইচ্ছেমতো।
সে আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের
আনন্দ ও বেদনার সঙ্গী, আমার ভালোবাসা।

ওর কাছে গেলেই আমার
মন খারাপ ভালো হয়ে যায়,
মাথায় কবিতার লাইন আসে,
আসে কণ্ঠে রবিঠাকুরের গান,
ফুরফুরে মেজাজে থাকে মন!
আসে প্রেম, আসে ভালোবাসা, মমতা।

একবার একজন কৌতূহলী পাঠিকা
জিজ্ঞেস করেছিলেন এই নদীটা আবার কে?
আমিও তাকে হেয়ালি করে বললাম,
'নদী? নদীই তার পরিচয়!'
যদি বলি তার একটা নাম
তবে নদী অভিমান করবে আমার সাথে,
তার আরো যে অন্য নাম আছে
তার কোন নামটা আগে আর কোনটা যে
পরে বলবো গুলিয়ে ফেলি যদি, সেই ভয়ে!
তাই নদীর নামটা আজকে
না হয় অপ্রকাশিতই থাকুক।

মানুষ সত্য
সারওয়াৎ জাবীন লুবনা

মানুষগুলো এমন কেন, হঠাৎ করেই সর্প,
দন্তমূলে হিংসা ছুঁয়ে নখ আঁচড়ে দর্প!
ফণা তুলে স্বরূপ মেলে নিংড়ে বেড়ায় ভ্রান্ত
মিথ্যা কথন, মিথ্যা পঠন মিথ্যাচারে শ্রান্ত।

'ম'তে নাকি মানুষ শ্রেষ্ঠ, কোন লড়াইয়ে আমরা?
পরের ক্ষতে মলম দিয়ে জ্বালাই নিজের চামড়া!
ইট-পাথরের দালানেতে থাকে নাতো মানুষ
মিথ্যা থাকে, হিংসা থাকে, থাকে মানুষ ফানুস।

পাশের মানুষ ছুটছে দেখে ছুটতে হবে ছুটছে
নিজের টেকের নেই যে খবর কপালে কী জুটছে!
দুচোখ দুপা মস্তকেতে হয় না মানুষ সবে
মনের সুর কোরবানিতে নিখাদ হতে হবে।

আমরা মানুষ আজব ভারী বোকার স্বর্গে বীর
দিনবদলের ক্ষণ এড়িয়ে ধ্বংসে থাকি স্থির!
সবার উপর মানুষ সত্য জাতে বিভেদ নাই
সময় এখন মুখোশ খুলে ঐক্যেরই গান গাই।

হৃদস্পন্দন
আনজানা ডালিয়া

স্পর্শের ওড়াউড়ি। গভীর মায়ানন্দেন স্বপ্নরা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
নিঃশব্দে ভরে ওঠে ভালোলাগার পাড়।
ভালোবাসার শর্ত ডানার ওমে আগলে রাখা
সেই শর্তে মানত করা ফিরে পাওয়ার।
মেঘের দেশ থেকে পেড়ে আনা ফুলের নৃত্যে
মনের ঘর ডাকাতি হয়ে যায়
পাহাড় ডিঙিয়ে উড়তে থাকা ঘাসফড়িংয়ের হৃদস্পন্দন।

মেঘপরীর বয়স কত?
-হুমায়ূন কবীর ঢালী

আকাশ সেজদা করে দূর কোনো গাঁয়
মনে হয় মেঘপরী হেথা নেমে যায়
দূর সেই গাঁয় গিয়ে আকাশটা ধরি
আকাশকে জয় করে নেব মেঘপরী।

মেঘপরীর বয়স কে বলতে পারো
এক দুই দশ কোটি নাকি বেশি আরো?
আমি তবে বলে দেব বয়স পরীর?
ডায়েরিটা হাতে নিয়ে বসো ধীরস্থির।

আকাশটা যতদিন বায়ুমাঝে আছে
মেঘপরী তার সাথে ততদিন নাচে
হিসাব বলে দিলাম অঙ্ক তুমি গোনো
ফলাফল না মিললে বিজ্ঞানকে শোনো।

স্বর্ণালি গ্রাম
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

বিশ্বনাথের একটি গ্রাম চাঁন্দভরাঙ্গ যে নাম
দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে লোক ঝরে গায়ের ঘাম
শাহচাঁন্দ আর শাহকালু এই মাটিতেই ঘুমে
গাছের ছায়ায় পাখপাখালি শীতল হাওয়া চুমে।

লেখাপড়া করে কেউ খুব খ্যাতি পায়
কেউ নিজ ক্ষেতের মাঠে চাষ করে যায়
মিলেমিশে থাকে সবাই হিংসাদ্বেষ ভুলে
বিপদে নেয় কাছে টেনে আদরে প্রাণ খুলে।

শিশু-কিশোর খেলার মাঠে মিষ্টি মনে খেলে
দাদি-নানি জমায় আসর নকশিকাঁথা মেলে
রাতের আঁধার নিঝুম হয় প্রিয় গ্রামখানি
প্রবাস জীবনে প্রতিদিন নেয় মনটা টানি।

সপ্তাহে দুদিন জমে বাজারে ধুম খুব
লোকজন কোলাহলে আনন্দে দেয় ডুব
পাশের গ্রাম রায়কেলী নানার বাড়ি হয়
বাল্যবেলার স্মৃতি অনেক বুকটা জুড়ে রয়।

সঙ্গী সাথী স্বজন সুজন রঙিন সুখের দিন
সেদিনের কথা মনে পড়ে বাজে মধুর বীণ
আমার চোখে ভাসে গ্রাম প্রিয় ধুলোমাটি
সবার চেয়ে প্রিয় আমার স্বর্ণালি গ্রাম খাঁটি।

মৃত্যুর মৃত্যুবরণ
শাম্মী তুলতুল

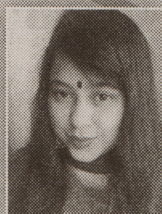

মৃত্যু এখন মৃত্যুবরণ করেছে
বয়সের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।
একদিন সে শিশু ছিল,
শিশুময় কাটিয়ে তারুণ্যে গেল।

যৌবন তার ভরপুর ছিল
কিন্তু মানেনি শাসন
মানেনি ডর-ভয়
মানেনি পৃথিবীর বারণ।

ছুটেছে অজানা নেশায়
ফিরেছে গ্লানি নিয়ে হতাশায়,
ফিরবে না আর দাম্ভিকতা নিয়ে
শক্তির মাতম বানিয়ে।

ওহে, শুনছো জগতবাসী
আজ ডালপালা গজালেও
পারেনি তা ধরে রাখতে।
কেননা তা উত্তপ্ত যৌবনের নেশায়
জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

কী আয়ত্ত করবে
কীসের প্রায়শ্চিত্ত করবে
তার হিসাব রাখেনি সে।

অথচ সময় ফুরিয়েছে
মৃত্যু পারি দিয়েছে তার নিজ গন্তব্যে হায়।

অভিপ্রায়
শফিক জামিল

আমার অভিপ্রায় ছিল না
তোমার চোখে চোখ যে পড়ুক,
আমার অভিপ্রায় ছিল না
তোমার কথা মনে ঘুরুক।

তবু কেন এ মন আজ
তোমার দিকেই ছুটে যায়?
অজানা কোন টানে যে
তোমায় কাছে ফিরে চায়।

এ চোখের কি হলো বলো,
ঘুরেফিরে তাকায় কেন তোমার পানে?
এ মনের কি হলো বলো,
স্থির থাকতে চায় না আর আপন গৃহখানে।

দূর দেশে ছিলাম আমি
ব্যস্ততায় কাটতো দিন,
তোমায় ছাড়া জীবন তখন
ছিল যেন সহজ রঙিন।

গোধূলি লগ্নে নদীর ধারে
জেটির কোণে বসে একা,
রাঙা আকাশে সূর্য ডোবে
মনটা যায় যে দূরে কোথা।

হঠাৎ দেখি সামনে এসে
দাঁড়িয়ে আছে চেনা কেউ,
স্মৃতির পাতায় আলো জ্বেলে
জেগে ওঠে পুরোনো ঢেউ।

আমার অভিপ্রায় ছিল না
তোমার চোখে চোখ যে পড়ুক,
আমার অভিপ্রায় ছিল না
তোমার কথা মনে ঘুরুক।

এ চোখের কি হলো তবে,
অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি?
এ মনের কি হলো তবে,
তোমার ভাবনাতেই হারাই আমি।

মনে হয় যেন কত যুগ পর
হলো আবার দেখা তোমার সনে,
এ কী তবে নতুন শুরু
নাকি শেষ দেখা এই জীবনে?

আমার অভিপ্রায় ছিল না
তোমার চোখে চোখ যে পড়ুক,
আমার অভিপ্রায় ছিল না
তোমার কথা মনে ঘুরুক।

তবু কেন এ হৃদয়ে আজ
তোমার কথায় বাজে নীরবে
অজান্তেই প্রেম বিরহে
হয়ে উঠেছি আমি নতুন করে।

অন্ধের দেশে আয়না বিক্রি
আবুল বাশার

অন্ধের দেশে আয়না বিক্রি, হাঁকে ফেরিওয়ালা,
'এই নিন ভাই সত্যের ছবি! মিথ্যার অন্তর্জ্বালা!'
লোকেরা সব হাতড়ে দেখে, দামটা একটু কম?'
কেউই দেখে না নিজের মুখ, বিক্রি তবু গরম।
একজন বলে 'আয়নাটা খুব, পক্ষপাতে দোষী
আরেকজন কয় সত্যি হলে, নিতাম কিনে পোষী।
কেউবা আবার ধর্ম বেচে, কেউ বিকোয় বিবেক,
মিথ্যার বাজার জমজমাটে, সত্য হয়ে যায় ফিকে।
চোরের হাতে নীতির বই, ঘুষখোরে দেয় ভাষণ,
মঞ্চে উঠে ভণ্ড সাধুর কান্নাভেজা লোচন।
লুটের টাকায় সাদা পোশাক, মুখে নীতির বুলি,
ভেতর তাদের লোভের লালা, বাইরে ভদ্র কুলি।
অন্ধের দেশে আয়না নাকি, সবচেয়ে বড় নবাব
কারণ ওটা দেখিয়ে দেয়, মুখের আসল স্বভাব।
তাইতো সবাই পাথর ছুড়ে, ভাঙতে চায় সে কাচ,
সত্য যদি বেরিয়ে আসে, বন্ধ হবে নাচ!
একটা শিশু আয়না দেখে, চমকে উঠে কয়–
'মানুষগুলো মানুষ নয়, মুখোশ পরে রয়!'
শুনে সবাই রেগে গিয়ে, শিশুটাকে শাসায়,
অন্ধ যুগে সত্য বলাই, সবচে বড় দায়!
তবু সেই ফেরিওয়ালা, হাঁকে নগর ঘুরে–
'একদিন এই আয়নাগুলো জাগাবে ঘুমের পরে।
মিথ্যার চোখও হার মানিবে, আসবে শুভদিন,
যখন আয়না সত্য হয়ে শোধরাবে সব ঋণ।

পরজন্ম
শিমুল পারভীন

পরজন্ম বলে কিছু আছে কি না জানি না, ধরো যদি থেকে থাকে,
তবে আমি তোমায় অভিশাপ দিলাম, তুমি সে জন্মে শুধু আমার হবে, একলা আমার।

এই ভাগাভাগির জীবন বড্ড বেমানান।
আমার আর ভালো লাগে না।
তোমায় ভালোবেসে বোকা হয়ে যাওয়া আমি চাই, তুমি শুধু আমার হবে।
আমার একার মানুষটা হয়ে আরার জন্মাবে তুমি।
সে জন্মে নাই-বা হলো তেমন কিছু পাওয়া শুধু না হয় বলো দুটো কথা।

কাছের মানুষ হতে না পারার কষ্ট না হয় ভুলে যাবো আমি।
আমিও না হয় শুধরে নেবো নিজের যতো ভুল, ভুলবো অভিমান।
তুমি তখন সে জন্মে বুঝবে আমার দুঃখে ঘেরা ক্ষত।
অপেক্ষারা কেমন করে ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে তোমার পথের দিকে!
স্বপ্নগুলো কেমন করে রাখে বেঁধে ঘাটে,
অবহেলার স্বাদ কেমন তুমিও না হয় একটু চেখে দেখো।
ছোট ছোট দুঃখগুলো কেমন করে কাঁদায় সে জন্মে তুমিও না হয় নিও একটু বুঝে।
সান্ত্বনা নয় বুক পেতে দিও।
আমি না আলতো করে হাত রাখবো নিঃস্ব ওই বুকে।

যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে,
ভালোবাসার বোকা বোকা কথাগুলো তুমিও না হয় বলো।
বুকের ভেতর গুঁড়িয়ে দেওয়া কষ্টের দাগগুলো তুমিই না হয় মোছো।
কাছের মানুষ, আপন মানুষ হয়ে শুধু আমার পাশে থেকো।

একটা নির্ঘুম রাত
মোর্শেদা মৌ

একটা নির্ঘুম রাত...
আকাশে তাকিয়ে স্রষ্টাকে খুঁজেছি খুব করে,
হাজারো প্রশ্ন ছিল তার কাছে;
আমি কি আসতে চেয়েছিলাম এ নিষ্ঠুর ধরায়?
তবে কেন এত শাস্তি আমার জন্য?
জীবনের অস্তিত্ব জুড়ে কোথাও নেই একফোঁটা সুখ।

ভবিতব্য দেখে নিলাম এক পলকে...
কেন এত অসহায় আমি? চোখ বন্ধ করে অনুভব করি–
ভয়ংকর একাকীত্বের নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে।
মাঝেমধ্যে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোথায়?
নিমেষে পরিচিত মুখগুলো ক্রমশ অচেনা হয়ে যায়,
কেন যেন ব্যর্থতার গ্লানিতে ছেয়ে গেছে চিন্তারেখা।

আচ্ছা মেঘরাজ, বলতে পারো কতটা খারাপ আমি?
নইলে কেন রাতেরা অন্ধকারে ঢেকে রাখে সুখ?
কেন অতৃপ্ত আত্মার আর্তনাদ শুনতে পাই রোজ?

মহররম মাসের তাৎপর্য

মাহমুদুল হক আনসারী

চার সম্মানিত মাসের প্রথম মাস মহররম, যাকে আরবের অন্ধকার যুগেও বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হতো। আবার হিজরি সনের প্রথম মাসও মহররম। শরিয়তের দৃষ্টিতে যেমন এ মাস অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি এই মাসে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণও অনেক দীর্ঘ। আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসের এক জ্বলন্ত সাক্ষী মহররম মাস। ইসলামের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত হয় এ মাসে। শুধু উম্মতে মুহাম্মদিই নয়, বরং পূর্ববর্তী অনেক উম্মত ও নবীদের অবিস্মরণীয় ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল এই মাসে।

নামকরণ থেকেই প্রতীয়মান হয় এ মাসের ফজিলত। মহররম অর্থ মর্যাদাপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু অনেক ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রহস্যময় তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এ মাস ঘিরে, সঙ্গে সঙ্গে এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল–এসব কারণেই এ মাস মর্যাদাপূর্ণ। তাই এ মাসের নামকরণ করা হয়েছে মহররম বা মর্যাদাপূর্ণ মাস। মহররম সম্পর্কে (যা আশহুরে হুরুমের অন্তর্ভুক্ত তথা নিষিদ্ধ মাস) পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাসের সংখ্যা ১২। যেদিন থেকে তিনি সব আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত মাস। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোর সম্মান বিনষ্ট করে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না।' (সুরা তওবা : ৩৬)

এর বিস্তারিত বর্ণনা হজরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, 'এক বছরে ১২ মাস। এর মধ্যে চার মাস বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী। আবার এর মধ্যে তিন মাস ধারাবাহিকভাবে (অর্থাৎ জিলকদ, জিলহজ ও মহররম) এবং চতুর্থ মাস মুজর গোত্রের রজব মাস।' (সহিহ বোখারি : ৪৬৬২ ও মুসলিম : ১৬৭৯)

মহররম মাস সম্মানিত হওয়ার মধ্যে বিশেষ একটি কারণ হচ্ছে আশুরা (মহররমের ১০ তারিখ)। এ বসুন্ধরার ঊষালগ্ন থেকে আশুরার দিনে সংঘটিত হয়েছে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও হৃদয়বিদারক কাহিনি। অনেকেই না বুঝে অথবা ভ্রান্ত প্ররোচনায় পড়ে আশুরার ঐতিহ্য বলতে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র, জান্নাতের যুবকদের সরদার হজরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত ও নবী পরিবারের কয়েকজন সম্মানিত সদস্যের রক্তে রঞ্জিত কারবালার ইতিহাসকেই বুঝে থাকে। তাদের অবস্থা ও কার্যাদি অবলোকন করে মনে হয়, কারবালার ইতিহাস ঘিরেই আশুরার সব ঐতিহ্য, এতেই রয়েছে আশুরার সব রহস্য।

মহররম মাস সম্মানিত হওয়ার মধ্যে বিশেষ একটি কারণ হচ্ছে আশুরা (মহররমের ১০ তারিখ)। এ বসুন্ধরার ঊষালগ্ন থেকে আশুরার দিনে সংঘটিত হয়েছে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও হৃদয়বিদারক কাহিনি। অনেকেই না বুঝে অথবা ভ্রান্ত প্ররোচনায় পড়ে আশুরার ঐতিহ্য বলতে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র, জান্নাতের যুবকদের সরদার হজরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত ও নবী পরিবারের কয়েকজন সম্মানিত সদস্যের রক্তে রঞ্জিত কারবালার ইতিহাসকেই বুঝে থাকে। তাদের অবস্থা ও কার্যাদি অবলোকন করে মনে হয়, কারবালার ইতিহাস ঘিরেই আশুরার সব ঐতিহ্য, এতেই রয়েছে আশুরার সব রহস্য। আসলে বাস্তবতা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং আশুরার ঐতিহ্যের স্বীকৃতি হুসাইন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদতের ঘটনার অনেক আগ থেকেই আশুরা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যঘেরা দিন। কারণ কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬১ হিজরির ১০ মহররম। আর আশুরার রোজার প্রচলন চলে আসছে ইসলাম আবির্ভাবেরও বহুকাল আগ থেকে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য, আবহমানকাল থেকে আশুরার দিনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা যেমন অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হিজরি ৬১ সনে আশুরার দিন কারবালার ময়দানের দুঃখজনক ঘটনাও মুসলিম জাতির জন্য অতিশয় হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক। দেওয়া হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই।

আশুরার ইতিহাস, আমল ও শিক্ষা

আদিয়াত উল্লাহ

বছর ঘুরে মুসলিমদের দ্বারে হাজির হিজরি সনের প্রথম মাস মহররম। এ মাসের দশ তারিখ 'ইয়াওমুল আশুরাহ' তথা 'আশুরার দিবস'। এ দিবসটি মুমিনদের জীবনে এমন এক ফজিলতপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ ঐতিহাসিক দিবস, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনের সঙ্গে যার তুলনা প্রায় অসম্ভব। সহিহ হাদিসেও দিবসটির বর্ণনা এসেছে।

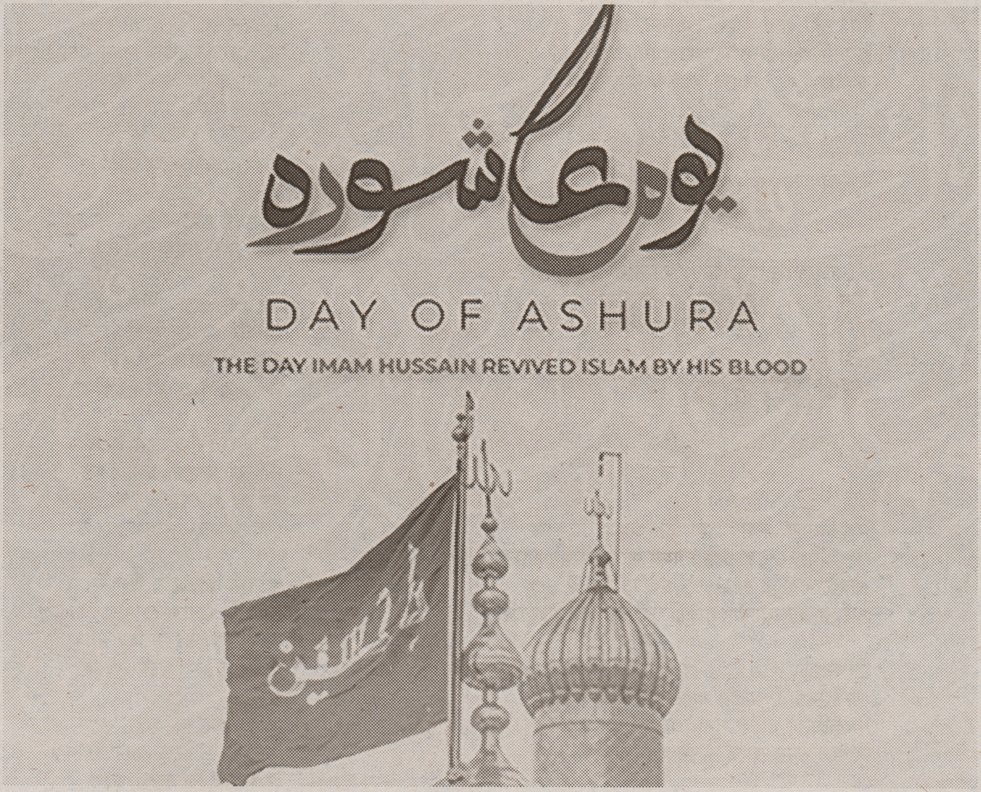

সহিহ হাদিসের বর্ণনায় আশুরার ইতিহাস

সহিহ হাদিসে আশুরার ইতিহাস সম্পর্কে মাত্র একটি বর্ণনাই পাওয়া যায়, যা মূলত আশুরার দিনের আমল সম্পর্কিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্য যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, হাদিসের ইমামদের মতে সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল ও জাল। এসবের কিছুই নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়নি, বরং অত্যন্ত দুর্বল সূত্রে কিছু সাহাবি ও তাবেয়ি থেকে বর্ণিত হয়েছে।

মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলের মুক্তি

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আশুরার দিনের একমাত্র ঘটনাটি হচ্ছে মিসরের অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের হাত থেকে মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলের মুক্তিলাভ। সহিহ হাদিসে এ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) হিজরত করে মদিনায় এলেন এবং তিনি মদিনার ইহুদিদের আশুরার দিন সিয়াম পালন করতে দেখলেন। তাদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এটা সেদিন, যেদিন আল্লাহ মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে মেরেছেন। তার সম্মানার্থে আমরা রোজা রাখি। তখন রাসুল (সা.) বলেন, 'আমরা তোমাদের চেয়েও মুসা (আ.)-এর বেশি নিকটবর্তী।' এরপর তিনি এদিনে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।' (মুসলিম : ২৫৪৮)

আশুরা দিবসের আমল ও ফজিলত

সহিহ হাদিসের আলোকে আশুরার দিনের একমাত্র বিশেষ আমল হচ্ছে সিয়াম পালন। তবে এ সিয়াম দুদিন পালন করতে হবে। ইহুদিদের মতো এক দিন সিয়াম পালন করা যাবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার উম্মতকে এদিন এবং ৯ বা ১১ তারিখ সিয়াম পালনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। (ইবনু রজব, লাতাইফ : ১/৬৮-৭৬; আব্দুল হাই লাখনবি, আল আসারুল মারফুআ, পৃষ্ঠা : ৯১-৯৪)

রুবাইয়ি বিনতে মুআউয়িজ ইবনে আফরা (রা.) বলেন, আশুরার সকালে রাসুল (সা.) আনসারদের সব পল্লিতে এ নির্দেশ দিলেন, 'যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করেনি, সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেন সাওম পূর্ণ করে।' বর্ণনাকারী বলেন, 'পরে আমরা ওইদিন সিয়াম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের সিয়াম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ওই খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।' (বোখারি : ১৯৬০)

আশুরার সিয়ামের ফজিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এ দিনের সিয়াম গত এক বছরের গুনাহ মাফ করে।' (মুসলিম : ২/৮১৯)

দুর্বল হাদিসের বর্ণনায় আশুরার ইতিহাস

সহিহ বোখারি ও মুসলিমের বর্ণনা ছাড়া আশুরার ইতিহাস বর্ণনায় অনেক দুর্বল ও জাল হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. আদম (আ.)-এর সৃষ্টি।
২. পুরো সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি।
৩. ইসা (আ.)-এর জন্ম।
৪. ইউসুফ (আ.)-এর কারামুক্তি।
৫. ইয়াকুব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া।
৬. ইদরিস (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া।
৭. ইউনুস (আ.)-এর মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ।
৭. কিয়ামত সংঘটিত হওয়া।

এসবের প্রতিটি বর্ণনাই দুর্বল, বানোয়াট, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। (আল-আসারুল মারফুআ, আবদুল হাই লাখনবি : ৬৪-১০০; মা সাবাহা বিসসুন্নাহ ফি আইয়্যামিস সানাহ : ২৫৩-২৫৭)

আশুরা দিবসের শিক্ষা

১. নবী-রাসুলদের ঘটনাবলিকে গুরুত্ব দেওয়া।
২. আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়।
৩. শিরকের ভয়াবহ পরিণাম, কেননা আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। (সুরা নিসা : ৪৮, ১১৬)
৪. অত্যাচারীর পতন। (সুরা ইউনুস : ৯০-৯২)।
৫. ছোটদের সিয়াম পালন ও ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া।
৬. বিধর্মীদের বিপরীত করা।

আশুরাকেন্দ্রিক নানা কুসংস্কার

শাহাদাতে হুসাইন (রা.)-কে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া এবং সব ধরনের জাহেলি রসম-রেওয়াজ থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। এ মাসে যেসব অনৈসলামিক কাজকর্ম ঘটতে দেখা যায়, তার মধ্যে তাজিয়া, শোকগাথা পাঠ, শোক পালন, মিছিল ও র‍্যালি বের করা, শোক প্রকাশার্থে শরীরকে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব রসম-রেওয়াজের কারণে এ মাসটিকেই অশুভ মাস মনে করার একটা প্রবণতা অনেক মুসলমানের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। এ জন্য অনেকে এ মাসে বিয়ে-শাদি থেকেও বিরত থাকে। বলাবাহুল্য, এগুলো অনৈসলামিক ধারণা ও কুসংস্কার। হাদিসে এসব কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, এ মাসের করণীয় বিষয়গুলো হলো–তওবা-ইস্তেগফার, নফল রোজা এবং অন্যান্য নেক আমল। এসব বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং সব ধরনের কুসংস্কার ও গর্হিত রসম-রেওয়াজ থেকে বেঁচে কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক চলাই মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

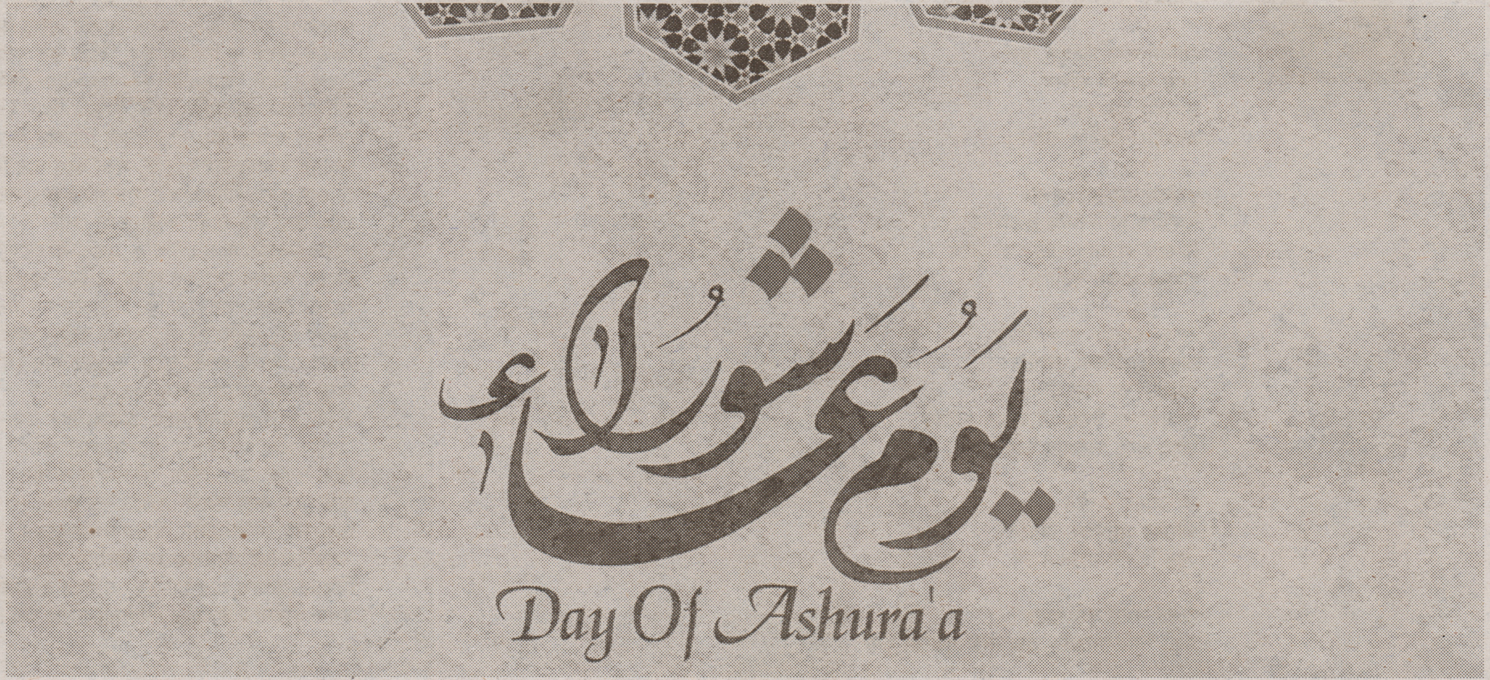

মর্যাদাপূর্ণ মহররম আশুরা

মাইফুল জামান ঝুমু

আরবি পঞ্জিকার প্রথম মাস মহররম। মহররম আরবি শব্দ। এর অর্থ 'সম্মানিত'। ইসলামের ইতিহাসে এ মাসের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এ কারণে এ মাসকে সম্মানিত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদিসে মহররম মাসকে 'শাহরুল্লাহ' বা আল্লাহর মাস বলা হয়েছে। (মুসলিম : ১১৬৩) মূলত মহররম মাসকে অধিক ফজিলতপূর্ণ বোঝাতে একে আল্লাহর মাস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোরআনের ভাষায় এটি 'আরবাআতুন হুরুম' বা সম্মানিত চারটি মাসের মধ্যে একটি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২। এর মধ্যে চারটি মাস (মহররম, রজব, জিলহজ ও জিলকদ) সম্মানিত।' (সুরা তাওবা : ৩৬)

হাদিসে এ মাসের নফল সিয়ামকে সর্বোত্তম নফল সিয়াম বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহর মাস মহররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে রাত্রিকালীন নামাজ।' (মুসলিম : ১১৬৩)

বিশেষ করে আশুরার দিনের অর্থাৎ মহররমের দশম দিনের আমল সবচেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই আশুরার দিনে নানা ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মুসলমানেই শুধু হোসাইন (রা.)-এর শহীদ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আশুরার দিন পালন করে থাকেন। অথচ এ ঘটনার আগেও ইসলামের ইতিহাসে আশুরার দিনে অনেক ঘটনা ঘটেছে।

আশুরার রোজা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহর কাফফারা। আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালার কাছে আশা পোষণ করি যে তিনি আশুরার রোজার মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।' (মুসলিম : ১১৬২)

নবীজি (সা.) আশুরার দিনের রোজা কোনো দিন ছেড়ে দেননি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে আশুরার দিনে রোজা পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'এ দিন ছাড়া আল্লাহর রাসুল (সা.) কোনো দিনকে অন্যদিনের তুলনায় উত্তম মনে করে সেদিন রোজা পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে রমজান ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো মাসকে অন্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে রোজা পালন করেছেন বলেও আমার জানা নেই।' (মুসলিম : ১১৩২)

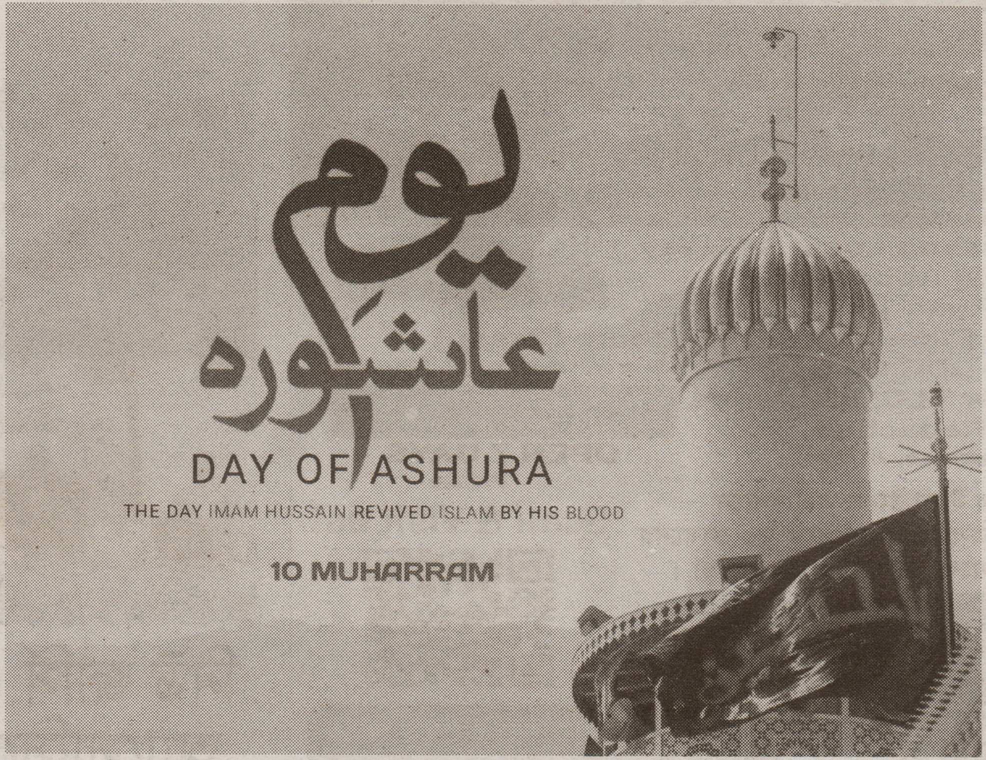

নবীজি (সা.) হিজরতের পর মদিনায় এসে দেখতে পান, ইহুদিরাও এই দিন রোজা রাখছে। এর কারণ জানতে পারলেন, এই দিনে মুসা (আ.) তাওরাত কিতাব লাভ করেন। এ দিনেই তিনি বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করে নীল নদ অতিক্রম করেন এবং ফেরাউনের সলিলসমাধি ঘটে; তাই তারা এদিন রোজা রাখে। নবী (সা.) বললেন, 'আমরা মুসার অধিক আপন, তোমরা ইহুদিদের ব্যতিক্রম করো, আশুরার এক দিন আগে বা এক দিন পরও রোজা রাখো।' (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদ)

এ হাদিসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ১০ মহররমের রোজা রাখবে, তার সঙ্গে অন্যদিন অর্থাৎ ৯ কিংবা ১০ তারিখ রোজা রাখা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ যাতে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়, সে জন্য আশুরার রোজার সঙ্গে মিলিয়ে মোট দুটি রোজা রাখা মুস্তাহাব। কেননা ইহুদিরা শুধু আশুরার দিনেই রোজা রাখত।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের আকাশে ১৪৪৭ হিজরি সনের মহররম মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সে অনুযায়ী ৬ জুলাই পবিত্র আশুরা অর্থাৎ দশম দিন। তাই ৫ ও ৬ জুলাই অথবা ৬ ও ৭ জুলাই আশুরার রোজা পালনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দেওয়া পূর্ণ সাওয়াব অর্জন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মহররম মাসের ফজিলত ও আশুরার মাহাত্ম্য বুঝে তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : শিক্ষার্থী, ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাদিসে মহররম মাসকে 'শাহরুল্লাহ' বা আল্লাহর মাস বলা হয়েছে। (মুসলিম : ১১৬৩) মূলত মহররম মাসকে অধিক ফজিলতপূর্ণ বোঝাতে একে আল্লাহর মাস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোরআনের ভাষায় এটি 'আরবাআতুন হুরুম' বা সম্মানিত চারটি মাসের মধ্যে একটি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২। এর মধ্যে চারটি মাস (মহররম, রজব, জিলহজ ও জিলকদ) সম্মানিত।' (সুরা তাওবা : ৩৬)

আশুরার চেতনায় নির্মিত হোক দুঃশাসনমুক্ত সমাজ

মুফতি আ. জ. ম. ওবায়দুল্লাহ

আশুরা! এক হৃদয়বিদারক ইতিহাসের নাম। কারবালার প্রান্তরে ঘটে যাওয়া অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায় এবং সত্যের আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ। ইসলামের ইতিহাসে এ দিনটি গভীর বেদনার, একই সঙ্গে উদ্দীপনারও। এটি শুধু শোক আর স্মরণের দিন নয়; বরং এটি প্রতিবাদের, প্রতিরোধের এবং চেতনার দিন। যে চেতনা দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সত্যের ঝান্ডা উঁচিয়ে ধরতে শেখায়, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে মাথা নত না করে শহীদ হতে শিক্ষা দেয়।

হিজরি ৬১ সালের ১০ মহররম, কারবালা প্রান্তরে নবীজি (সা.)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হুসাইন (রা.) ও তার পরিবারসহ ৭২ জন সাথি অন্যায় শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শহীদ হন। তাদের অপরাধ ছিল একটিই, তা হলো জালিমের বায়াত না করা এবং সত্য ও ইনসাফকে সমর্থন করা। তারা রক্ত দিয়ে ইতিহাস লিখে গেছেন যে, সত্যের পথ কখনোই চুপ করে থাকার নয়, অন্যায়কে মেনে নেওয়া ঈমানের পরিপন্থী।

কারবালার শহীদরা আমাদের দেখিয়ে গেছেন, জীবন হারানো যায়, কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা যায় না। তারা আমাদের শিখিয়েছেন, শুধু ভাষণে নয়, বাস্তব জীবনে সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মত্যাগ করতে হয়। আর এই শিক্ষা গ্রহণ করেই গড়ে তুলতে হবে একটি দুঃশাসনমুক্ত সমাজ।

আজকের বাস্তবতা বড়ই করুণ। বিশ্বজুড়ে অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, লুটপাট, স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারে সাধারণ মানুষ দিশাহারা। শোষণ-নিপীড়নের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে অসংখ্য নিরপরাধ জনগণ। গরিব-বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার হয়ে পড়েছে

কাগুজে কথা। ঠিক এমনি এক প্রেক্ষাপটেই আশুরার চেতনা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

আশুরার বার্তা হলো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। দুঃশাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে সত্যের আওয়াজ তোলো। হুসাইন (রা.) আত্মত্যাগ করে জানিয়ে গেছেন, 'আমার মতো কেউ ইয়াজিদের মতো শাসকের কাছে মাথা নত করতে পারে না।' অর্থাৎ, কোনো মুসলমানের পক্ষে জুলুমের সঙ্গে আপস করা, মুনাফেক নেতৃত্বকে সমর্থন করা বা নীরবতা পালন করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরা জালিমদের প্রতি বিন্দুমাত্রও ঝুঁকো না, তাহলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে।' (সুরা হুদ : ১১৩)

এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, জুলুম ও দুঃশাসনের প্রতি সামান্যতম নমনীয়তাও ঈমানের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ কারণেই হুসাইন (রা.)-এর আত্মত্যাগ ইসলামের চেতনার এক আলোকবর্তিকা, যা যুগে যুগে অনুপ্রেরণার উৎস। আমরা যদি হুসাইনের উত্তরসূরি হতে চাই, আমাদের সমাজে অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আমাদের পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইনসাফ ও আদর্শিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কারবালা শুধু শোক নয়, এটি প্রতিবাদ, চেতনা ও আদর্শিক বিপ্লবের প্রতীক।

একটি দুঃশাসনমুক্ত সমাজ গড়তে হলে ন্যায়বিচার, জবাবদিহি ও জনকল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ইসলামি চিন্তা ও চেতনার আলোকে পরিচালিত হতে হবে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তর। শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা ও আল্লাহভীতি জাগাতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হতে হবে আমানতদার, খোদাভীরু এবং জনগণের খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ।

এখানে আশুরার শিক্ষা আমাদের পথ দেখায়। জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ নয়; বরং সত্য, ইনসাফ, আত্মত্যাগ ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে সংগ্রামই একমাত্র মুক্তির পথ। হুসাইন (রা.)-এর রক্তে লাল সেই পথই দুঃশাসনমুক্ত সমাজের একমাত্র আলো।

আসুন, আমরা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে আশুরার চেতনা বাস্তবায়ন করি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হই, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের আলো জ্বালাই। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করি। শেষ কথা হলো, আশুরা আমাদের শুধু অতীত স্মরণ নয়, বরং বর্তমান সংশোধনের ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের এক বাস্তব শিক্ষা। 'আশুরার চেতনায় নির্মিত হোক দুঃশাসনমুক্ত সমাজ'–এটাই হোক আমাদের প্রত্যয়।

লেখক : মুহাদ্দিস, ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত জামেয়া নেছারিয়া দীনিয়া, পিরোজপুর

আটলান্টিক সিটিতে ফুটবল উৎসবে কর্মকর্তারা

আটলান্টিক সিটিতে বিশ্বকাপ উপলক্ষে ফুটবল উৎসব

সুব্রত চৌধুরী : নিউ জার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটিতে গত ১২ জুন শোবোট রিসোর্টের গ্রিন টার্ফে অনুষ্ঠিত হলো 'আটলান্টিক সিটি ফুটবল উৎসব ২০২৬'। বিশ্বকাপ উপলক্ষে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এ আনন্দঘন উৎসবের আয়োজন করেছিল সিটি অব আটলান্টিক সিটি, ভিজিট আটলান্টিক সিটি, নর্থ টু শোর ও আটলান্টিক সিটি স্পোর্টস কমিশন।

আটলান্টিক সিটির শোবোট রিসোর্টে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলে এ বর্ণাঢ্য ফুটবল উৎসব। ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই এ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে বিশাল আউটডোর স্ক্রিনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র বনাম প্যারাগুয়ের ফুটবল ম্যাচ। দর্শকরা আধুনিক সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে খেলার রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলো উপভোগ করেছেন। এছাড়াও উৎসবে শিশুদের জন্য ছিল পি-উই সকার, ফেস পেইন্টিং, আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট, ফুটবল ইনফ্ল্যাটেবলসসহ নানা বিনোদনমূলক কার্যক্রম। দর্শকদের জন্য বাড়তি পাওনা ছিল সংগীত, আকর্ষণীয় উপহারসহ আরো অনেক চমকপ্রদ আয়োজন।

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র সপরিবারে ফুটবল উৎসবে যোগ দেন। এছাড়া অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি সপরিবারে এ ফুটবল উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সিসহ বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন এ ফুটবল উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

যুক্তরাষ্ট্র ৪-১ গোলে জয়ী হওয়ায় খেলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত দর্শকরা উল্লাসে মেতে ওঠেন। ফুটবল উৎসব কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছিল।

নিউ জার্সি মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা

নিউ জার্সি : উডল্যান্ড পার্কের আপ্যায়ন রেস্টুরেন্টের হলে গত ১৪ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ জার্সির ইনকের সাধারণ সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন সেলিম, সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল ইসলাম রাহাত। আয়-ব্যয় হিসাবে পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ আলতাফ তরফদার সুমন, মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ সৈয়দ খুবায়েব আলী। বিপুলসংখ্যক মৌলভীবাজার জেলাবাসীর উপস্থিতিতে অত্যন্ত সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়েছে। নতুন কমিটি করা হবে ২০২৭-এর সেপ্টেম্বরে তবে কমিটিতে যারা সক্রিয় নয় তাদের জায়গায় অথবা শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবেন, গঠনতন্ত্র কিছু সংশোধনী সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে।

সভায় সংগঠনের অতীত কার্যক্রম পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং সদস্যদের বিভিন্ন প্রস্তাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় বক্তারা সংগঠনের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং প্রবাসে মৌলভীবাজারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য সৈয়দ জুবায়ের আলী, সাবেক সভাপতি শাহ গিয়াস উদ্দিন, সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আব্দুল হোসেন সুরমান, সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আবদুল মুকতাদির তোফায়েল, সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য সেলিম চৌধুরী, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আবু সুফিয়ান তালুকদার মাহমুদ, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ ইউনুস, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য নুরুল মুমিন চৌধুরী পাপুল, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য শহীদুল ইসলাম, উপদেষ্টা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব মঈনুদ্দীন ভূঁইয়া, উপদেষ্টা সদস্য অধ্যাপক নিপন চৌধুরী, উপদেষ্টা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহ্বায়ক শামিম কুরুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার চৌধুরী পারেক, উপদেষ্টা সদস্য আলতাফ হোসেন আসুক, ইসহাক মিয়া, মাহবুবর রহমান বুলবুল, জালাল উদ্দিন, বাহার ভূঁইয়া, শাহজান আহমেদ, কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দ খালিদ আলী, আব্দুল হান্নান, মিঠু মিয়া, এম মাসুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাছুম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুর রহমান বুলবুল, প্রচার সম্পাদক আবুল খায়ের জুয়েল, দপ্তর সম্পাদক আখতার হোসেন নুমান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাকারিয়া খান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হক সুহেল, ক্রীড়া সম্পাদক রুবেল কুরুরী, সদস্য মহসিন আহমেদ, তুহেলুর রহমান, সেলিম আহমেদ, শফিকুল ইসলাম, মশাহিদ আহমদ খান, ফুহাদ চৌধুরী, নুরুল চৌধুরী সুফি আহমদ, কামরুল, কাওছার, মো. রবিন, তাজ উদ্দিন, শেখ মো. হাসান আলী, আরিফ হোসেন শাকিব আলী, শওকত আবদুল আজিজ প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ডাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class) Operate by JH office)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

(Operate by JH office)

বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

EXIT
Exit Realty Prime
SELL · BUY · RENT
WITH MOST TRUSTED REALTOR

Mohammad B. Hossain BPOR
NYS Licensed Realtor
Cell: 347-468-0981
mbhossainrealtor@gmail.com

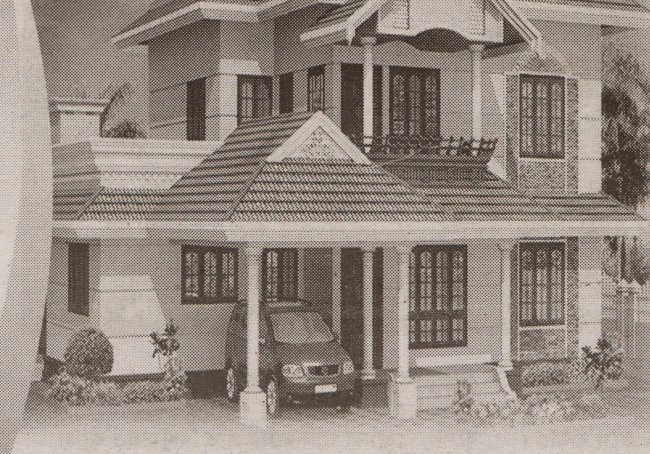

Phone: 718-262-0205 | Fax: 718-262-0254 | www.exitprimeNY.com
189-10 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

One of the Largest Basmati Rice & Seafood Distributor in North America Since 2009

QUALITY CAN'T COMPARE!

Our Quality Brands

noya

HIMALAYAN CROWN

Sonargaon
সোনার গাঁও

RUPSHA BRAND

Surma

FOUR STAR

Imported by : Four Star Import & Distribution Inc

Nationwide Dist. By: Noya Distributors Inc.

718 749 4045, 347 592-9979, 347 935-5966, E-mail: 4starimports@gmail.com

Green University

ADMISSION
Summer-2021

GUB PROGRAMS

- CSE | EEE | Textile Engineering
- BBA | MBA | EMBA | LLB | LLM
- English | Sociology
- Journalism and Media Communication

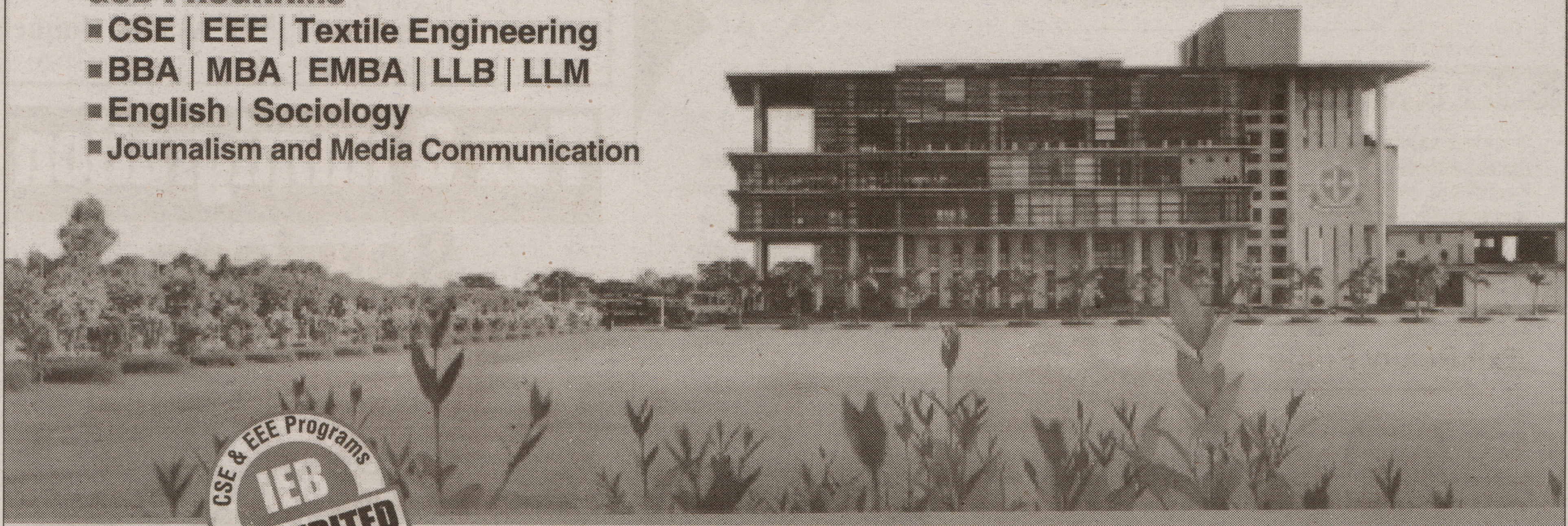

CSE & EEE Programs IEB ACCREDITED

SPECIAL FEATURES

- Quality education at an affordable cost
- Expert and trained faculty members
- Outcome Based Education (OBE)
- Hostel and Transport service available

WAIVER AND SCHOLARSHIP

- 65% waiver on admission fee
- 20% to 100% scholarship (City Campus)
- 50% to 100% scholarship (Permanent Campus)
- Semester results-based scholarship

Admission Office
Permanent Campus: Purbachal American City, Kanchan, Rupgonj, Narayangonj, Bangladesh.
City Campus: 220/D, Begum Rokeya Sarani, Dhaka-1207, Bangladesh.
Cell: +88 01757074301-4, +88 01713289217, +88 01764193396

Apply Online: admission.green.edu.bd

www.green.edu.bd

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যেসব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

রোহিঙ্গারাও নিজ দেশে ফিরে যেতে চায় : জাতিসংঘে বাংলাদেশ

নিউ ইয়র্ক : বাংলাদেশ জাতিসংঘে পুনরায় জোর দিয়ে বলেছে, রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র টেকসই সমাধান হলো তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ উল্লেখ করেছে, প্রায় এক দশক ধরে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়া দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয় এবং রোহিঙ্গারাও নিজ দেশে ফিরে যেতে চায়। গত ১৯ জুন জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূতের ব্রিফিংয়ে বক্তব্য প্রদানকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে এবং এর স্থায়ী সমাধানও সেখানেই খুঁজে বের করতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে দীর্ঘদিন আশ্রয় দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের ওপর উল্লেখযোগ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাজনিত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রতি কূটনৈতিক উদ্যোগ ও সম্পৃক্ততা আরো জোরদারের আহ্বান জানান, যাতে রোহিঙ্গাদের দ্রুত নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

এসএনএস অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

অ্যাকাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত (Individual all States), করপোরেশন, পার্টনারশিপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুক কিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এবং আইআরএস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশিপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, অ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেটের অ্যাফিডেভিট এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file Provider
ELECTRONIC FILING & DIRECT DEPOSIT
2025
FOR ACCOURATE FASTER & SECURE

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস। নোটারি পাবলিক ফ্যাক্স সার্ভিস রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়। রেজিস্ট্রেশন বিজনেস সার্টিফেকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা-রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১টা-রাত৮টা।

"Experience counts, trust us, we serve you Better"

আমাদের রয়েছে ২৬ বছরের বেশি বিধিসম্মত-নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিংয়ের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।

যোগাযোগ

এম এ কাইয়ুম
৩৫-৪২, ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন : ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০, ফ্যাক্স : ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ অ্যাভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

ADVANCED SERVICE UNIT (ASU)
Accounting & Taxation Services

ইনকাম ট্যাক্স/বিজনেস ট্যাক্স

- Federal & all States Tax
- Partnership
- Not for Profit
- Payroll
- W2
- Corporation
- Sales Tax
- 1099 and other accounts related job &
- **Notary**

NEW BUSINESS SET UP

- Grocery
- Deli
- Lotto
- Food Vender
- Cigarettes and Beer License

IRS e-file

সপ্তাহে ৭ দিন খোলা থাকে

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-66, 74 Street, 2nd Fl, Suite : D2
(মেঘনা শপিং সেন্টার ও ক্লাসিক-এর পাশে)

Phone : **718-476-1086**
Fax : 718-879-6401
Cell : **646-851-3792**
E-mail : asu53@yahoo.com

Md. Asadul Hoque
BBA-Accounting(USA)

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

IRS e-file

Mohammad Pier
Lic Real Eastate Asso Broker
Enrolled Agent (EA) & Notary Public
Cell: (917) 678-8532

Income Tax — Income Tax Service & Direct deposit, Quick Refund & Electronic Filing
Immigration Services — Citizenship & Family Application, Affidavit of Support & all forms available
Real Estate — For Buying & Selling Houses, Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73rd Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 533-6581 Fax: (718) 533-6583
E-mail: piertax@gmail.com

বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ স্মরণে বরিশালবাসীর দোয়া মাহফিল

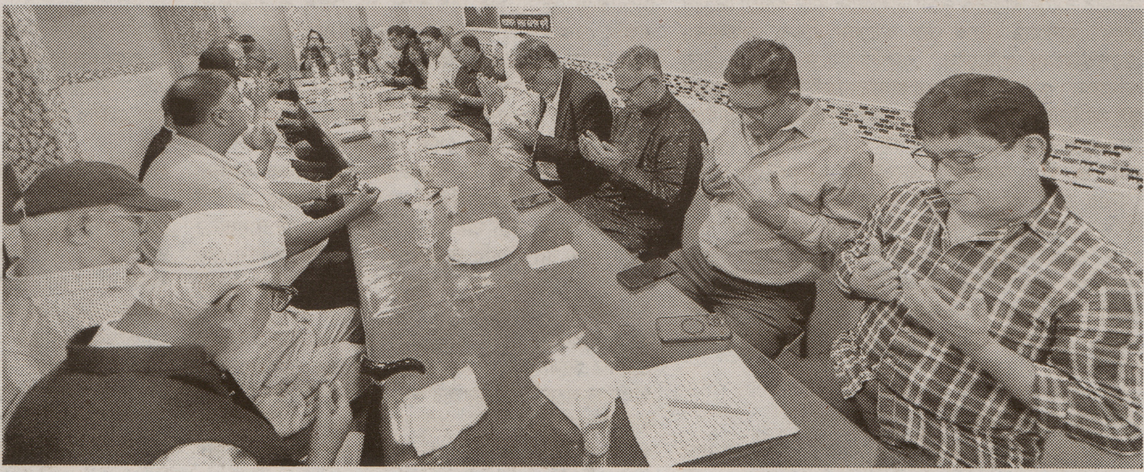

নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্কে জ্যাকসন হাউসের ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গত ১৪ জুন বৃহত্তম বরিশালবাসীর উদ্যোগে বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমেদ স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইনের সভাপতিত্বে ও বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা কায়কোবাদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. প্রদীপ কর। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট আব্দুস সাত্তার বাবুল, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাসিব মামুন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মাদ আলী সিদ্দিকী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মাদ বখতিয়ার আলী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক এমএ করিম জাহাঙ্গীর, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি, বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আনোয়ার বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাসার চুন্নু, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান সাইদ, অ্যাডভোকেট মোহাম্মাদ আলী বাবুল, অ্যাডভোকেট জাকির এইচ মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রফিকুন ইসলাম টুকু, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ হাসান, ইউটিউব চ্যানেল হোস্টে ড. সেলিনা আফরীন রীতা, সংগীতশিল্পী আল আমিন বাবু, নিউ ইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও কবি সালেহা ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেত্রী রিনা আবেদীন, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কমানা আক্তার, নারগিস রহমান, সৈয়দ মিজানুল রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ হাসেম, আওয়ামী লীগ নেতা মনজুর চৌধুরী। অন্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন–আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুর ইসলাম, লস্কর মইজুর রহমান জুয়েল, ডেলওয়া হোসেন মোল্লা, এমএ অনিল বাবু, টি. মোল্লা, আতাউর রহমান তালুকদার, সাইদুর রহমান, আলমগীর হোসেন, শাহ ফাতিন, আহমেদ ওয়ালিওললাহ, মুক্তিযোদ্ধা মামুন, রফিকুন ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তোফায়েল আহমেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার অবদান অনস্বীকার্য। বাঙালি জাতি চিরদিন তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

বক্তারা বলেন, জাতীয় নেতা তোফায়েল আহমেদ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ অবিচ্ছেদ অংশে পরিণত হয়েছেন। সভায় বক্তারা জাতীয় নেতা মরহুম তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তারা বলেন, বাংলাদেশ যতদিন থাকবে জাতীয় বীর তোফায়েল আহমেদ জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সভায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন টি. মোল্লা। সভায় ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত. ২০০৪ -এর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত, ২০২৪ জঙ্গি হামলায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সন্দ্বীপ অ্যাসোসিয়েশনের নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন

নিউ ইয়র্ক: উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত সন্দ্বীপবাসীর অন্যতম প্রাচীন সংগঠন 'সন্দ্বীপ অ্যাসোসিয়েনের' কার্যক্রমে গতি ফেরাতে ৯ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্মাণ ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী সিরাজুল মাওলাকে আহ্বায়ক এবং সমাজসেবক আব্দুল কাদের মিয়াকে সদস্যসচিব করে এ কমিটি গঠন করা হয়। গত ১৩ জুন নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের লিটল বাংলাদেশ এলাকায় অবস্থিত রাধুনি রেস্টুরেন্টে সংগঠনটির সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্টজনদের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আহ্বায়ক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন–আবুল কাশেম (অর্থবিষয়ক), মোহাম্মদ নোয়াব, হুমায়ূন কবির, মবিনুল হক সুমন, মোহাম্মদ মামুন, ছায়দুল কাদের এবং তরিকুল ইসলাম মাসুম।

বৈঠকে জানানো হয়, ২০১৭ সালে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ছিল দুই বছর। তবে প্রায় নয় বছর পেরিয়ে গেলেও নতুন কমিটি গঠন কিংবা সংগঠনকে সক্রিয় করার কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহের কার্যক্রমও দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। ফলে ৩৯ বছরের পুরোনো সংগঠনটি কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় বিদ্যমান কমিটির সব সদস্যকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করবে নতুন কমিটি। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ চৌধুরী। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সেলিম এবং নবগঠিত আহ্বায়ক সিরাজুল মাওলা। প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রুকলিনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারের সভাপতি আলহাজ মো. আবুল হাশেম। সভায় সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন ইঞ্জিনিয়ার মোতাহার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুল মাওলা, মফিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম বাবুল, নূরল আমিন ও মোস্তফা কামাল পাশাসহ অনেকে। বক্তারা সংগঠনের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং প্রবাসী সন্দ্বীপবাসীদের মধ্যে ঐক্য জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
J M ALAM MULTI SERVICES INC.
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্‌স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান।
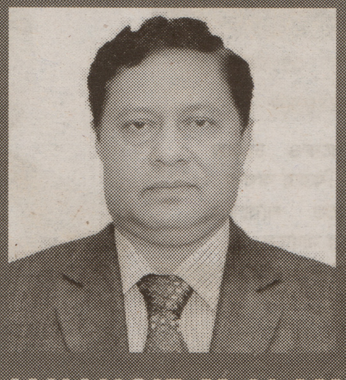
JAHANGIR M ALAM
President & CEO
সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন, কম সময় এবং নূন্যতম ফি
ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন, নোটারী পাবলিক
নির্ভুল ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office : (718) 433-9283
Cell: (212) 810-0449
jmalamms@gmail.com

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
৩৩ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

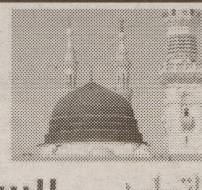
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
Emirates SAUDIA ETIHAD
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

মেসির বিশ্বরের্কড, আর্জেন্টিনা অপ্রতিরোধ্য!

খেলা প্রতিবেদক : ডালাসে রোববার বিকেলের আলোটা ছিল অন্যরকম।

ফুটবল বিশ্ব জানত, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস কখন, কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে, সেটা কেউ জানত না। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল।

লিওনেল মেসি বল পেলেন বক্সের ভেতর। সামনে অস্ট্রিয়ার কয়েকজন ডিফেন্ডার। এক মুহূর্তের জন্য শরীরটা বাঁকিয়ে নিলেন, তারপর বাঁ পায়ের সেই চিরচেনা স্পর্শ। বল জড়িয়ে গেল জালে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বদলে গেল বিশ্বকাপের ইতিহাস। মিরোস্লাভ ক্লোসার ১৬ গোলকে পেছনে ফেলে ১৭ গোল নিয়ে বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় ব্যক্তিগত মাইলফলক খুব বেশি নেই।

কিন্তু মেসি সেখানেই থামেননি।

ইনজুরি সময়ে আবারও পুরো ডালাসকে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি। মাঝমাঠ থেকে শুরু করলেন একক অভিযান। ডিফেন্ডারদের কাটালেন, গোলকিপারকে সামনে টেনে আনলেন। গোললাইন রক্ষার জন্য পোস্টে দাঁড়িয়ে গেলেন দুই অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডারও। তবুও লাভ হলো না। মাটিতে প্রায় শুয়ে পড়ে স্লাইড করে বল পাঠিয়ে দিলেন জালে। গো...ও...ল! স্কোরবোর্ডে আর্জেন্টিনা ২, অস্ট্রিয়া ০।

খেলার শেষ বাঁশির আগে আরেকটি শট নিয়েছিলেন মেসি। কয়েক ইঞ্চি বাইরে দিয়ে চলে যায় বলটা। না হলে বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হ্যাটট্রিকও হয়ে যেত। বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত আর্জেন্টিনা দুটি ম্যাচ খেলেছে। করেছে পাঁচ গোল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, পাঁচটি গোলই মেসির। দুটি ম্যাচেই ম্যাচসেরা। দুটি ম্যাচেই দলের ত্রাতা। দুটি ম্যাচেই ইতিহাসের কেন্দ্রে একজনই।

এই মানুষটাকে আপনি কী বলবেন?

ফুটবলার? কিংবদন্তি? নাকি ম্যাজিশিয়ান?

আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছে। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে। আর সেই পথের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজনইড়লিওনেল মেসি। অথচ ম্যাচের শুরুটা ছিল অন্যরকম। পেনাল্টি পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। স্পট কিকে দাঁড়ালেন মেসি। অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক আলেকজান্ডার শ্লাগার নড়লেন না। শেষ পর্যন্ত মেসির শট ঠেকিয়েও দিলেন। বিশ্বমঞ্চে পেনাল্টি মিস! অনেকের জন্য সেটাই হতে পারত দুঃস্বপ্নের শুরু। কিন্তু মেসির জন্য সেটি ছিল গল্পের ভূমিকা মাত্র।

৩৮ মিনিটে যে গোলটি তিনি করলেন, সেটি ছিল আর্জেন্টাইন ফুটবলের সৌন্দর্যের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। আলমাদা, মেদিনা, আবার আলমাদার ডামিড়তারপর মেসি। শট নেওয়ার আগে গোলকিপারকে ভুল পথে পাঠিয়ে কাছের পোস্টে বল জড়ানোটা ছিল খাঁটি শিল্প। আর সেই শিল্পের মাধ্যমেই জন্ম নিল নতুন বিশ্বরেকর্ড। মিরোস্লাভ ক্লোসা চারটি বিশ্বকাপ খেলে করেছিলেন ১৬ গোল। অনেকেই ভেবেছিলেন, এই রেকর্ড হয়তো অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু ডালাসে দাঁড়িয়ে মেসি প্রমাণ করলেন, অমর বলে কিছু নেই। বিশ বছর ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলে যাওয়া এই মানুষটি এখনও ম্যাচের ভাগ্য একাই বদলে দিতে পারেন। এটাই তার শ্রেষ্ঠত্ব।

মিরোশ্লাভ ক্লোসা চার বিশ্বকাপে ১৬ গোল করেছিলেন- একটা রেকর্ড যেটাকে ছোঁয়া প্রায় অসম্ভব মনে হতো। কিন্তু মেসি সেই 'প্রায় অসম্ভব'কেও সম্ভব করে দিলেন ডালাসে। বিশ্বকাপে তাঁর ১৭তম গোল শুধু একটা সংখ্যা নয়ড়এটা ২০ বছরের ধারাবাহিক উৎকর্ষের প্রমাণ। মাঠে তিনি যেভাবে খেলেন, সেটা দেখার মতো। বল পায়ে নেই যখন, তিনি হাঁটেন শান্তভাবে, শক্তি সঞ্চয় করেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে আর্জেন্টিনা বলের দখল পায়, প্রতিটি সতীর্থের চোখ সেঁটে যায় তাঁর দিকেড়সেই ছোট্ট মানুষটার দিকে, যিনি গ্যাপ তৈরি করেন এমন জায়গায় যেখানে আর কেউ গ্যাপ তৈরির চিন্তাও করতে পারে না। মেসি এজন্য অনন্য এবং একজনই!

ম্যাচে হারলেও মাঝে অস্ট্রিয়া লড়েছে সমানতালে। পল ওয়ানার সামান্য ঝলক দেখিয়েছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে অস্ট্রিয়ার আক্রমণে গভীরতার অভাব ছিল স্পষ্ট। আর্জেন্টিনার মাঝমাঠ মাঝে খানিকটা খেই হারালেও দ্রুতগতিতে সেই ঝড় সামলে নিয়েছে। তবে এই ম্যাচের শুরুর একটাই শঙ্কাড়জুলিয়ান আলভারেস ছাড়া পেছনের স্পেসে দৌড়ানোর মতো কেউ নেই দলে। লাউতারো মার্তিনেজ বা মেসি কেউই আর পেছন থেকে ছুটে যান না সেভাবে। তবে যতদিন মেসি আছেন এই মাঠে, ততদিন উত্তর খুঁজতে হয় না বেশি।

এই মুহূর্তে পুরো বিশ্বকাপ যেন মেসিকেন্দ্রিক। তাঁকে দেখা সত্যিই সৌভাগ্যেরড়ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠকে আরও একটা রেকর্ড ভাঙতে দেখা, আরও একটা গল্প লিখতে দেখা। ডালাসে যারা মাঠে ছিলেন, তাঁরা আজীবন মনে রাখবেন এই সন্ধ্যাকে। আর বিশ্ব মনে রাখবে এই ম্যাচকে। যার নাম মেসির ম্যাচ।

পেনাল্টি মিসের রাগকে গোল বানালেন মেসি

পেনাল্টি মিস করার পর লিওনেল মেসি মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিলেন। একবার আকাশের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে খানিকটা শূন্যতা ছিল। ডালাসের আর্লিংটনের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে তখন হাজার হাজার আর্জেন্টাইন সমর্থকের বুকে কাঁপন। বিশ্বকাপের সর্বকালের গোলরেকর্ড ভাঙার ম্যাচ। অথচ সুযোগ এসেও হারিয়ে গেল! ম্যাচ শেষে নিজের খেলার বিশ্লেষণে মেসি নিজেই বললেন, 'আমি নিজের ওপর খুব রাগান্বিত ছিলাম।'

এই একটি বাক্যই হয়তো বলে দেয় কেন ৩৮ বছর বয়সেও তিনি অন্যদের মতো নন। অনেক ফুটবলার ভুল থেকে হতাশ হয়। মেসি ভুল থেকে আগুন তৈরি করেন। আর সেই আগুনেই সোমবার রাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মিরোস্লাভ ক্লোসার বহুদিনের অটুট রেকর্ড।

অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে দুটি গোলই করলেন মেসি। প্রথমটিতে তৈরি হলো ইতিহাস, নতুন ইতিহাস। দ্বিতীয় গোলে তৈরি হলো সুখকর স্মৃতি। এই দুই গোলের বিশ্বকাপে তার মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১৮। গেল বিশ্বকাপ আর চলতি বিশ্বকাপ মিলিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে টানা ছয় ম্যাচে গোলের কীর্তিনামায় ভাগ বসালেন মেসি। পরের ম্যাচে গোল করতে পারলেই হবে টানা সাত ম্যাচে গোল। যে কীর্তি এখন পর্যন্ত কারো নেই। সেই অনন্য মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে এখন মেসি।

তথ্যটা মুখস্থ করে নিন। কুইজে কাজে লাগতে পারে! বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা কে?

উত্তর : লিওনেল মেসি।

একসময় মিরোস্লাভ ক্লোসার ১৬ গোলকে অমর মনে হতো। চারটি বিশ্বকাপ, দীর্ঘ এক ক্যারিয়ার, অসাধারণ ধারাবাহিকতা– সব মিলিয়ে সেই রেকর্ডকে ধরাছোঁয়ার বাইরে মনে করা হতো। কিন্তু মেসির ক্যারিয়ারটাই তো অসম্ভবকে সম্ভব করার গল্প। আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন। এবার অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দুই গোল করে বিশ্বকাপের মঞ্চে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার শীর্ষে মেসি। আর আর্জেন্টিনা টানা দুই ম্যাচ জিতে ছয় পয়েন্ট পকেটে নিয়ে নাম লেখালো নকআউট রাউন্ডে।

এই সাফল্যের কাহিনি শুরু ডালাসে সোনাঝরা রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে। পেনাল্টি মিস দিয়ে যে গল্পের শুরু। আর রেকর্ড ভাঙা দিয়ে শেষ। মাঝখান জুড়ে পুরো ম্যাচে সবুজ মাঠের ক্যানভাসে এক ফুটবল (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

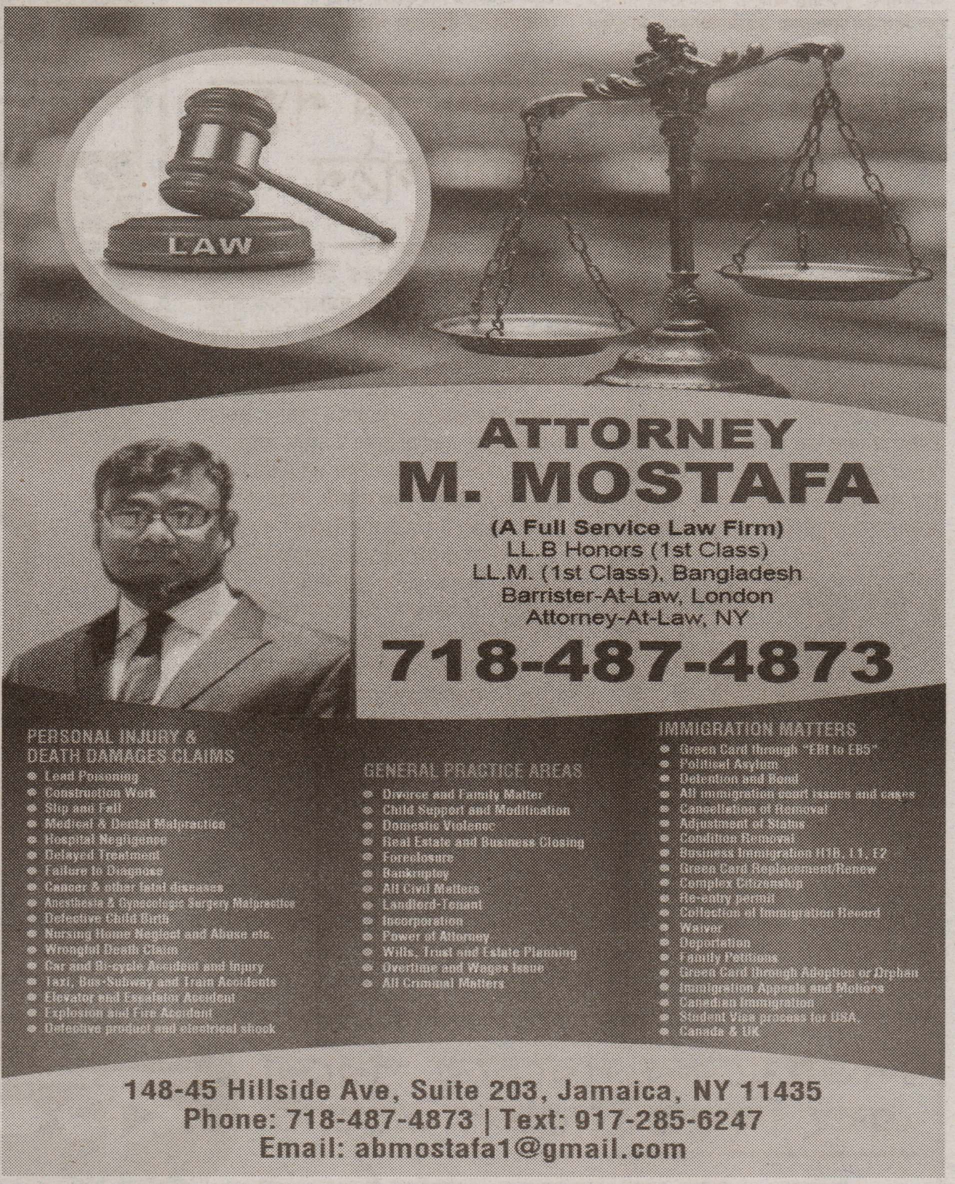

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

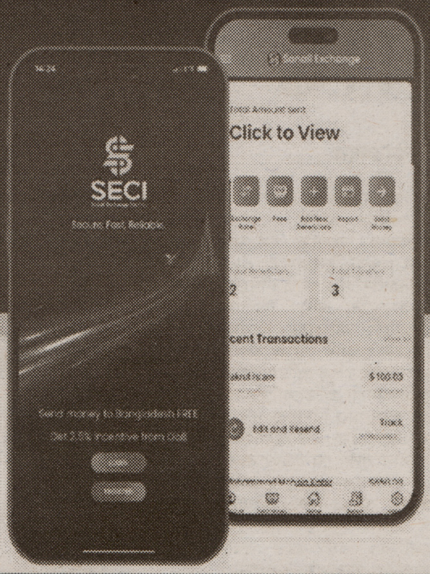

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এক্সিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্নী এবং বাংলাদেশী সহকারির সমন্বয়ে

Bruce Fischer, Esq
Attorney At Law
New York

Mohammad N. Majumder, LLB
Master of Laws N.Y
Manager, Bronx

- গাড়ি দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর এক্সিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছনে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে দয়া করে কল দিন

Call 1- 917-597-6349 (যে কোন সময়) **212-957-3634** (অফিস)
The Law Offices Of H. Bruce Fischer P.C.
Offices In : Bronx, Jackson Heights, Manhattan & Nassau County

LAW OFFICE OF EHSAN

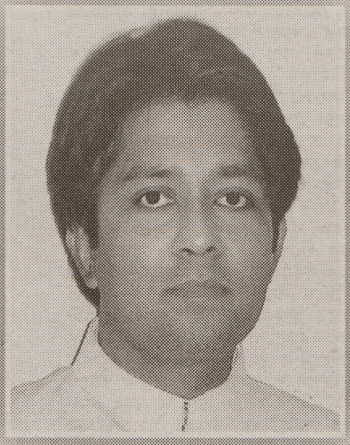

EHSANUR RAHMAN, JD
Attorney At Law

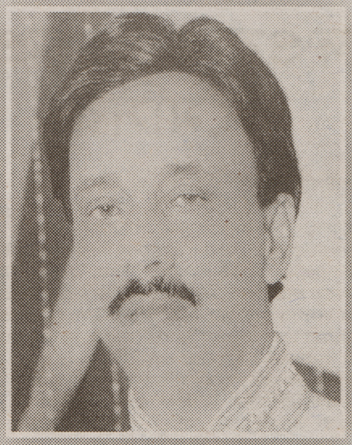

RAFIQUE AHMED, Ph.D
Sr. Paralegal

Immigration

(Family/Employment based Green Card, Citizenship, Appeals, H-1B, all kinds of L visa, P3 Visa, Adjustment of Status, Embassy/ Consulate Processing, Asylum, Condition Remove etc.

Family Law/Divorce
• Personal Injury • Auto Accident
Litigation, all kinds of Civil Matters

Contact Dr. Rafique Ahmed
Phone : 917-442-2872
Email : EHSANLAW_RA@YAHOO.COM

Address :
LAW OFFICE OF EHSAN
37-18 73rd Street, Suite 502
Jackson Heights, NY 11372

গোল্ডেন বুটের দৌড়ে তিন সুপারস্টার

এম. এম. কায়সার

বিশ্বকাপের গল্প সাধারণত দলকে ঘিরে লেখা হয়। কিন্তু কিছু কিছু বিশ্বকাপ আছে, যেখানে গল্পের কেন্দ্রে চলে আসেন ফুটবলার। কখনো সে গল্পের নায়ক একজন। কখনো দুজন অথবা তিনজন। ২০২৬ বিশ্বকাপ এখন ঠিক সেরকমই চমকপ্রদ এক গল্পের দিকে এগোচ্ছে।

আগে নামগুলো শুনি। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হ্যালান্ড—তিনজনই গোল করছেন, রেকর্ড ভাঙছেন। আর একে অপরকে তাড়া করছেন। মনে হচ্ছে যেন মাঠে শুধু প্রতিপক্ষের সঙ্গে নয়, নিজেদের মধ্যেও একটি অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছে।

ডালাসে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দুই গোল করলেন মেসি। শুধু ম্যাচ জেতালেন না, ভেঙে দিলেন বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ রেকর্ডগুলোর একটি। মিরোস্লাভ ক্লোসার ১৬ গোলকে পেছনে ফেলে পৌঁছে গেলেন ১৮ গোলে। অবাক করার বিষয় হলো, এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা এখন পর্যন্ত পাঁচ গোল করেছে। পাঁচটিই মেসির। ৩৮ বছর বয়সে এমন আধিপত্য সাধারণ কোনো ফুটবলারের গল্প নয়।

এটা কিংবদন্তির গল্প। এটা এমন এক মানুষের গল্প, যিনি সময়ের সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় জিতছেন। কিন্তু মেসির পেছনে ছায়ার মতো আছেন আরেকজন। ফ্রান্সের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে। ইরাকের বিপক্ষে নিজের আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির ম্যাচে জোড়া গোল করলেন ফরাসি তারকা। তিন বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে তার গোলসংখ্যা এখন ১৬। একটু জানিয়ে দিই—আগের দুই বিশ্বকাপে তার গোলসংখ্যা ছিল ১২। সেই দুই বিশ্বকাপের দুটিতেই তিনি ফাইনালে খেলেছেন। ২০১৮ সালে চ্যাম্পিয়ন। চার বছর আগে ২০২২ সালে রানার্সআপ।

এবার? সময়েই মিলবে সে প্রশ্নের উত্তর।

জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসা সর্বোচ্চ গোলের যে চারটি বিশ্বকাপ খেলেছিলেন, এমবাপ্পে সেখানে পৌঁছে গেছেন অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এবং তার বয়স এখনও মাত্র ২৭। আরো অন্তত দুটি বিশ্বকাপ খেলা সম্ভবত তার বাকি রয়েছে।

ফরাসি ফুটবল বিশ্লেষক জুলিয়েন লরেন্স বলছিলেন, 'আমার তো মনে হয় এ বিশ্বকাপটি এবার এমবাপ্পের বিশ্বকাপ হতে পারে। কারণ, সে এমন এক রেকর্ডের পেছনে ছুটছে—যা এখন মেসির হাতে।'

এ কথার মধ্যে লুকিয়ে আছে পুরো বাস্তবতা। মেসি এখন শীর্ষে; কিন্তু শিকারি হয়ে পেছনে আছেন এমবাপ্পে।

বিশ্বকাপ শুরুর আগে গোল্ডেন বলের লড়াইয়ে মেসি-এমবাপ্পে-রোনালদোর নাম থাকলেও সে সম্ভাবনার তালিকায় আর্লিং হ্যালান্ডের নাম ছিল অনেক পেছনে, খানিকটা অস্পষ্ট আকারে। সম্ভবত এ উপেক্ষা পছন্দ হয়নি নরওয়ের এই স্ট্রাইকারের। তাই নিজের অভিষেক বিশ্বকাপে যা করলেন, সেটা এখন পর্যন্ত নরওয়ের আর কেউ করে দেখাতে পারেননি। টানা দুই ম্যাচে দুটি করে গোল করে চলতি বিশ্বকাপে হ্যালান্ডের গোল এখন চার। এমবাপ্পের সমান। নরওয়ের হয়ে এই গোলমেশিন হ্যালান্ডের পরিসংখ্যান দুর্দান্ত, ৫২ ম্যাচে ৫৯ গোল।

আর বিশ্বকাপে নিজের প্রথম দুই ম্যাচে যা করলেন হ্যালান্ড, তা নরওয়ের ফুটবল ইতিহাসে কারো নেই।

হ্যালান্ডকে নিয়ে স্কটল্যান্ডের সাবেক স্ট্রাইকার অ্যালি ম্যাককয়েস্টের মন্তব্যটা সত্যিই বাঁধিয়ে রাখার মতোই—'প্রকৃতিগত প্রতিভার বিচারে মেসি সবার ওপরে। তার পরেই এমবাপ্পে। কিন্তু বল জালে পাঠানোর কথা বললে হ্যালান্ডের সমকক্ষ কেউ নেই।'

তাহলে এবার অঙ্ক মেলাই।

মেসি ম্যাচ তৈরি করেন, রেকর্ড গড়েন। এমবাপ্পে সেই রেকর্ড নিজের করার লড়াইয়ে নামেন। আর হ্যালান্ড এ দুইয়ের শ্রেষ্ঠত্বে ভাগ বসাতে ছুটছেন। ফুটবল মাঠে তিনজনের কাজ তিনরকম। তিনজনের ফুটবলও তিনরকম। তবে গন্তব্য কিন্তু ওই একই—গোল।

আর সেই গোলের পথ ধরেই এখন চলছে গোল্ডেন বুটের দৌড়।

দুই ম্যাচ শেষে মেসির পাঁচ গোল। এমবাপ্পের চার। হ্যালান্ডের চার। বিশ্বকাপ ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল, যখন প্রথম দুই ম্যাচ শেষে তিন ফুটবলারের গোলসংখ্যা চার বা তারও বেশি। শেষবার এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছিল ১৯৫৪ সালে। সে বিশ্বকাপে হাঙ্গেরির সান্দর কচিস করেছিলেন ১১ গোল। চার বছর পর জাস্ট ফন্টেইন করেছিলেন ১৩ গোল। আজও যা এক আসরে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। এ রেকর্ডটিও কি এবার হুমকির মুখে?

ফ্রান্সের সাবেক ডিফেন্ডার গায়েল ক্লিশি বলেন, 'এমবাপ্পেদের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তারা ভয় পায় না। তারা বয়স দেখে সম্মান করে না, পারফরম্যান্স দেখে সম্মান করে।'

এ কথাটি শুধু এমবাপ্পের জন্য নয়। হ্যালান্ডের জন্যও সত্যি। আর আশ্চর্যের বিষয়, ৩৮ বছর বয়সেও মেসি যেন একই মানসিকতা নিয়ে খেলছেন। তিনি এখনো ক্ষুধার্ত। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় গোল করতে মেসি যে কসরত এবং প্রচেষ্টা দেখালেন, তাতেই স্পষ্ট গোলক্ষুধা তার এখনো তুমুল। এখনো নতুন রেকর্ডের পেছনে ছুটছেন তারুণ্যের তেজে। এখনো ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিচ্ছেন অভিজ্ঞতার আলোকে।

এ তিনজনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগুনে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—'মেসি, এমবাপ্পে আর হ্যালান্ডকে দেখে বিরক্ত লাগে। ওরা যেন অবধারিতভাবেই গোল করবে!'

এ বিশ্বকাপ প্রতি ম্যাচেই এই ত্রয়ীকে নিয়ে নতুন গল্প লিখছে। মেসি, এমবাপ্পে ও হ্যালান্ডের সেই গল্পে এবারের বিশ্বকাপের নায়ক হবেন কে? শেষ পর্যন্ত গোল্ডেন বুটের ট্রফি হবে কার?

সে প্রশ্নের উত্তর পেতে এখনো বাকি বেশ। তবে তার আগে গোটা ফুটবল বিশ্ব মুগ্ধ হয়ে দেখল এই ত্রয়ীর শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের দৌড়।

তারকাকথন

ভক্ত-সমর্থকদের আরো আনন্দ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মেসির

স্পোর্টস ডেস্ক

বিশ্বকাপ শুরু করেছিলেন হ্যাটট্রিক দিয়ে। দ্বিতীয় ম্যাচে করলেন জোড়া গোল। ভাঙলেন বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড। অথচ ম্যাচ শেষে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে লিওনেল মেসি জানিয়েছেন—তিনি ক্লান্ত হলেও ভক্ত-সমর্থকদের আরো আনন্দের উপলক্ষ হতে চান। ডালাসে সোমবার 'জে' গ্রুপের ম্যাচে মেসির জোড়া গোলে অস্ট্রিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এ জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

আলজেরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৩-০ জয়ে তিনটি গোলই করেছিলেন মেসি। সেই হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে তিনি ছুঁয়েছিলেন জার্মান কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসার ১৬ গোলের বিশ্বকাপ রেকর্ড। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের শুরুতেই পেনাল্টি মিস করলেও ৩৮তম মিনিটে পেছনে ফেলেন ক্লোসাকে এবং যোগ করা সময়ে আরো একটি গোল করে নিজের রেকর্ডকে নিয়ে যান ১৮তে। বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত আর্জেন্টিনার পাঁচটি গোলের সবকটিই এসেছে মেসির পা থেকে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার গোলসংখ্যা এখন ১২২, ম্যাচ ২০১টি। এ তালিকায় তার ওপরে আছেন কেবল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, যার গোল ১৪৩টি।

ম্যাচ শেষে কথা বলতে গিয়ে জয় ও রেকর্ড নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মেসি, 'এ জয়ে আমি খুব খুশি। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জয়, কঠিন একটি ম্যাচ হলো এবং এ ম্যাচের জন্য আমরা কঠোর পরিশ্রমও করেছিলাম। সামনের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার আগে এটা আমাদের মনকে শান্ত করছে।'

সমর্থকদের জন্য আরো বড় আনন্দের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। সে সঙ্গে আর্জেন্টিনার নকআউট নিশ্চিত হওয়া নিয়েও সন্তুষ্ট তিনি, 'আমরা এরই মধ্যে মানুষকে অনেক আনন্দ উপহার দিয়েছি। তবে আমরা তাদের আরো আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করব। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আমরা পরের পর্বে কোয়ালিফাই করেছি। সবকটি ম্যাচ জেতা আমাদের পরিকল্পনায় ছিল। পুরো দলটিই অনেক আনন্দ নিয়ে থাকে। আমরা যখন একসঙ্গে হই, তখন উপভোগ করি, অনুশীলনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করি।'

পেনাল্টি মিস এবং এর পরের পরিস্থিতি নিয়ে মেসির ভাষ্য, 'পেনাল্টিটা মিস করার পর কিছুক্ষণ আমি ভীষণ বিরক্ত ছিলাম; কিন্তু পরে সেটা পুষিয়ে নিতে পেরেছি। সত্যি বলতে শেষ পর্যন্ত সবকিছু যেভাবে হলো, তা চমৎকার। একটি পেনাল্টি পেয়েছিলাম, ব্যবধান আরো বড় হতে পারত। তবে ম্যাচের ফল ও দল যে পরিশ্রম করেছে, তাতে আমি খুশি।' আজ ৩৯তম জন্মদিন উদযাপন করবেন মেসি। তার আগে বিশ্বকাপের সর্বকালের সেরা গোলদাতার আসনে বসা, টানা দুই জয়ে দলকে শেষ ৩২-এ তোলা এবং দলের পাঁচ গোলের সবকটিই নিজের নামে লেখা—এরচেয়ে উপভোগ্য সময় হয়তো তার ক্যারিয়ারেও খুব বেশি আসেনি।

'মেসিই সর্বকালের সেরা'

স্পোর্টস ডেস্ক

নিজের গড়া রেকর্ড অন্য কেউ ভেঙে দিলে কিছুটা খারাপ লাগা স্বাভাবিক। তবে রেকর্ডটি যদি ভাঙেন লিওনেল মেসি, তখন হিসাবটা বদলে যায়। সম্প্রতি ডালাসে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে জোড়া গোল করে ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এককভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ভেঙে দিয়েছেন জার্মান কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসার রেকর্ড। তাই তো আজ নিজের জন্মদিনে ফুটবল দুনিয়ায় প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর। নিজের রেকর্ড হারানোর পর ৪৮ বছর বয়সি ক্লোসা উদারচিত্তে জার্মানির গণমাধ্যম 'ডয়েচে জেইতাং'কে বলেন, 'আমার কাছে লিওনেল মেসিই সর্বকালের সেরা। অভিনন্দন চ্যাম্পিয়ন!'

বিগত ১২ বছর ধরে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি ছিল ক্লোসার দখলে। চারটি বিশ্বকাপে ২৪ ম্যাচে ১৬ গোল করেছিলেন তিনি। আর মেসি নিজের ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে এসে ২৮ ম্যাচে ১৮ গোল করে রেকর্ডটি নিজের করে নিলেন।

মেসির এমন অতিমানবীয় পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ফুটবলবিশ্ব। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের কিংবদন্তি স্ট্রাইকার রোনালদো নাজারিও সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে মেসিকে 'ইতিহাসের সেরা' মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ফরাসি সংবাদমাধ্যম লেকিপেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফেনোমেননখ্যাত রোনালদো বলেন, 'যদি কেউ বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই মেসি।'

সুইডিশ ফুটবল কিংবদন্তি জলাতান ইব্রাহিমোভিচ নিজের বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের শূন্যতার সঙ্গে মেসির গোলবন্যার তুলনা টেনে রসিকতার সুরে ফক্স স্পোর্টসে বলেন, 'জানি না শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে মেসি। দুই ম্যাচে তার পাঁচ গোল। আর আমি দুই বিশ্বকাপ খেলেও গোল করতে পারিনি। তাই আমি খুশি, তার জন্য খুবই খুশি।'

মেসিকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দারুণ পরিপক্বতা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ব্যক্তিগত লড়াইয়ের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে ২৭ বছর বয়সি এই বিশ্বকাপজয়ী তারকা বলেন, 'মেসির সঙ্গে আমার কোনো দ্বৈরথ নেই। লিও গোল করেছে, সে গোল করে এবং সব সময়ই করবে। সে মাঠে কী করছে আমি তা দেখতে যাই না। কারণ, সেটা দেখতে গেলে আমাকে আরো বেশি পরিশ্রম করতে হবে। আমি শুধু আমার দলের দিকেই মনোযোগ দিই।' মেসির স্তুতি গেয়ে সতীর্থ জুলিয়ান আলভারেজ বললেন, 'বেশি কিছু বলার নেই। ২০ বছর ধরে বিশ্বের সেরা, ইতোমধ্যেই ইতিহাসসেরা।'

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক | Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন? | নিউইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Alam Podiatry, P.C.
Jamaica Office : 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office:
77-21 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10462
Parkchester Office:
1318 Castle Hill Ave, Bronx 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 Fax: 464-845-1861
Email : dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

ছড়িয়ে পড়ছে এইডস: আক্রান্ত তরুণ ও শিক্ষার্থীরা

ঢাকা : বাংলাদেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইডস রোগী, বাড়ছে মৃত্যু। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, একসময়ে এইচআইভি সংক্রমণ নগর ও শহরকেন্দ্রিক ছিল। এখন তা ছড়িয়ে পড়ছে জেলা পর্যায়েও। এইডসে আক্রান্ত ও মৃত্যু বাড়তে থাকায় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে।

বিশ্বের অনেক দেশেই এখন নতুন করে এইচআইভি সংক্রমণ কমছে, এইডসে মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। তবে বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে আক্রান্তের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। চলতি বছর জেলা পর্যায়ে সমকামী তরুণদের কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে বিষয়টি নজরে আসে সংশ্লিষ্টদের। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় এইডস ও সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ (এসটিডি) কন্ট্রোল প্রোগ্রামের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দেশে ১ হাজার ৪৩৮ জন নতুন এইচআইভি আক্রান্ত শনাক্ত হয়। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৮৯১ জনে, যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ২০২৫ সালে এইডসে ২৫৪ জন মারা যান। অন্যদিকে চলতি বছরও সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। বছরের মাঝামাঝি সময়েই আক্রান্তের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে। সংক্রমিতদের বড় অংশের বসবাস ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা ও সিলেট অঞ্চলে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের হার দ্রুত বাড়ছে। ২০২৪ সালে নতুন শনাক্তদের মধ্যে অবিবাহিতদের হার ছিল ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশে। অর্থাৎ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে এই শ্রেণিতে সংক্রমণের হার ১০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। এই হার চলতি বছরে আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সচেতনতার অভাব, সামাজিক লজ্জা ও কলঙ্ক, পর্যাপ্ত পরীক্ষা সুবিধার সংকট এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের কারণে পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে। অনেক মানুষ এখনো স্বেচ্ছায় এইচআইভি পরীক্ষা করাতে চান না। অন্যদিকে বিদেশগামী ও প্রবাসী জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছেন, যা সংক্রমণ শনাক্তকরণকে আরও কঠিন করে তুলছে। খবরের কাগজের জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যেও দেখা গেছে এইডস সংক্রমণের ভয়াবহ চিত্র।

প্রতিনিধি জানান, কুমিল্লায় উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইডস সংক্রমণ। চলতি বছরের সাতজনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এইচআইভি এইডস এইচটিসি (এইচআইভি টেস্টিং অ্যান্ড কাউন্সেলিং)/ এআরটি (অ্যান্ট্রি রিট্রোভাইরাল থেরাপি) সেন্টার। আর গত মে মাসে এইচআইভি আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে জেলায় ৩৮৫ জন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বরিশালের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, গত মাসের শেষ দিকে জেলার শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে তিন হাজারের বেশি মানুষের রক্ত পরীক্ষা করে ২০ জনের শরীরে এইচআইভি ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। আক্রান্তদের মধ্যে ১১ জনই উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। হাসপাতালের চিকিৎসকদের মতে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সংক্রমণের এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় সতর্কসংকেত।

এআরটি সেন্টারের কাউন্সেলর জসিম উদ্দিন জানান, আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই এইচএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থী। বয়স ১৭ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বরিশালে এসে তারা পড়াশোনা বা বসবাস করছেন।

সিলেট ব্যুরোপ্রধান জানান, জেলায় চলতি বছর ২২ জন এইডস আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিভিল সার্জন ডা. মো. নাসির উদ্দিন বলেন, সিলেটে ২০২৪ সালে ৩১ জন, ২০২৫ সালে ৬৬ জন এবং ২০২৬ সালের মে মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত ২২ জন এইডস আক্রান্ত হয়েছেন। এটা সেনসেটিভ (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ইনুর হুমকি

ঢাকা : কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারক-আইনজীবীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ইনু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জেলে আছি। কোন বিচারক, কোন আইন কর্মকর্তা কী করছে, তা কারাগারের বসে একটা লাল ও একটা সবুজ খাতায় সংরক্ষণ করে রাখছি।

গতকাল সোমবার দুপুরে হাসানুল হক ইনু ও রাশেদ খান মেননকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তারের আদালতে হাজির করা হয়। এরপর জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানীর বংশাল থানার মোখলেছিন হত্যাচেষ্টা মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা বংশাল থানার উপ-পরিদর্শক আশরাফ হোসেন।

এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) হারুন অর রশিদ আসামিদের গ্রেপ্তারের পক্ষে শুনানি করেন।

অপরদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা এর বিরোধিতা করে যুক্তি উপস্থাপন করেন। পরে রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের বক্তব্য শেষে হাসানুল হক ইনু আদালতের অনুমতি নিয়ে বলেন, আজ আমাদের দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে সিএমএম কোর্টের হাজতখানায় রাখা হয়েছে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ইনু আদালতকে বলেন, বর্তমানে বিচারব্যবস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা শাখা হিসেবে কাজ করছে।

এটা তাহলে গোলকিপারদেরও বিশ্বকাপ!

স্পোর্টস রিপোর্টার : বিশ্বকাপ মানেই আলোচনার কেন্দ্রে তারকা-মহাতারকারা। বল পায়ে জাদুর পসরা সাজিয়ে আলোর সবটা তারাই কেড়ে নেন। ধ্রুপদী ছন্দ আর তাল-লয়ের সুরে সবুজ গালিচায় দেখা মেলে অপরূপ সুরের। চলতি বিশ্বকাপে সেই সুরটা ভেসে আসছে মাঠের শেষপ্রান্তের তিন কাঠির নিচ থেকে। গ্লাভস হাতে পোস্টের নিচে 'শেষ প্রহরী' হয়ে দলের রক্ষাকর্তা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কেপ ভার্দের ভোজিনহা, কুরাসাওয়ের এলয় রুম এবং ইরানের আলিরেজা বেইরানভান্দ। দুর্দান্ত গোলকিপিংয়ে মোহগ্রস্ত করেছেন 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ'। স্পেন, ইকুয়েডর ও বেলজিয়ামের মতো শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে 'চীনের মহাপ্রাচীর' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভোজিনহা, রুম ও আলিরেজা। শুধু ক্লিন শিটই রাখেননি, নিজেদের পারফরম্যান্স দিয়ে বিশ্বকাপের অন্যতম স্মরণীয় গল্পও লিখেছেন।

স্পেনকে থামানো সেই রাতটা ভোজিনহার জীবনে অমর রাত হিসেবেই লিখে রাখা। ৪০ বছর বয়সি কেপ ভার্দিয়ান গোলরক্ষক থামিয়ে দিয়েছিলেন ইউরোপের সেরা দলটাকে। অথচ ভোজিনহার ক্যারিয়ারটাই যেন রূপকথার মতো। স্থানীয় ক্লাব ফুটবল থেকে দীর্ঘ অধ্যবসায় ও সংগ্রামের মাধ্যমে উঠে এসেছেন তিনি। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি শৌখিন ফুটবল খেলতেন, খাটো হওয়ার কারণে অনেক ক্লাব (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

ইলিয়াস আলী গুমের নেতৃত্ব দেন জিয়াউল

ট্রাইব্যুনালে জিয়াউলের দেহরক্ষী ইমরুল

ইলিয়াস আলী জিয়াউল আহসান

- ১১ জনকে হত্যা করে বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়
- হত্যা করে লাশ ফেলতেন রেললাইনে
- অপারেশন রেবেল হান্টে ১০ জনকে হত্যা
- সুন্দরবনে অপারেশনের নাটক সাজিয়ে হত্যা

১৫ মাসে ১৫০ থেকে ২০০ জনকে হত্যা

ঢাকা : বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা এম ইলিয়াস আলী গুমের সঙ্গে বরখাস্ত সেনাকর্মকর্তা মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এমন তথ্য উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাক্ষীর জবানবন্দিতে। গুমের ঘটনায় অভিযুক্ত জিয়াউলের একসময়ের দেহরক্ষীর দায়িত্বে থাকা সেনাসদস্য ইমরুল কায়েস গতকাল রোববার ট্রাইব্যুনাল-১-এ আওয়ামী সরকারের সময় শতাধিক মানুষকে গুম, নির্যাতন ও হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জবানবন্দি দেন। এ সময় জিয়াউলকেও কারাগার থেকে কড়া পুলিশি পাহারায় ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। ইলিয়াস আলী গুম ও খুনের সময় জিয়াউল র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার প্রধান ছিলেন। পরে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি (জিয়াউল) ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার বিরুদ্ধে অসংখ্য মানুষকে গুম, নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ রয়েছে।

বিতর্কিত সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের বিরুদ্ধে ইলিয়াস আলী গুমের সরাসরি অভিযোগ এনে জবানবন্দিতে ইমরুল জানান, ২০১২ সালের ১৩ এপ্রিল র‍্যাব হেডকোয়ার্টার থেকে একটি মাইক্রোবাসে করে জিয়াউল আহসান, মেজর নওশাদ, স্কোয়াড্রন লিডার সাইফসহ তিনি মহাখালী ফ্লাইওভারের কাছে যান। এ সময় কাকে পিকআপ করা (তুলে নেওয়া) হবে তিনি জানতেন না। জিয়াউল গাড়িতে বসে টার্গেট কখন আসবে তা জানার জন্য ফোন করছিলেন। একপর্যায়ে জানা যায় টার্গেট আসবে না। পরে সেখান থেকে ফিরে এসে ৯ দিনের ছুটিতে যান ইমরুল। ছুটিতে থাকা অবস্থায় মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন মহাখালী ফ্লাইওভার থেকে ইলিয়াস আলী নামে এক বিএনপি নেতাকে অপহরণ করা হয়েছে। ৯ দিন ছুটিতে থাকার পর ২০১২ সালের ২৩ এপ্রিল তিনি র‍্যাব হেডকোয়ার্টারে কর্মস্থলে যোগ দেন। তখন তিনি হেডকোয়ার্টারে থমথমে পরিবেশ দেখতে পান। অন্যান্য সদস্যের মাধ্যমে জানতে পারেন অস্ত্রের ইন-আউট রেজিস্টার ও সিসিটিভি ফুটেজ জিয়াউল নষ্ট করে ফেলেছেন। তখন সাধারণত সকাল ৯টায় রোল করা হতো।

১৮ এপ্রিল থেকে সকাল ৭টায় রোল কল করা হয়। জিয়াউল পরপর বেশ কদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হন। এ সময় একদিন জিয়াউল ফোনে কথা বলছিলেন, ওই সময় তার ফোনে অন্য একটি কল এলে তিনি বলেন, তুই রাখ; শেখ হাসিনার নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক সিদ্দিকী ফোন দিয়েছেন। জিয়াউল তারিক স্যারের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। অপর প্রান্ত থেকে কী বলা হয়েছে আমি জানি না। তবে জিয়া স্যার অভিযোগের সুরে বলছিলেন, 'স্যার, আপনাদের কথামতো ইলিয়াসকে গুম (সাংকেতিকভাবে গলফ) করলাম, এখন আপনারা এমন করলে কীভাবে হবে! এর চেয়ে আমি কমান্ডো মানুষ, আমাকে জঙ্গলে পোস্টিং দিয়ে পাঠিয়ে দিন; এটাই আমার জন্য ভালো।' (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

কলকাতার 'সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউ' বদলে 'গোপাল পাঁঠা'র নামে

ঢাকা : কলকাতার ঐতিহ্যের মানচিত্রে বড় পরিবর্তন হয়ে গেল বিজেপি সরকারের নির্দেশে। শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক 'সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউ'-এর নাম বদলে রাখা হয়েছে 'গোপাল মুখার্জী রোড'। এই সিদ্ধান্তে শুধু বিতর্কই নয়, গভীর ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইতিহাসবিকৃতির অভিযোগও জোরালো হয়েছে। এই নামকরণের পেছনে রয়েছে জটিল ও ভ্রান্ত ইতিহাসের জাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এটিকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলা হলেও বিরোধীদের বক্তব্য, সড়কটির নামকরণ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে না, বরং তার চাচা শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসক হাসান সোহরাওয়ার্দীর সম্মানে নামকরণ করা হয়েছিল।

গত রোববার এক্সে দেওয়া পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ দিবসে (২০ জুন) নেওয়া এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ভুল সংশোধনের পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন তিনি। এক্সে তিনি লেখেন, 'সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউয়ের নাম এখন গোপাল মুখার্জি রোড করা হবে।' শুভেন্দুর দাবি, কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক দীর্ঘদিন এমন একজনের নামে ছিল, যিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং রাজনৈতিক স্বার্থে নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতার সময় দায়িত্বে ছিলেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে এনসিপি

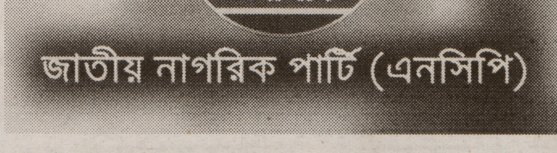

ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১ দলীয় ঐক্যের ব্যানারে অংশগ্রহণ করলেও আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় এগোতে চায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এক্ষেত্রে এককভাবে নির্বাচনের পথেই হাঁটছে দলটি। এমনটি জানিয়েছেন দলের দুই শীর্ষ নেতা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও সারজিস আলম। এর মধ্যে দলের সক্ষমতা যাচাইয়ের পাশাপাশি তৃণমূলে পৌঁছার সুযোগ হবে বলে মনে করেন তারা। ইতোমধ্যে সারা দেশেই প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া চলছে।

দলীয় সূত্র জানায়, সিটি করপোরেশন থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদেও প্রার্থী দেবেন তারা। প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায়ও থাকবে চমক। কিছু কিছু আসনে মনোনীত প্রার্থীর নামও ঘোষণা করা হয়েছে। দলটির নেতারা মনে করেন, সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকারেও তারা বাজিমাত করবেন।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে কারা?

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে এনসিপি। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এ কমিটির অনুমোদন দেন দলের আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দলের উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আর সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত হয়েছেন যুগ্ম সমন্বয়ক ও সংসদ সদস্য আব্দুল হান্নান মাসউদ। কমিটির সদস্য হিসেবে আরও রয়েছেন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, তাহসীন রিয়াজ এবং অ্যাডভোকেট মঞ্জিলা ঝুমা।

প্রার্থী বাছাইয়ে কৌশল, প্রাধান্য পাবেন যারা?

এনসিপি নেতারা জানান, প্রথমবারের মতো স্থানীয় নির্বাচন ঘিরে তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এরই মধ্যে প্রার্থী বাছাই শুরু হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য প্রার্থীদের বায়োডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রথম দফায় গত ১০ মে দেশের ১০০টি উপজেলা ও পৌরসভায় নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। এর মধ্যে ৩৩টি পৌরসভার মেয়র, ৬৭টি উপজেলার চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় দফায় ২০ মে আরও ১০০ উপজেলা-পৌরসভায় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। আর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদেও বেশ কয়েকটি এলাকায় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণে দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উত্তরে যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী হিসেবে জাতীয় যুবশক্তির সভাপতি অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর বাইরে বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্র।

জানতে চাইলে দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, ''আমাদের প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বহু আগে থেকেই। এক্ষেত্রে যোগ্যদেরকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে জনপ্রিয় ও যারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সংগঠন গুছিয়েছেন, তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আর যেখানে দলীয় শক্তিশালী প্রার্থী নেই, সেখানে ভিন্ন দলের বা স্বতন্ত্র কোনও গণমুখী প্রার্থী থাকলে তাদেরকেও সমর্থন দেওয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল কিনা তা দেখা হবে। এর আগে অবশ্যই তাকে দলে যোগদান করানো হবে।''

এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব পদে থাকা এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এম মনজুর আলমকে যেভাবে দলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে, ঠিক বিভিন্ন এলাকায়ও এমন নেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে।

অন্য দেশ থেকে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশিদের পাচার ও বিক্রি

ঢাকা : ভালো বেতনের চাকরির দেওয়ার কথা বলে আমাকে বৈধ কোনও কাজ না দিয়ে একটি চাইনিজ স্ক্যাম সেন্টারে বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেখানে চাইনিজ নাগরিক ঝো ওয়াং আমাকে দিয়ে ময়লার ড্রেন ক্লিনারের কাজ করাতে বাধ্য করে। আমি কাজ করতে না চাইলে সে আমাকে মারধর করে বলে যে, তোকে আমি ৩ হাজার ডলার দিয়ে কিনে এনেছি। কাজ না করলে সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। না হলে আমাকে মেরে ফেলবে। টাকার জন্য আমাকে বেঁধে ভিডিও কলে দেশে পরিবারকে নির্যাতনের দৃশ্য দেখায়, পরিবার আমাকে বাঁচাতে সেই টাকা দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই তার নির্যাতনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন কম্বোডিয়ায় সাইবার দাসত্বের শিকার একজন ভুক্তভোগী। দেশে ফিরে এসে তিনি বিমানবন্দর থানায় মামলা করেছেন। মামলাটির তদন্ত করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

শুধু ওই ব্যক্তিই ভুক্তভোগী নন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, গত দেড় বছরে ১৫ হাজার ৯২১ জন কর্মী চাকরি নিয়ে কম্বোডিয়া যান। ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য অনুযায়ী, তাদের মধ্যে চলতি জুন মাসেই পরপর চারদিনে সাইবার স্ক্যাম কম্পাউন্ড থেকে ২২১ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরে এসেছেন। তাদের মধ্যে গত ১২ জুন থেকে ৩৭ জন, ১৩ জুন ৫৪ জন এবং ১৭ জুন ৭৮ ভুক্তভোগী শূন্য হাতে দেশে ফেরত আসেন। এর আগে চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি মিয়ানমারের একটি সাইবার স্ক্যাম সেন্টার থেকে ৮ জন এবং ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরে আসেন। তাদেরও ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে থাইল্যান্ডের সীমান্ত এলাকা মায়েসট হয়ে জোরপূর্বক মিয়ানমারে প্রবেশ করানো হয়। সেখানে পৌঁছানোর পরই তাদের পাসপোর্ট ও মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে বিদেশের মাটিতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। ভয়াবহ নির্যাতন করে তাদের দিয়ে নানা ধরনের সাইবার জালিয়াতির কাজ করানো হতো।

ফেরত আসা ভুক্তভোগীদের একজন জানান, তাকে দালাল বলেছিল, কম্বোডিয়াতে সরাসরি কোম্পানিতে চাকরি হবে। সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে বিএমইটি ছাড়পত্র দিয়ে কম্বোডিয়া পাঠানো হয়। কিন্তু কম্বোডিয়া বিমানবন্দর থেকে তিনি একমাসের ভিজিট ভিসায় প্রবেশের অনুমতি পান। এরপর আর ভিসা দেয়নি দালালরা। তিনি আরও জানান, ওই দেশে কোনও কোম্পানিই খুঁজে পাননি। সেখানে থাকা রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধিরা টাকার বিনিময়ে তাকে স্ক্যাম কম্পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়।

যেভাবে পাচার ও বিক্রি করা হয়

ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশে কম্বোডিয়ার দূতাবাস না থাকলেও আগে দিল্লি থেকে ভিসা ইস্যু করা হতো। স্টিকার ভিসা বন্ধ থাকলেও ই-ভিসা চালু ছিল।

এক দশকে সপ্তম প্রধানমন্ত্রী পেতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার গত সোমবার তার বিদায়ের সময়সূচি ঘোষণা করতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ডি বার্নহামের কাছে সুশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ সুগম করবেন। এর ফলে এক দশকের মধ্যে যুক্তরাজ্য তাদের সপ্তম নেতা বা প্রধানমন্ত্রী পেতে যাচ্ছে।

ভূমিধস জয়ের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বিশৃঙ্খল রাজনীতির অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন স্টারমার। কিন্তু এর দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি পদত্যাগ করবেন নাকি নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে নামবেন, তা নিয়ে গত সপ্তাহে চিন্তাভাবনা করেছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার গত কয়েক মাস ধরেই চাপের মধ্যে ছিলেন। গত শুক্রবার গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহাম একটি সংসদীয় নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ী হওয়ার পর এই চাপ আরো তীব্র হয়। তিনি নাইজেল ফারাজের নেতৃত্বাধীন 'রিফর্ম ইউকে' দলের প্রার্থীকে পরাজিত করেন, যে দলটি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় জনমত জরিপে এগিয়ে রয়েছে।

অ্যান্ডি বার্নহামের এই বিজয় লেবার পার্টির আইনপ্রণেতাদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। দক্ষ যোগাযোগকারী হিসেবে পরিচিত বার্নহাম স্টারমারের অধীনে পিছিয়ে পড়া লেবার পার্টির ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবেন বলে দলটির সদস্যরা মনে করছেন।

উল্লেখ্য, স্টারমারের জনপ্রিয়তার রেটিং বর্তমানে যেকোনো ব্রিটিশ নেতার চেয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

তবে বহুল প্রত্যাশিত এই নেতৃত্ব পরিবর্তন ঝুঁকির বাইরে নয়। দেশের মৌলিক পরিবর্তন এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর কথা বললেও বার্নহাম এখনও পররাষ্ট্র, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেননি। স্টারমারের মতো তিনিও বন্ড মার্কেটের বিনিয়োগকারীদের চাপে পড়তে পারেন, যারা অতিরিক্ত ঋণ নেওয়ার ঘোর বিরোধী। একই সাথে জনসেবার মান ও জীবনযাত্রার মান নিয়ে ক্ষুব্ধ ভোটারদের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। উচ্চ ঋণ ও সুদের হার, বছরের পর বছর ধরে ধীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কারণে জি-সেভেন ভুক্ত ধনী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যের ঋণ নেওয়ার খরচ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সাথে আলাপকালে বিনিয়োগকারীরা বার্নহামের বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত মত দিয়েছেন। গত সেপ্টেম্বরে বার্নহাম বলেছিলেন, যুক্তরাজ্যের বন্ড মার্কেটের অধীনতা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। তবে পরে তিনি দাবি করেন, তার বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

গত শুক্রবার সিটিব্যাংকের অর্থনীতিবিদেরা বলেছেন, 'আমাদের দৃষ্টিতে বার্নহাম একটি ঝুঁকিপূর্ণ আর্থিক পরিস্থিতি উত্তরাধিকারসূত্রে পাবেন, যেখানে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনার মতো খুব বেশি হাতিয়ার থাকবে না।'

গত শুক্রবার কিয়ার স্টারমার বলেছিলেন, দলের ভেতর নেতৃত্ব পরিবর্তনের যেকোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় তিনি লড়াই করবেন। কিন্তু সপ্তাহান্তে সেই অবস্থান বদলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র জানিয়েছে, 'কিয়ার বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন।'

দলের ভেতরে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা ছাড়া এভাবে নেতৃত্ব পরিবর্তন হলে তা সাধারণ ভোটারদের ক্ষুব্ধ করতে পারে। কারণ ডাউনিং স্ট্রিট থেকে কে দেশ চালাবেন, তা নির্ধারণে সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা থাকবে না। যুক্তরাজ্যের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং জানিয়েছিলেন, নেতৃত্বের লড়াইয়ে নামার জন্য প্রয়োজনীয় ৮১ জন লেবার আইনপ্রণেতার সমর্থন তার রয়েছে।

তবে দলের একজন জ্যেষ্ঠ নেতা মনে করেন, স্ট্রিটিং হয়তো বার্নহামের সাথে কোনো সমঝোতা বা চুক্তি করতে পারেন, যার বিনিময়ে তিনি বার্নহামের অধীনে কোনো জ্যেষ্ঠ পদের প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন।

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের

দেশ ডেস্ক : ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক সংঘাত বা যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। দিল্লির পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক সিন্ধু নদ জলচুক্তি স্থগিত করার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি এই কড়া অবস্থান ব্যক্ত করেন।

শনিবার (২০ জুন) পাকিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেল এআরওয়াই নিউজকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সরাসরি ঘোষণা করে বলেন যে, 'যে মুহূর্তে আমরা অনুভব করব যে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, এবং পানি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তারই অংশ, হুমকিতে পড়েছে, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব। অবশ্যই।'

তিনি আরও দাবি করেন যে ভারত যদি অত্যন্ত উদ্বেগজনক গতিতে পাকিস্তানের পানি সরবরাহ ব্যাহত করার কোনো পদক্ষেপ নেয় এবং ইসলামাবাদ যদি এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পায়, তবে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করা হবে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এমন উসকানিমূলক মন্তব্য মূলত গত এপ্রিল মাসে পাহলগামে ঘটে যাওয়া একটি ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার জের ধরে এসেছে। ওই হামলায় ২৬ জন মানুষ নিহত হওয়ার পর ভারত সরকার ১৯৬০ সালের ঐতিহাসিক সিন্ধু নদ জলচুক্তিটি দৃঢ়ভাবে স্থগিত ঘোষণা করে। ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পাকিস্তান যতক্ষণ না তাদের সীমান্ত পারের সমস্ত সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এবং অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে নির্ভরযোগ্য ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।

বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় হওয়া এই ঐতিহাসিক চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তান সাধারণত সিন্ধু অববাহিকার প্রায় ৮০ শতাংশ পানি তাদের কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করার আইনি অধিকার পেয়ে থাকে। তবে বর্তমানে দেশের ভেতরে তীব্র অব্যবস্থাপনার কারণে পাকিস্তানের বিশাল ফসলি জমি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। পাকিস্তানি প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এই ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণ নয়াদিল্লির ওপর চাপানোর চেষ্টা করে অভিযোগ করেছেন যে ভারত মূলত পানিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এবং চেনাব নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন রাখছে। অবশ্য খাজা আসিফ দাবি করেছেন যে অতীতে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দল ভারতের বিভিন্ন জলপ্রকল্পে প্রায় ১১৫ বার পরিদর্শন বা পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করেছিল। তবে বিগত এক বছরে সীমান্তের ওপাড়ে ঠিক কী ধরনের উন্নয়ন বা পরিবর্তন হয়েছে, সে বিষয়ে বর্তমানের কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য তার কাছে নেই বলে তিনি স্বীকার করেছেন যা তার নিজের তোলা অভিযোগের সত্যতাকে অনেকটাই দুর্বল করে দেয়।

অন্য দিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ার কারণে দেশটির সিন্ধু ও বেলুচিস্তান প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সাধারণ মানুষ এখন তীব্র পানির অভাবে ভুগছেন। সিন্ধু প্রদেশের সেচ বিভাগের দাপ্তরিক তথ্য অনুযায়ী দেশটির সেচ অবকাঠামোগুলো এখন চরম ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছে।

মমতার দলের ৪৪০ কোটি রুপির ব্যাংক হিসাব জব্দ

দেশ ডেস্ক : ভোটের বিপর্যয়ের পর এবার তীব্র আর্থিক ও সাংগঠনিক সংকটের মুখে পড়ল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি)। দলের প্রায় ৪৪০ কোটি রুপি জমা থাকা তিনটি বেসরকারি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডেবিট অপারেশন (টাকা তোলার প্রক্রিয়া) সম্পূর্ণ 'ফ্রিজ' বা স্থগিত করা হয়েছে।

দলটিরই কয়েকজন বিদ্রোহী বিধায়কের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এই পদক্ষেপ নিয়েছে, যা মূলত দলের ভেতরের চরম অর্থ-তহবিল নিয়ন্ত্রণ যুদ্ধকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। ইন্ডিয়া টুডে।

বিধাননগরের একজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা পিটিআইকে জানিয়েছে, একটি বেসরকারি ব্যাংকে থাকা ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট বর্তমানে 'ডেবিট ফ্রিজ'-এর আওতায় রয়েছে। এর অর্থ হলো, এই অ্যাকাউন্টগুলোতে নতুন করে টাকা জমা দেওয়া বা ক্রেডিট করা সম্ভব হলেও, সেখান থেকে কোনো টাকা তোলা বা অন্য কোথাও স্থানান্তর (আউটওয়ার্ড ট্রানজেকশন) করা যাবে না।

দেশে দেশে নিষিদ্ধ ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভারতীয় কৃষিপণ্য

দেশ ডেস্ক : ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় বনাঞ্চল ও ফসলের ক্ষেত ধ্বংস করতে 'এজেন্ট অরেঞ্জ' নামে একটি মারাত্মক রাসায়নিক আকাশ থেকে স্প্রে করেছিল মার্কিন বিমানবাহিনী। লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করা। সেই ঘটনার অর্ধশতক পর, এজেন্ট অরেঞ্জের অন্যতম প্রধান উপাদান '২,৪-ডি' নামে আগাছানাশকটি এখনও দেদার ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের কৃষিজমিতে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ক্যানসার গবেষণা সংস্থা একে 'সম্ভাব্য ক্যানসার সৃষ্টিকারী' উপাদান হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

শুধু '২,৪-ডি' একাই নয়, ভারতের কৃষিক্ষেত্রে এমন অনেক বিতর্কিত রাসায়নিকের ব্যবহার চলছে, যা উন্নত বিশ্বে বহু আগে নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন বিশ্বজুড়ে ৭০টিরও বেশি দেশে নিষিদ্ধ হওয়া আগাছানাশক 'প্যারাকোয়াট' এবং ডব্লিউএইচও কর্তৃক ক্যানসারের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত 'গ্লাইফোসেট' অবলীলায় ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতের ফসলি মাঠে।

স্বাস্থ্য ক্ষতির আশঙ্কায় ৩১টি দেশে নিষিদ্ধ 'ডাইমেথোয়েট' এবং মৌমাছির বংশ ধ্বংসকারী কীটনাশক 'অ্যাসিফেট' কোনো বাধা ছাড়াই বিক্রি হচ্ছে ভারতীয় বাজারে। এসব ক্ষতিকর রাসায়নিক কৃষিজমি থেকে ফসলের মাধ্যমে সরাসরি চলে আসছে মানুষের খাবারের থালায়, যা নীরবে কেড়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রাণ। এই অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিকের ব্যবহার ভারতের অভ্যন্তরীণ জনস্বাস্থ্যকেই কেবল হুমকির মুখে ফেলেনি, আন্তর্জাতিক বাজারেও দেশটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। ইউরোপীয় কমিশন এবং ইউরোপীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ক্ষতিকর কীটনাশক ও ভারী ধাতুর উপস্থিতির কারণে ২০২৪ সালের মে থেকে ২০২৬ সালের মে মাসের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্য দেশ ভারতের ৩৬৫টি কৃষিজাত পণ্য বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করেছে। বৃহত্তম বাণিজ্য জোটে ভারতীয় পণ্য এভাবে বাতিল হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তার চেয়েও বড় উদ্বেগের বিষয় হলো কোটি কোটি ভারতীয় নাগরিকের প্রতিদিন এই বিষাক্ত খাবার গ্রহণ করা। ভারতে ক্যানসার এরই মধ্যে একটি বড় জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের (আইসিএমআর) তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে ভারতে নতুন ক্যানসার রোগী শনাক্ত হয়েছিল ১৪ লাখ ৬০ হাজার। ২০২৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ ৭০ হাজারে পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল।

ক্যানসারের একাধিক কারণ থাকতে পারে এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট কীটনাশককে এর জন্য এককভাবে দায়ী করা যায় না, তবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে এমন সম্ভাব্য উপাদানের সংস্পর্শ যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা উচিত। ১৮৮২ সালে অস্ট্রিয়ান রসায়নবিদ হুগো উইডেল প্রথম 'প্যারাকোয়াট' সংশ্লেষণ করেন। পঞ্চাশের দশকে ব্রিটেনের ইম্পেরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ এর আগাছানাশক গুণাগুণ আবিষ্কার করে এবং পরে সুইজারল্যান্ডের সিনজেনটা ও বর্তমানে চীনের কেমচায়না এর মালিকানা পায়। তীব্র (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

ইরানের জব্দ করা সম্পদ নিয়ে নতুন বার্তা দিলেন ভ্যান্স

দেশ ডেস্ক : সুইজারল্যান্ডের বার্গেনস্টক রিসোর্টে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইরানের জব্দ করা সম্পদ নিয়ে ওয়াশিংটনের একটি বিশেষ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, ইরান যাতে এই অর্থ সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন না করে বরং সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করে, তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতার যৌথভাবে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া তৈরি করছে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো ইরানের অবমুক্ত করা অর্থ দিয়ে মার্কিন পণ্য কেনা নিশ্চিত করা, যা একই সাথে আমেরিকার অর্থনীতি এবং ইরানের সাধারণ জনগণের উপকারে আসবে।

জেডি ভ্যান্স জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ সহযোগী জ্যারেড কুশনার এই বিষয়ে কাতারের সাথে একটি যৌথ প্রস্তাবনা নিয়ে কাজ করছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, ইরানের কোনো জব্দ করা সম্পদ যদি অবমুক্ত করা হয়, তবে তার নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া যৌথভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের হাতে থাকবে। সেই অর্থ দিয়ে আমেরিকার সয়াবিন, ভুট্টা এবং গম কেনা হবে, যা দিয়ে ইরানের জনগণের খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

ভ্যান্স এটিকে একটি ক্লাসিক 'ট্রাম্প ডিল' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই উদ্যোগ একদিকে মার্কিন কৃষকদের আরও সমৃদ্ধ করবে, অন্যদিকে ইরানের সাধারণ মানুষের মুখে অন্ন জোগাবে। একই সাথে এই পদক্ষেপ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার তৈরি করা আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করবে। ইরানের সম্পদ অবমুক্ত করা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তৈরি হওয়া উদ্বেগ মূলত ভুল তথ্যের কারণে ছড়িয়েছে উল্লেখ করে ভ্যান্স তা নাকচ করে দেন।

তালেবান শাসনেও যেভাবে ব্যবসায় সফল হচ্ছেন আফগান নারীরা

দেশ ডেস্ক : আফগানিস্তানে নারীদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে শিক্ষা, চাকরি ও জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত করা হলেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঠেকাতে এবং আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা কমাতে নারীদের নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ দিয়েছে সরকার। ফলে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও উদ্যোক্তা হওয়াকে জীবিকার অন্যতম শেষ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিচ্ছেন হাজারো আফগান নারী। আফগানিস্তান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশটিতে ১০ হাজারের বেশি নারী ব্যবসায়িক লাইসেন্সধারী। গত পাঁচ বছরে এই সংখ্যা প্রায় দশ গুণ বেড়েছে। এছাড়া প্রায় এক লাখ ২০ হাজার নারী লাইসেন্স ছাড়াই বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত আছেন। বিশ্বব্যাংকের মতে, ক্ষুদ্র ব্যবসা এখন আফগান নারীদের সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র।

তবে যারা একসময় আইনজীবী, প্রকৌশলী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, তাদের অনেকেই এখন কার্পেট বুনন, প্রসাধনী উৎপাদন বা কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রিক ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। সরকারি চাকরি, বহু বেসরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন পেশায় নারীদের কাজ করার সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সাল পর্যন্ত আফগান নারীদের মাত্র ৭ শতাংশ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবুও বহু নারী উদ্যোক্তার জন্য

ব্যবসাই এখন আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক যোগাযোগের শেষ আশ্রয়। হেরাত প্রদেশে নারী ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি বেহনাজ সালজুখি বলেন, আফগানিস্তানে নারীদের জন্য এখন একমাত্র আশার জায়গা হলো ব্যবসা।

শিক্ষার স্বপ্ন ভেঙে কার্পেট ব্যবসায় সাফল্য

উত্তর আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরিফে মাত্র ১৯ বছর বয়সী নাসিরা আজিজি পরিচালনা করছেন একটি কার্পেট উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি হতাশায় ভুগতে শুরু করেন।

কার্পেট বুনছেন আফগান নারীরা

পরে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় কার্পেট ব্যবসা শুরু করেন তিনি। বর্তমানে তার দুইটি কারখানা ও ঘরে বসে কাজ করা মিলিয়ে প্রায় ৪৫০ জন কর্মী রয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী।

নাসিরা বলেন, শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল জীবন থেমে গেছে। কিন্তু এই কারখানা আমাকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে।

প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন থেকে সাবান ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা

২১ বছর বয়সী রোকিয়া রেজায়ি একসময় খনি প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। পরে ইংরেজি পড়ালেও ব্যক্তিগত কোচিংয়ের ওপর বিধিনিষেধের কারণে শিক্ষার্থী কমে যায়। ২০২২ সালে হেরাতে তিনি 'ম্যাগনোলিয়া' নামে একটি সাবান উৎপাদন ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে এই ব্যবসার আয়েই চলছে সাত সদস্যের পরিবার।

বিজেপি গুজরাটের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেবে, এই ভয়েই কি ইউসুফ পাঠান তৃণমূল ছাড়লেন

দেশ ডেস্ক : ভারতের সাবেক তারকা ক্রিকেটার এবং পশ্চিমবঙ্গের সাবেক ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সদস্য (এমপি) ইউসুফ পাঠান একটি জমি নিয়ে বড় ধরনের আইনি ও রাজনৈতিক সংকটে পড়েছেন। গুজরাটের ভদোদরা শহরে ২০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের একটি সরকারি জমি অবৈধভাবে দখলে রাখার অভিযোগে ওই জমি প্রকাশ্যে নিলামে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে স্থানীয় পৌরসভা। একই সঙ্গে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরেও তীব্র রাজনৈতিক কোন্দল ও কাদা-ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে। ঘটনাটি গুজরাটের ভদোদরা শহরের তানদালজা এলাকার। ২০১২ সালে সাবেক এই অলরাউন্ডার ক্রিকেটার ওই এলাকার ৯৭৮ বর্গমিটারের একটি সরকারি প্লট ৯৯ বছরের জন্য ইজারা (লিজ) নেওয়ার আবেদন করেন। ভদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ভিএমসি) সে সময় কোনো প্রকাশ্য নিলাম ছাড়াই প্রতি বর্গমিটার ৫৭ হাজার ২৭০ রুপি দরে জমিটি পাঠানের নামে বরাদ্দ করার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য গুজরাট রাজ্যের নগর উন্নয়ন দপ্তরের কাছে পাঠানো হলে বাধে বিপত্তি। ২০১৪ সালের জুনে দপ্তরটি এই বরাদ্দ বাতিল করে দেয়। তাদের যুক্তি ছিল, প্রকাশ্য নিলাম বা দরপত্র ছাড়া সরকারি জমি এভাবে দেওয়া যাবে না। জমি বরাদ্দ বাতিল হলেও ইউসুফ পাঠান জায়গাটি কাঁটাতারের বেষ্টনী দিয়ে নিজের দখলেই রেখে দেন।

প্রসঙ্গঃ কুসংস্কারের বাধা

(৩-এর পাতার পর)

জাতীয় সংস্কৃতির যে মূল্যবোধ বহু বছর থেকে আমাদের অনুপ্রাণিত করে আসছে বিশ্বাসের গোড়া থেকেও। সেখানে আমাদের ইচ্ছা এবং দেহের আত্মার ভূমিকা আছে। এর কোনো একটা অংশকে কুসংস্কার বলে একটা বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণি যদি ওটাকে পায়ে ঠেলে দিতে চাই। সে ক্ষেত্রে আমাদের সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে আসবে। আমরা আরো বেশি অপ্রগতিশীল হবো আমাদের কাজকর্মে। মোটকথা, ইচ্ছা এবং আত্মার বহিঃপ্রকাশে ব্যবধান বাড়বে। কেবল 'হেসে খেলে যায় যদি জীবনটা, যাক না'। এ কথাটাও প্রগতিশীলতার কথা না। জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, আকাশ বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞান, নীতি-নৈতিকতার বিজ্ঞান–এসব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান মিলে সমাজে একটা অগ্রসরমান কালচার সৃষ্টি হয়। সে কালচার নির্দিষ্ট সমাজকে সামনে চলার পথে পরিচালিত করে। সত্যিকারের প্রগতিশীল চিন্তা সে রাষ্ট্র এবং সমাজ ধারণ করতে পারে।

কোনো কিছুকে এড়িয়ে বা ডিনাই করে অন্যকিছু একক ইচ্ছায় অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেটা স্বৈরাচারী এবং অগণতান্ত্রিক। যেখানে গণতন্ত্র বিরাজ করে না, সেখানে নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নামে এবং মোড়কে 'কুসংস্কার' বিরাজ করে। শ্রেণিবিভক্ত সংস্কার প্রগতিশীলতা না। বরং সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিকাশের বাধাকে মেনে চলা এবং একে আধুনিকতা বা উন্নতির রাজনীতি বলে মনে করা। আত্মা ও ইচ্ছার বড় কুসংস্কার। এ প্রবণতার দূরত্ব সৃষ্টি না হলে, অন্য কোনো কুসংস্কার এড়ানোই সম্ভব না। তখন প্রগতিশীলতার অর্থ 'কোটাভিত্তিক' অগ্রসরতা হবে, প্রকৃত প্রগতিশীলতা হবে কি?

এপ্রিল ২৬, ২০২৪

Email. mahmud315@yahoo.com

সান ফ্রান্সিসকোর চালকবিহীন গাড়ি

(৪-এর পাতার পর)

পরিবর্তন করা–সবকিছুই ঘটছিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে। গাড়ির ভেতরের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত শান্ত ও আরামদায়ক। এ সময় সান ফ্রান্সিসকো শহরটিকে জাদুকরী মনে হচ্ছিল। লক্ষ করলাম, এক অদৃশ্য জাদুকরের মতো গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলটি নিজে নিজেই ঘুরছে। যেহেতু কোনো চালক নেই, তাই যাত্রীদের মানসিক প্রশান্তি দিতে গাড়িটি চলার সময় স্ক্রিনের ওপরের অংশে একটি স্থায়ী মেসেজ লেখা–'ড্রাইভিংয়ের ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা নিচ্ছেন'। এর পাশাপাশি স্ক্রিনে চারপাশের থ্রি ডি লাইভে দেখাচ্ছে–রাস্তায় কোনো পথচারী, সাইকেল বা অন্য গাড়ি যাচ্ছে, তা কার্টুন বা থ্রিডি অবজেক্ট হিসেবে। নড়াচড়া দেখে যাত্রীরা বোঝেন, গাড়িটি সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল ক্যান্ডলস্টিক পার্কের পাশে। ওয়েমো নির্ধারিত জায়গায় এসে থামে। ঘোষণা আসে–'আমরা আপনার প্রথম গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। গাড়ি থেকে নামার আগে অনুগ্রহ করে চারপাশ দেখে নিন।'

আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্য ছিল সান ফ্রান্সিসকোর বিখ্যাত 'গোল্ডেন গেট ব্রিজ'। কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে যখন গাঢ় লালচে কমলা রঙের সেই বিশাল সেতুটি চোখের সামনে ভেসে উঠল, বুকের ভেতরটা এক অদ্ভুত রোমাঞ্চে শিউরে উঠল। ১৯৩৭ সালে উদ্বোধনের পর থেকে মানুষের প্রকৌশল বিদ্যার এক অমর কীর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সান ফ্রান্সিসকোর এই গোল্ডেন ব্রিজ। রুপালি কুয়াশার বুক চিড়ে যখন গাড়িটি সেতুর উপর দিয়ে মসৃণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, নিচে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলরাশি আর উপরের মেঘের আনাগোনা এক স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি করেছিল। মানুষের তৈরি এই সেতু এবং মানুষের তৈরি চালকবিহীন গাড়ি দুই যুগের দুই শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তির এক অদ্ভুত মিলন ঘটল এখানে। 'ওয়েমো ওয়ান' শহরের মানুষের কাছে পরিচিত 'রোবোট্যাক্সি' নামে, যেন এক শান্ত পথপ্রদর্শকের মতো আমাদের সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ করে দিচ্ছিল।

সেতু দেখার পর গাড়িটি আমাদের নিয়ে গেল শহরের আরো কিছু আকর্ষণীয় জায়গায়। আঁকাবাঁকা এবং পৃথিবীর সবচেয়ে খাড়া রাস্তা হিসেবে পরিচিত 'লম্বার্ড স্ট্রিট'-এর দুই পাশের রঙিন ফুলের বাগান দেখতে দেখতে যখন গাড়িটি নিচে নামছিল, মনে হচ্ছিল আমরা কোনো রোলার কোস্টারে চড়েছি, তবে অত্যন্ত নিরাপদে। এরপর গাড়িটি আমাদের নিয়ে গেল 'ফিশারম্যান ওয়ার্ক'-এ, যেখানে সমুদ্রের হাওয়া আর সি-লায়নদের ডাক আমাদের মুগ্ধ করেছে। একসময়ের ব্যস্ত এই মাছ ধরার বন্দরটি এখন ইতিহাস আর বিনোদনকেন্দ্র। ডকের উপর রোদ পোহানো অসংখ্য সি-লায়ন বা সামুদ্রিক সিংহ দেখতে সারা বিশ্বের পর্যটকরা এখানে ভিড় করেন।

রোবোট্যাক্সি ওয়েমোতে করে ঘুরতে ঘুরতে আমরা সান ফ্রান্সিসকো শহরের ঐতিহাসিক ক্যাবল কার, আলকট্রাজ দ্বীপ, ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্য ও পেইন্টেড লেডিস, চায়না টাউন সম্পর্কে জানলাম। ১৮৭৩ সাল থেকে সচল থাকা ক্যাবল কারগুলো বিশ্বের একমাত্র হাতে চালিত ঐতিহাসিক ট্রাম সিস্টেম। শহরের খাড়া পাহাড়ি রাস্তায় এই কারে চড়ে ঘুরে বেড়ানো যেন সরাসরি উনিশ শতকে ফিরে যাওয়ার মতো এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের বুকে অবস্থিত 'অ্যালকট্রাজ দ্বীপ'টি একসময় ছিল আমেরিকার সবচেয়ে সুরক্ষিত সামরিক ও ফেডারেল কারাগার। আল ক্যাপোনের মতো কুখ্যাত অপরাধীরা এখানে বন্দি ছিল। মাফিয়া ডন আল ক্যাপোন ১৯২০-এর দশকে শিকাগো শহরের অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করত। সেই দ্বীপ কারাগারটি আজ এক রহস্যময় ও আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র।

ওয়েমো থেকে দেখলাম আলালমো স্কয়ার পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উনিশ শতকের রঙিন ভিক্টোরিয়ান বাড়িগুলো শহরের আভিজাত্যের প্রতীক। স্থানীয়রা ভালোবেসে একে ডাকে 'পেইন্টেড লেডিস'। সান ফ্রান্সিসকোর চায়না টাউনটিও চমৎকার। এটি এশিয়ার বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন চায়না টাউন। ১৮৪০-এর দশকে গড়ে ওঠা এই পাড়ায় ঢুকলেই মনে হবে যেন আমেরিকার বুক থেকে প্রাচীন চীনের কোনো ঐতিহ্যবাহী বাজারে চলে এসেছি।

সান ফ্রান্সিসকো শহরে প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ উপভোগ করতে আমাদের পকেট থেকে দু-দফায় ৩০ ডলার করে ৬০ ডলার খরচ হলো ট্যাক্সসহ। পুরো ভ্রমণ শেষে রোবোট্যাক্সি ওয়েমো আমাদের নামিয়ে দিল একটি শান্ত, সবুজ পার্কের পাশে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খুলে গেল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল লেখা এবং নারী কণ্ঠে ঘোষণা–'চার পাশ দেখে নামুন। আপনার সব জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করুন। ওয়েমোর সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।'

হলিউডের বিখ্যাত সায়েন্সফিকশন চলচ্চিত্র 'টোটাল রিকল' কিংবা 'ব্লেড রানার'-এ মানুষ ছাড়া গাড়ি একা একা চলার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। রুপালি পর্দার দর্শকরা একে শুধুই অবাস্তব কল্পনা বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৬ সালে সান ফ্রান্সিসকোর ব্যস্ত রাজপথে সেই কল্পবিজ্ঞানই এখন নিত্যদিনের চিত্র। ওয়েমো গাড়ির চালকের আসনে কেউ নেই, ফাঁকা স্টিয়ারিং হুইলটি যখন নিজে নিজেই ডানে-বামে ঘোরে, সেই দৃশ্য কল্পকাহিনির চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর বলে আমাদের মনে হয়েছে।

প্রযুক্তির অপূর্ব শহর

সান ফ্রান্সিসকো আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের এক অনন্য এবং ঐতিহাসিক শহর। চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থান, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আর প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য শহরটি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এটি সিলিকন ভ্যালির প্রবেশদ্বার। বিশ্বপ্রযুক্তির রাজধানী। অ্যাপল, গুগল, মেটা এবং এনভিডিয়ার মতো টেক জায়ান্টদের কেন্দ্রবিন্দু। নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং এআই স্টার্টআপের জন্য এ শহরটি সারা বিশ্বের তরুণ উদ্যোক্তাদের এখন প্রধান আকর্ষণ।

সান ফ্রান্সিসকোর ইতিহাস যেমন নাটকীয়, তেমনি এর ঐতিহ্যও বর্ণিল। ১৭৭৬ সালে স্প্যানিশদের হাত ধরে এ শহরের পত্তন হয়। ১৮৪৮ সালে 'ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ডরাশ' বা সোনা খোঁজার হিড়িক এই শহরের ভাগ্য রাতারাতি বদলে দেয়। শহরটি পরিণত হয় বিশ্বের অন্যতম বন্দরে। ১৯০৬ সালে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে শহরটি ধ্বংস হয়ে গেলেও ফিনিক্স পাখির মতো আবার জেগে ওঠে।

শহরটি তার খাড়া এবং আঁকাবাঁকা রাস্তার জন্য পরিচিত। বিশেষ করে, শহরের 'লম্বার্ড স্ট্রিট', বিশ্বের সবচেয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা হিসেবে বিখ্যাত। রাস্তাটির দুই পাশের রঙিন ফুলের বাগানের সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাহাড়ি রাস্তায় যাতায়াতের জন্য শহরটিতে এখনো ঐতিহ্যবাহী ক্যাবল কার ব্যবহৃত হয়, যা পর্যটকদের জন্য এক দারুণ অভিজ্ঞতা। এখানকার আবহাওয়ার বড় বৈশিষ্ট্য হলো গ্রীষ্মকালেও হঠাৎ চলে আসা ঘন কুয়াশা, স্থানীয়রা যাকে ভালোবেসে 'কার্ল দ্য ফগ' নামে ডাকেন। গোল্ডেন গেট ব্রিজ এই শহরের বড় প্রতীক। গাঢ় লালচে কমলা রঙের ঝুলন্ত সেতুটি পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এবং জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান। 'আলকট্রাজ দ্বীপে'র একসময়ের কুখ্যাত কারাগারটি এখন পর্যটনকেন্দ্র। এশিয়ার বাইরে সান ফ্রান্সিসকোর চায়না টাউনটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এবং বৃহত্তম চীনা বসতি। লাল লণ্ঠন আর ঐতিহ্যবাহী খিলানগুলো দেখে মনে হলো যেন আমরা প্রাচীন চীনে চলে এসেছি। শহরটিতে বিশ্বমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে। সামুদ্রিক মাছের নানা পদের খাবার এবং বিখ্যাত 'সাউরডো' রুটির জন্য রেস্তোরাঁগুলো বিখ্যাত। শহরের আলালমো স্কয়ার পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে উনিশ শতকের রঙিন ভিক্টোরিয়ান বাড়িগুলো, স্থানীয়দের ভাষায় 'পেইন্টেড লেডিস'। শহরের সাগর সৈকতে রোদ পোহাতে যে 'সি লায়ন' দেখা যায়, এগুলো মূলত ক্যালিফোর্নিয়া সি-লায়ন। সান ফ্রান্সিসকো ছাড়াও মন্টেরে, সান্তা ক্রুজ এবং লস অ্যাঞ্জেলেস সৈকতেও এদের দেখা যায়। খুব কোলাহলপ্রিয় এই 'সি লায়ন' ডকের ওপর একে অন্যকে ধাক্কাধাক্কি করে, সাগরে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে, ডুব দেয় এবং অনবরত উচ্চ শব্দে ডাকাডাকি করে। সি-লায়নগুলো রোদ পোহাতেই বেশি পছন্দ করে, জীববিজ্ঞানের ভাষায় একে 'হলিং আউট' বলা হয়। গ্রীষ্মের শুরুতে এরা ক্যালিফোর্নিয়ার চ্যানেল আইল্যান্ডসে বংশবৃদ্ধির জন্য চলে যায়।

একনজরে চালকবিহীন গাড়ি

এমন চমৎকার সান ফ্রান্সিসকো শহরটি বর্তমানে বিশ্বের চালকবিহীন গাড়ির বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মেশিন লার্নিং এবং একঝাঁক উচ্চ প্রযুক্তির সেন্সরের সাহায্যে গাড়িগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় বুক ফুলিয়ে চলাচল করছে। এই গাড়ির ছাদে ও চারপাশে অসংখ্য ক্যামেরা, লেজারভিত্তিক লিডার এবং রাডার বসানো থাকে। এগুলো চার পাশের রাস্তা, পথচারী, ট্রাফিক সিগন্যাল এবং অন্যান্য যানবাহনের একটি নিখুঁত ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি) মানচিত্র তৈরি করে। ট্রাফিক লাইটের রঙ পরিবর্তন, ট্রাফিক আইন এবং পথচারীদের গতিবিধি নিখুঁতভাবে নজরদারি করে। গাড়ির ভেতরের মূল কম্পিউটারটি প্রতি সেকেন্ডে অসংখ্য ডেটা প্রসেস করে সিদ্ধান্ত নেয় কখন ব্রেক চাপতে হবে, কখন ইউটার্ন নিতে হবে বা গতি বাড়াতে হবে। উবার বা পাঠাওয়ের মতো অ্যাপের মাধ্যমে এই গাড়ি বুক করা যায়। গাড়ির ভেতরে যাত্রীরা স্ক্রিন ছুঁয়ে পছন্দমতো গান শোনা এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

চালকবিহীন গাড়িগুলোর মধ্যে গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের মালিকানাধীন ওয়েমো বর্তমানে শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় রোবোট্যাক্সি। এগুলো হচ্ছে সাদা রঙের প্রিমিয়াম অল ইলেকট্রিক জাগুয়ার আই-পেস গাড়ি। সাধারণ উবারের মতোই যাত্রীরা ওয়েমো ওয়ানঅ্যাপ নামিয়ে ২৪ ঘণ্টাই এই ট্যাক্সি বুক করতে পারে। একইভাবে জেনারেল মোটরসের চালকবিহীন গাড়ির নাম ক্রুজ, আমাজনের জুক্স এবং টেসলারও এ ধরনের গাড়ি রয়েছে।

একজন যাত্রী যখন এই গাড়িতে ওঠেন, তার অভিজ্ঞতা হয় রূপকথার মতো, যেমনটি সান ফ্রান্সিসকো ভ্রমণে গিয়ে আমাদের হয়েছে। অ্যাপ দিয়ে গাড়ির লক খোলার পর পেছনে বসে যখন দেখা যায় ড্রাইভিং আসনের স্টিয়ারিং হুইলটি নিজে নিজেই ঘুরছে, গাড়িটি নিখুঁতভাবে লাল বাতি দেখে থামছে এবং ট্রাফিক আইন মেনে মোড় নিচ্ছে, তখন পুরো বিষয়টিকে কোনো সায়েন্স ফিকশন সিনেমা মনে হয়। গাড়িগুলোর রাইডার সাপোর্ট টিম ব্যাক-অ্যান্ড থেকে সবসময় যাত্রীদের নিরাপত্তার ওপর নজর রাখা হয়।

তবে চমৎকার মনে হলেও চালকবিহীন গাড়িতে ভ্রমণ করতে গিয়ে যাত্রীরা কিছু সমস্যারও মুখোমুখি হন। ওয়েমোর দাবি মানুষের চালিত গাড়ির তুলনায় তাদের রোবোট্যাক্সিগুলোর প্রায় ৮৫ শতাংশ কম দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং এগুলো বেশি নিরাপদ। যদিও ট্রাফিক জ্যাম বা ভুল জায়গায় পার্কিংয়ের জন্য ওয়েমো গাড়িগুলোকেও জরিমানা গুনতে হয়েছে। সম্প্রতি হাইওয়ের নির্মাণাধীন এলাকা চিনতে না পারার সফটওয়্যার ত্রুটির কারণে কোম্পানি তাদের প্রায় চার হাজার গাড়ি রাস্তা থেকে প্রত্যাহার করেছে সফটওয়্যার আপডেট করে, আবার তা হাইওয়েতে চলবে। অবশ্য শহরের রাস্তায় শত শত রোবোটেক্সি অনায়াসেই চলছে। তরুণরা দেখলেই গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলছে–হাই, ওয়েমো!

লেখক : বর্তমান সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব

প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, প্রতারণা

(৪-এর পাতার পর)

পিন কোড প্রতারকরা হাতিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চক্রটি লোহাগাড়া ও কেরানীহাট এলাকার দুটি ব্যাংক শাখায় থাকা তাঁর হিসাব থেকে ধাপে ধাপে ৭ লাখ ৫২ হাজার ৪৫০ টাকা তুলে নেয়, যা একাধিক অপরিচিত হিসাবে স্থানান্তরিত হয়। এই ঘটনাটি দেখিয়ে দেয়, একটি সাধারণ লিংকে ক্লিক করাই কীভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে জীবনের সঞ্চয় হারানোর কারণ হতে পারে।

প্রতারণার প্যাটার্নটি সাধারণত একই - প্রথমে ছোট অঙ্কের টাকা দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করা হয়, তারপর ধাপে ধাপে বড় অঙ্কের অর্থ দাবি করে পুরো সঞ্চয় শূন্য করে দেওয়া হয়। হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামভিত্তিক ভুয়া চাকরি, অনলাইন টাস্ক, মুভি রেটিং বা বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে এই প্রতারণা চালানো হচ্ছে। আদায় করা অর্থ মুহূর্তের মধ্যে শত শত বিকাশ ও নগদ অ্যাকাউন্টে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যেগুলোর বেশিরভাগই অন্যের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম দিয়ে তৈরি। তারপর নানা কৌশলে এই অর্থ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্যাশ-আউট করে শেষ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি চক্রের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

প্রবাসী আয়ের সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে লাভজনক প্রতারণার মাধ্যম হলো হুন্ডি। তদন্তসংশ্লিষ্টদের মতে, হুন্ডি কারবারে জড়িতদের একটি বড় অংশ চট্টগ্রামকেন্দ্রিক, এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা পৌঁছে দেয়। দুটি প্রধান মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই হুন্ডির কারবার বেশি পরিচালিত হচ্ছে বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জানিয়েছে। স্বল্পসময়ে বিপুল অর্থ আয়ের লোভে এসব প্ল্যাটফর্মের এজেন্টরাও হুন্ডি চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। এখন পর্যন্ত হুন্ডির অর্থ লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত শতাধিক মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট গ্রেপ্তার হয়েছেন, যদিও প্রকৃত হোতাদের ধরা কঠিন থেকে যাচ্ছে।

হুন্ডি এত জনপ্রিয় হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অর্থনৈতিক। বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেল এবং হুন্ডি বাজারের বিনিময় হারের মধ্যে পার্থক্য প্রায়ই পাঁচ টাকার কাছাকাছি থাকে। সরকার ঘোষিত আড়াই শতাংশ প্রণোদনার পরও হুন্ডি বাজারের হার এতটাই আকর্ষণীয় থাকে যে প্রবাসীরা ঝুঁকি জেনেও এই পথে টাকা পাঠাতে আগ্রহী হন। কিন্তু এই অবৈধ পথের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো - হুন্ডির মাধ্যমে পাঠানো অর্থের কোনো আইনি সুরক্ষা থাকে না। কোনো প্রতারণা হলে প্রবাসী বা তার পরিবার কোনো অভিযোগ দায়ের করতে পারেন না, কারণ পুরো প্রক্রিয়াটিই বেআইনি।

ডিজিটাল প্রযুক্তি এই পুরনো সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। সিআইডি সম্প্রতি একটি চক্রের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যারা ছয় মাস ধরে অনলাইন জুয়ার সাইট চালিয়ে দৈনিক প্রায় ২ কোটি টাকা আয় করত, যার বড় অংশ হুন্ডি ও ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হতো। আরেকটি মামলায় দেখা গেছে, একটি চক্র অনলাইন প্রতারণা, হুন্ডি ও জুয়ার মাধ্যমে অর্জিত ৩৪ কোটি টাকা পাচার করেছে একাধিক ভুয়া ও পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে - ছোট ছোট লেনদেনের মাধ্যমে যাতে প্রকৃত উৎস কারও কাছে স্পষ্ট না হয়। এই "স্তরে স্তরে অর্থ স্থানান্তর" পদ্ধতি আধুনিক মানি লন্ডারিংয়ের একটি ক্লাসিক কৌশল, যা ডিজিটাল মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সহজলভ্যতার কারণে বাংলাদেশে আরও কার্যকর হয়ে উঠেছে।

সরকারি ওয়েবসাইট ক্লোন করে প্রতারণাও একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ওয়েবসাইট ক্লোন করে প্রতারণার অভিযোগে তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই চক্র জরিমানার ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করত, এবং ভুক্তভোগীরা তড়িঘড়ি করে ক্লোন করা ওয়েবসাইটে ব্যাংক কার্ডের তথ্য দিয়ে দিতেন, যার ফলে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁদের হিসাব থেকে টাকা কেটে নেওয়া হতো। এই ধরনের কৌশল প্রবাসীদের জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক, কারণ বিদেশ থেকে দেশের কোনো সরকারি নোটিশের সত্যতা যাচাই করা কঠিন। প্রবাসী বাংলাদেশিরা কয়েকটি কারণে এই প্রতারণার সবচেয়ে আকর্ষণীয় টার্গেট। প্রথমত, তাদের হাতে নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ থাকে, যা প্রতারকদের কাছে "তাজা" এবং সহজে আদায়যোগ্য অর্থ বলে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে দেশে থাকা পরিবারের কোনো জরুরি পরিস্থিতির সত্যতা তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা কঠিন - এবং প্রতারকরা ঠিক এই সময়ের ফাঁককেই কাজে লাগায়। তৃতীয়ত, আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা নিয়ে উদ্বেগ (ভিসা স্ট্যাটাস, ইমিগ্রেশন সমস্যা) এমনিতেই অনেক প্রবাসীর মনে বিদ্যমান থাকে, যা কর্তৃপক্ষের ছদ্মবেশ ধারণকারী প্রতারকদের জন্য কাজ সহজ করে দেয়।

চতুর্থত, ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পরিচিতির পার্থক্য একটি বড় ফ্যাক্টর। প্রবীণ বাবা-মা বা গ্রামে থাকা স্বজনরা প্রায়ই নতুন প্রযুক্তির ফাঁদ চিনতে পারেন না, এবং সন্তান বিদেশে থাকার কারণে তাঁদের কাছে কোনো প্রশ্ন তোলার সুযোগ বা সাহস কম থাকে। আবার বিদেশে থাকা প্রবাসী নিজেও দেশের সর্বশেষ প্রতারণা কৌশল সম্পর্কে সবসময় ওয়াকিবহাল থাকেন না, কারণ তিনি প্রতিদিনের স্থানীয় খবরের সংস্পর্শে কম থাকেন।

এই নতুন বাস্তবতায় প্রতিরোধের একমাত্র পথ সচেতনতা ও যাচাই করার অভ্যাস। জরুরি পরিস্থিতির কথা বলে কেউ ফোনে টাকা চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া না দিয়ে পরিচিত নম্বরে সরাসরি ফোন করে সত্যতা যাচাই করা উচিত। ওয়্যার ট্রান্সফার, গিফট কার্ড বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে তাড়াহুড়ো করে টাকা পাঠানোর অনুরোধ - এই তিনটি একসঙ্গে এলেই বুঝতে হবে এটি প্রতারণার লক্ষণ। পরিবারে একটি গোপন "কোড ওয়ার্ড" ঠিক করে রাখাও একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে, যা সত্যিকারের জরুরি পরিস্থিতিতে পরিচয় নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা যায়।

অপরিচিত লিংকে ক্লিক না করা, বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে পাঠানো এসএমএস বা নোটিফিকেশনে - এই সাধারণ সতর্কতা চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার মতো ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারত। ফোন বা ইমেইলে কখনো ব্যাংক হিসাবের পিন, ওটিপি বা পাসওয়ার্ড শেয়ার না করার নিয়ম যত সহজ শোনায়, বাস্তবে প্রতারকদের তৈরি করা চাপের পরিস্থিতিতে তা মেনে চলা তত কঠিন হয়ে পড়ে - এই বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি।

প্রবাসীদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা হলো, কারো পক্ষ থেকে টাকা "রিসিভ করে আবার পাঠানোর" অনুরোধ - তা যতই বিশ্বাসযোগ্য বা সহানুভূতিপূর্ণ কারণে আসুক না কেন - কখনো গ্রহণ করা উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অজান্তে মানি লন্ডারিং চক্রে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রমাণ করে, এই ধরনের সহজ সরল সাহায্যও বড় আইনি জটিলতার কারণ হতে পারে।

হুন্ডির প্রশ্নে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নির্ভর করছে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে বিনিময় হারের প্রতিযোগিতামূলক রাখার ওপর। যতদিন পর্যন্ত হুন্ডি বাজারের হার ব্যাংকিং চ্যানেলের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকবে, ততদিন প্রবাসীদের অবৈধ পথে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা থেকে যাবে - এবং সেই সঙ্গে থেকে যাবে প্রতারণার ঝুঁকিও।

প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, প্রতারণাও তত আধুনিক হচ্ছে - কিন্তু এর প্রতিকার প্রযুক্তিতে নয়, বরং পারিবারিক সতর্কতা, সামাজিক যোগাযোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতার মধ্যেই নিহিত। প্রবাসী সমাজে এই বিষয়ে আলোচনা যত বাড়বে, যত বেশি মানুষ একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখবেন, প্রতারকদের সফলতার হার তত কমবে। কষ্টের টাকা যেন প্রতারকের পকেটে না যায় - এই দায়িত্ব শুধু সরকার বা প্রযুক্তি কোম্পানির একার নয়, প্রতিটি পরিবার ও প্রতিটি প্রবাসী ব্যক্তির সম্মিলিত সতর্কতার ওপরও নির্ভর করে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, এবং সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স রিপোর্টার্স ফোরাম।

প্রবাসে কি বাংলা ভাষা টিকে

(৭-এর পাতার পর)

দেখেছি, তাদের সন্তান বাংলা জানে না, কিন্তু ভালো ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ জানে, জার্মান বা ইতালীয় ভাষা জানে, এতে তারা গর্বিত। তাদের কাছে বাংলাটা যেন গরিবের ভাষা। কিছু সংস্কৃতিমনা বাঙালি পরিবার চায়, তাদের সন্তানরা বাংলা শিখুক, বাংলা বলুক। পূর্বপুরুষের ভাষা জানার মধ্য দিয়ে, সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে শেকড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করুক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সফল হন না।

জাতিসংঘ এ বিষয়ে খুব আন্তরিক। যেসব দেশে জাতিসংঘের অফিস আছে, সেসব দেশে যখন অন্য দেশের স্টাফ কাজ করে, তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে মাতৃভাষা ভুলে না যায়, সেজন্য ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা শেখানোর জন্য টিউশন ফি পরিশোধ করে থাকে। একই কারণে পৃথিবীর সাত হাজার মাইনর ভাষার অস্তিত্ব রক্ষায় জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

যেহেতু শিক্ষাদীক্ষা এবং কাজের প্রয়োজনে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রজন্মের বাঙালিরা অভিবাসের ভাষাকেই তাদের প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাই প্রথম প্রজন্মের বাঙালিরা সব সময় আক্ষেপ করে বলে থাকেন, আমরা মরে গেলে প্রবাসে আর বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে না। আসলে তাদের এ আশঙ্কার কোনো কারণ দেখছি না। বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে হয়তো আগামী একশ-দেড়শ বছর নিয়মিতই মানুষ অন্য দেশে অভিবাস গ্রহণ করবে। সব সময়ই আমেরিকায়, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম প্রজন্মের একটি বড় বাংলাদেশি কম্যুনিটি থাকবে। বাংলা ভাষার চর্চা তাদের মধ্যেই এ দূর প্রবাসে বেঁচে থাকবে। এছাড়া অল্প কিছু শেকড়সন্ধানী, প্রবাসে জন্ম নেওয়া, নতুন প্রজন্মের আগ্রহী হৃদয়ে কিংবা তাদের গবেষণায় বেঁচে থাকবে বাংলা ভাষা।

এটা তাহলে গোলকিপারদেরও

(১৯-এর পাতার পর)

তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সব বাধা পেরিয়ে অ্যাঙ্গোলা, মলদোভা, সাইপ্রাস ও পর্তুগালের বিভিন্ন ক্লাবে খেলে নিজেকে বিশ্বমঞ্চে প্রমাণ করেছেন। ভোজিনহা বর্তমানে পর্তুগালের দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল ক্লাব শাভেসের হয়ে খেলছেন।

স্পেনের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ের ম্যাচে তিনি করেন ৭টি সেভ। ইউরো চ্যাম্পিয়নদের একের পর এক আক্রমণ ঠেকিয়ে ম্যাচসেরা হন। স্পেনের পর উরুগুয়ের বিপক্ষেও কেপ ভার্দে পয়েন্ট আদায় করে, যার পেছনেও ছিল তার নেতৃত্ব ও আত্মবিশ্বাস। ম্যাচ শেষে ভোজিনহা বলেন, 'আমরা জানতাম সবাই স্পেনের জয় ধরেই নিয়েছে। কিন্তু আমরা নিজেদের বিশ্বাস হারাইনি। এই ফলাফল আমাদের দেশের জন্য।' স্পেন ম্যাচের পর কেপ ভার্দের কোচও অবলীলায় মেনে নিলেন ভোজিনহার অমরত্ব, 'ভোজিনহা আমাদের জন্য এক দেয়ালে পরিণত হয়েছিল।'

কুরাসাওয়ের এলয় রুম দীর্ঘদিন খেলেছেন ডাচ ফুটবলে, পরে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে কলম্বাস ক্রুর হয়ে। এখন খেলছেন মিয়ামি এফসির হয়ে। সেখানকার ধারাবাহিক পারফরম্যান্সই তাকে কুরাসাওয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গোলরক্ষকে পরিণত করেছে। ইকুয়েডরের বিপক্ষে তিনি যা করেছেন, তা বিশ্বকাপ ইতিহাসেই বিরল। ৯০ মিনিটে ১৫টি সেভ করে তিনি নতুন বিশ্বকাপ রেকর্ড গড়েন। ৯০ মিনিটে সর্বোচ্চ সেভ করা বিশ্বের একমাত্র গোলকিপারে পরিণত হন রুম। ম্যাচটি শেষ হয় গোলশূন্য ড্রতে। ইকুয়েডর ম্যাচে তার প্রতিটি সেভ যেন ছিল একেকটি গোলের সমান। প্রথম ম্যাচে জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়া কুরাসাওকে নতুন করে আত্মবিশ্বাস এনে দেয় এই ড্র। অমানবিক এই পারফরম্যান্সের পর রুমের ভাষ্য ছিল, 'আমি শুধু বলের সামনে নিজেকে ছুড়ে দিয়েছি। কখনো কখনো গোলরক্ষকের কাজ হলো দলকে বিশ্বাস করানো যে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।'

ইরানের আলিরেজা দেখিয়েছেন আরেক বীরত্ব। 'চীনের প্রাচীর' হয়ে ইউরোপের অন্যতম সেরা দল বেলজিয়ামের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। দারিদ্র্য, ভবঘুরে জীবন এবং কঠোর অধ্যবসায়ের এক রূপকথাই বটে তার জীবন। পরিবারের চরম আর্থিক অনটনের কারণে ঘর ছেড়ে তেহরানে পালানো, পার্কের বেঞ্চে ঘুমানো, ফুটপাতে দিন কাটানো এবং বেঁচে থাকার জন্য গাড়ি পরিষ্কার বা ইটভাটায় কাজ করার মতো কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে স্বপ্নের পথে পা বাড়ানো আলিরেজাই এখন ইরানের বীর। আলিরেজা বর্তমানে ফার্সি গালফ প্রো লিগের ক্লাব ট্রাক্টরে খেলছেন। ক্লাব পর্যায়ে পার্সেপোলিসের হয়ে একাধিক শিরোপা জিতেছেন। বেলজিয়ামের বিপক্ষে তিনি করেন ৭টি গুরুত্বপূর্ণ সেভ। ইরান পায় এক পয়েন্ট।

আলিরেজার জন্য অবশ্য বড় ম্যাচ ডাল-ভাত। তিনি বড় ম্যাচের জন্যই অপেক্ষা করেন বলেই জানিয়েছেন। বেলজিয়ামকে রুখে আলিরেজার কণ্ঠে ছিল আত্মবিশ্বাস, 'বিশ্বকাপে কোনো দলকে ভয় পাওয়া যায় না। আমরা জানতাম বেলজিয়ামের তারকা আছে, কিন্তু আমাদেরও হৃদয় আছে।'

আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, পর্ব ১

(৫-এর পাতার পর)

প্রভু। বিশ্বজগতের সবকিছু প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার রহমতের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তাই ইবাদতের পদ্ধতির পরিশোধন এবং আল্লাহ তা'আলাই যে মানুষের একমাত্র উপাস্য, অন্তরে এবিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটা আদম সন্তানের জন্য অত্যাবশকীয় কর্তব্য। একারণেই মানবজাতির সামনে সহজ ও ন্যায্য এবং সুস্পষ্ট প্রশ্ন হচ্ছেঃ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে র্নিভূল সূএ কোথায় পাওয়া যাবে? উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "তারা আমরাই ইবাদত করবে"। এই কথার পর আল্লাহ তা'আলা, তার আসল পরিচয় না দিয়ে এবং ইবাদত করার সঠিক রাস্তা না দেখিয়ে আদম সন্তানকে ছেড়ে দেননি। আদম সন্তান যাতে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে নিভূল ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন রসূলের মাধ্যমে মানব জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে নিভূল এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করা ছাড়া মানব সন্তানের সামনে আর কোন দ্বিতীয় ব্যবস্থা নাই। বর্তমানে মানবজাতির কাছে তিনটা আসমানী কিতাব বিদ্যমান আছে, তাওরাত [Old Testament]; ইঞ্জীল [New Testament], এবং সর্বশেষ কিতাব আল-কুর'আন। এই কিতাবগুলোর মধ্যে একমাত্র আল- কুর'আনই আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে র্নিভূল ও বিশুদ্ধ জ্ঞান দিতে পারে। কারণ মানবজাতির জন্য প্রেরিত শেষ আসমানী কিতাব, আল- কুর'আনকে কলুষমুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, যা এখন পর্যন্ত কলুষমুক্ত আছে, ইনশা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এপ্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ৯ঃ আমিই কুরআন অবর্তীণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।{১৫-হিজর}; ৪১ঃ যাহারা উহাদিগের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যাণ করে তাহাদিগের কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে; ইহা [আল- কুরআন] অবশ্যই এক সম্মানিত মহিমাময় গ্রন্থ- ৪২ঃ কোন মিথ্যা ইহাতে [আল- কুরআনে] অনুপ্রবেশ করিবে না অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হইতে অবর্তীন।{৪১-ফুসসিলাত}। বলাই বাহুল্য যে, আল-কুর'আন ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাব যেমন তাওরাত এবং ইঞ্জীল সময়ের সাথে মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদায় পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয়কে কলুষিত করেছে [ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ তা'আলার পুএ হিসেবে সাবাস্ত করে]। আল-কুর'আন ছাড়াও রাসূলের (ﷺ) হাদিস আরেকটা নির্ভূল সূত্র, যা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এবং অনুপ্রেরণায় আল্লাহ তা'আলার ভীরু কতিপয় মু'মিন বান্দার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গবেষণার মাধ্যমে হাদিসে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রমান এবং বর্ণনাকারীর চরিএ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে সংরক্ষন হয়েছে। এই হাদিস গ্রন্থগুলো হচ্ছে সহীহ আল-বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, দারাকুটনি, বাইহাক্কী, মুসমাদে আহমদ, ইবনে মাযা, মু'আত্তা [ইমাম মালক (রাহঃ)] এবং আরো কিছু হাদিস গ্রন্থ রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্বন্ধে নির্ভূল জ্ঞান দিতে পারে।

মুসলিম হিসেবে যারা দাবী করেন, সকলকেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা উচিত আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন করা। তারা যেহেতু আল-কুর'আনে বিশ্বাসী সেহেতু আল-কুর'আনের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তাদের জানা উচিত আল-কুর'আনে নিজের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন এবং নিজের পরিচয় কীভাবে দিয়েছেন। তাই দেখা যাক, আল্লাহ তা'আলা তার পরিচয় সম্পর্কে আল-কুর'আনে কি বলেছেন? সহজ ও সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্য, আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় অনুসন্ধানের পদ্ধতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হলো। ক) আল কুর'আনে বর্ণিত উপমায় আল্লাহ তা'আলার পরিচয়। খ) আল-কুর'আনে বর্ণিত নির্দশনে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়। ক) আল-কুর'আনে বর্ণিত উপমায় আল্লাহ তা'আলা পরিচয়। আল-কুর'আনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় মানব জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাক, আল-কুর'আনের প্রথম সূরা আল-ফাতিহার আয়াত সম্পর্কে, যাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন [কুর'আনের মূল বা সারাংশ] এবং "আস সাবা আল মাছানী" [পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটা আয়াত]। পাচওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাকা'আতে এই মহামূল্যবান সূরা পাঠ করতে হয়। সূরা আল ফাতিহার তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ Narrated Abu Sai'd bin Al-Mu'alla (RA): While I was praying in the mosque,Allah's Messenger (SA) called me but I did nor respond to him. Later I said, 'O Allah's Messenger, I was praying.' He said, 'Didn't Allah say- Answer Allah (by obeying Him) and His Messenger when he (SA) calls you'{The Qur'an, 8:24}. He (SA) then said to me, "I will teach you a Surah which is the greatest Surah in the Qur'an, before you leave the mosque." Then he got hold of my hand, and when he intended to leave (the mosque), I said to him, "Didn't you say to me: I will teach you a Surah which is the greatest Surah in the Qur'an?" He (SA) said, "Al-Hamdu-Lillah Rabbi-l Alamin [i.e. all the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alamin (mankind, jinns and all that exists),"] Surat Al-Fatiha which is the As-Saba AL-Mathani (i.e. seven repeatedly recited Verses) and the Grand Qur'an which has been given to me." {Sahee Al-Bukhari, Vol. 6, Hadith No. 1} পাঁচওয়াক্ত নামাযে মুসলিমরা প্রতিদিন সূরা আল ফাতিহা কম পক্ষে ১৭ বার [ফরয নামাযে] পাঠ করেন। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন; তিনি সমস্ত কিছুর [আসমান যমিনে যা আছে এবং মানুষ ও জিন্ন জাতির] সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক, তিনি দয়াময় পরম দয়ালু এবং বিচার দিবসের মালিক। এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে আদেশ দিয়ে বলেছেন, নামায আদায়ের মাধ্যমে একমাত্র তারই শক্তির কাছে তোমরা আত্মসমপর্ণ করে তারই ইবাদত এবং সরল/সোজা পথে [ইসলামে] পরিচালিত হওয়ার জন্য তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। অর্থাৎ মুসলমানরা নামাযের প্রতি রাকাতে সচেতন বা অবচেতন [অর্থ না বুঝে] প্রতিদিনই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং সার্বভৌমত্বকে হৃদয়ে স্বীকার করে গভীর বিশ্বাসে আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। সূরা আল-ফাতিহায় আল্লাহ তা'আলা নিজের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন, ১ঃ প্রশংসা জগৎসমূহের (রব*) প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য ২ঃ যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু ৩ঃ কর্মফল [বিচার দিবস, হাশরের ময়দানের] মালিক। ৪ঃ আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি' ৫ঃ শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬ঃ আমাদিগকে সরল পথ প্রর্দশন কর ৭ঃ তাহাদিগের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, যাহারা ক্রোধ নিপতিত নহে, পথভ্রষ্টও নহে। * 'রব' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক যেমন প্রতিপালক, স্রষ্টা, সংরক্ষক ও বিধায়ক ইত্যাদি। প্রথমে তিনি সৃষ্টিকর্তা, অতঃপর তিনি সৃষ্টির সংরক্ষক, সর্ব বিষয়ে পরিচালক, পরির্দশক, প্রতিপালক, বিধান দাতা। যাহোক, এপর্যায়ে তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। এই অংশটা লওয়া হয়েছে {আল-কুর'আনের ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা নম্বর ১০০২, ড. মুহাম্মদ তাকী-উদ-দ্বীন আল-হিলালী এবং ড. মুহাম্মদ মুহসিন খান, প্রকাশক মক্তবা দার-উস-সালাম, সৌদী আরব] থেকে। "রব" শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ বোঝার জন্য তাওহিদের ভাবার্থ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা'আলার সৃজিত সব বস্তুর উপর তার একচ্ছএ আধিপত্যকে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত করে বোঝানো হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছেঃ (১) তাওহীদ-আর-রূবুবি'আ [বিশ্বজগতের মধ্যে যা কিছু আছে তার কর্তৃতে আল্লাহ তা'আলার একচ্ছএ আধিপত্য]ঃ আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বজগতে একমাএ মা'বুদ, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালক, পরিকল্পক, প্রতিপালক, নিরাপত্তা প্রদানকারী ইত্যাদিতে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করা। (২) তাওহীদ-আল-উলুহি'আ [আল্লাহ তা'আলাই একমাএ উপাস্য]ঃ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও উপাস্য হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা

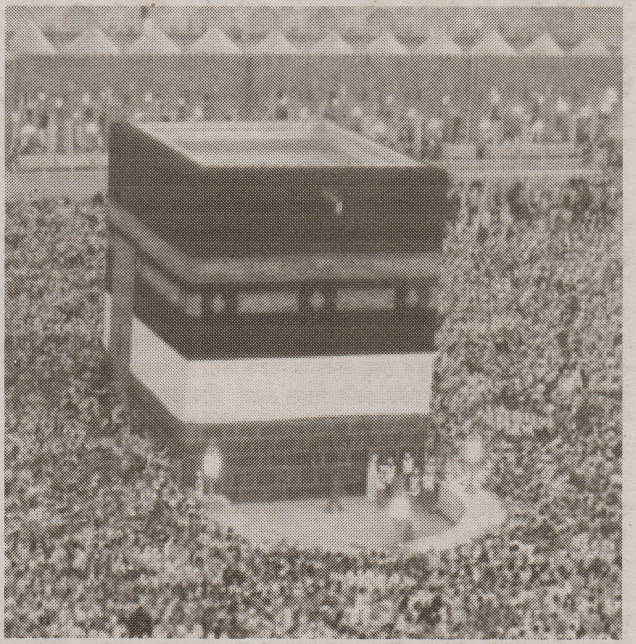

নাই। ইবাদতের জন্য যত ধরনের পদ্ধতি আছে, যেমনঃ নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, কোন বস্তুকে উৎসর্গ, আত্মত্যাগ, জিহাদ বা সংগ্রাম করা ইত্যাদি সবই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান অনুসারে একমাএ তার সন্তুষ্টির জন্যই পালন করা হয়ে থাকে। মুসলিমদের প্রতি আদেশ দিয়ে এপ্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ১৬২ঃ তুমি বল, আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।{৬-আন'আম} (৩) তাওহীদ-আল আস্‌মা ওয়া আস-সিফাতঃ (ক) বিশ্বাস করা যে, আল-কুর'আনে ও রাসূল (ﷺ) হাদিসে যে সমস্ত নাম আল্লাহ তা'আলার জন্য র্নিধারন করা হয়েছে, সেগুলোই আল্লাহ তা'আলার উৎকৃষ্ট নাম। তা ব্যতীত অন্য কোন নামে আল্লাহ তা'আলাকে সম্ভোধন না করা। (খ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি কুলের কাউকে আল্লাহ তা'আলার নামের অনুকরণে হুবুহু নামে নামকরণ না করা, যেমন কাউকে আল-করিম, আল-হাকিম, আল-আজিজ ইত্যাদি। এই নাম গুলোর 'আল'-এর [অর্থাৎ একমাএ, অদ্বিতীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ] পরির্বতে আবদুল [সর্বশ্রেষ্ঠের গোলাম] যোগ করে যেমন আবদুল করিম, আব্দুল হাকিম, আবদুল আজিজ ইত্যাদি নামে নামকরণ করা শুধুমাএ গ্রহণযোগ্যই নয় বরং ইসলামী মূল্যবোধে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই বাচ্চাদের নামকরণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তদুপরি কারও নাম যদি আবদূল করিম হয় তবে শুধুমাএ "করিম" না বলে আবদুল করিম হিসেবে সম্ভোধন করা উচিত। (গ) আল-কুর'আন ও হাদিসে আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত নাম আছে সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে সৃজিত কোন বস্তুর নাম অনুসারে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার নামই উত্তম নাম, এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ২৪ঃ তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তারই। [৫৯-আল-হাশর]। (ঘ) আল্লাহ তা'আলার হাত, চোখ দেখা, কানে শোনার ব্যাপারে আল-কুর'আনে অনেক আয়াত আছে এবং কুরসীর বা আসনের উপর অধিষ্ঠ হওয়া সম্পর্কেও আয়াত আছে, এই আয়াতে যদিও আল্লাহ তা'আলার হাত, চোখ, কান এবং আসনের কথা উল্লেখ আছে তবুও এগুলোর সাথে সৃষ্টির কোন বস্তুর হাত, চোখ, কান ও আসনের কোন সাদৃশ্য নাই। কারও সাথেই আল্লাহ তা'আলার কোন তুলনা হয় না, তিনি সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং সৃজিত সব বস্তুর উপর অধিষ্ঠ, অতুলনীয়। এপ্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ১১ঃ -- কোন কিছুই তার সাদৃশ্য নয়। তিনি সব শুনেন , সব দেখেন।{৪২-শূরা}।

আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের বা অঃঃৎরনঁঃবং [গুনাগুণ]-এর মধ্যে রয়েছে তার আসল পরিচয়, যা আল-কুর'আন এবং হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়। নিজের নাম সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তার নামই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উত্তম নাম। অতএব উত্তম নাম ধরেই তোমরা আমাকে ডাক। উপরোল্লিখিত আয়াত ছাড়াও নিজের নাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, ১৮০ঃ উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই; তোমরা তাহাকে সেই সব নামেই ডাকিবে; যাহারা তাহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে [আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে অবজ্ঞা দেখানো]; তাহাদিগের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।{৭-আরাফ}। ১১০ঃ বল, তোমরা আল্লাহ নামে আহবান কর বা রহমান নামে আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান কর সকল সুন্দর নামই তো তাহার। সালাতে [নামাজে] স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীনও করিও না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।{১৭-বনী ইসরাইল}। আল্লাহ তা'আলার নাম সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ Allah has ninety-nine Names, i.e. One-hundred minus one, and whoever believes in their meanings and acts accordingly, will enter Paradise, and Allah witr (One) and Loves 'the Witr' [we‡Zi bvgvh] {Sahee Al-Bukhari, Vol. 8, Hadith No. 419}

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি আল- কুরআনে নিজের পরিচয় সুস্পষ্ঠভাবে সহজ ভাষায় দিয়েছেন। অতএব আল-কুর'আনের আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় অনুসন্ধান করতে, প্রথমে ইনশা আল্লাহ "আয়াতুল কুরসী" এবং সূরা হাশরের শেষের কিছু আয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হলো। এই আয়াতে নিজের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ২৫৫ঃ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ [উপাস্য] নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাহাকে তন্দ্রা অথবা নিন্দ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহার। কে সে, যে তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহার সম্মূখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি করেন তাহা ব্যতীত তাহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাহার আসন [কুরসী] আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাহাকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।{২-বাকারাহ}। ২২ঃ তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। ২৩ঃ তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র, মহান। ২৪ঃ তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাহারই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহার পরিবত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।{৫৯-হাশর}

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের অনেক গুলো নাম আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তবে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, উল্লিখিত নামগুলোর মধ্যে কোন 'ও' 'এবং' নাই। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সব গুণাগুণ তার মধ্যে একই সময় উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ তিনি শুধুমাএ সৃষ্টিকর্তা নন একই সময় যেমন তিনি প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকর্তা তেমন তিনি রক্ষক, নিরাপত্তা প্রদানকারী। নিজের গুণাগুণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেনঃ ১ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাহারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩ঃ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। ৪ঃ তিনি ছয়দিবসে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভুমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু ইহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সংগে আছেন, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ তাহা জানেন। ৫ঃ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাহারই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে। ৬ঃ তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অর্ন্তযামী।{৫৭-হাদীদ}। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেখানে নির্বোধদের জন্য প্রশ্ন করার অবকাশ থাকলেও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে স্পষ্ট তথ্য। বিশ্বজাহানে যা কিছু আছে সকলেই দিবানিশি আল্লাহ তা'আলার পবিএতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। মানব সন্তানের তসবীহ্ বা পবিএ ঘোষণা করা দেখা যায় বা বুঝা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য কারুও তসবীহ্ করার পদ্ধতি মানব সন্তান বুঝতে পারেন না, এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ৪৪ঃ সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যাকিছু আছে সমস্ত কিছু তারই পবিএতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিএতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিএতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।{১৭-বনী ইসরাঈল}। তসবীহ্ সম্পর্কে প্রায়ত ডঃ ইসরার আহমদ (রাহঃ) বলেছেন, তসবীহ্ শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভাসমান রাখা। অতএব আল্লাহ তা'আলার তসবীহ্ বা পবিএতা ও মহিমা ঘোষণার করার মানে হচ্ছে তার পবিএতা ও মহিমাকে ভাসমান অবস্থায় রাখা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পবিএতা ও মহিমার সাথে কোনো কিছুরই তুলনা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলার পবিএতা, শক্তি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দয়া, রহমত, অস্তিত্ব, চিরঞ্জীব, সদাজাগ্রত প্রকৃতি, তার আকার, দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞান ইত্যাদি সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে সতন্ত্র। এরকম বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার পবিএতাকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে সবকিছুর উপর ভাসমান অবস্থায় রাখা অর্থাৎ কাউকে তার পবিএতার সাথে জড়িয়ে শীরকে লিপ্ত হওয়া কোনো প্রকারেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তসবীহ্‌র ব্যাপারে হাদিস থেকে জানা যায়, আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) রাত্রিতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন প্রার্থনা করতে, "O Allah, Lord of the seven heavens and Lord of the Magnificent Throne! Our Lord, and the Lord of everything, Revealer of the Tawrah, the Injil and the Furqan [Al-Qur'an], the Splitter of the grain of corn and the date stone! I seek refuge with You from the evil of everything whose forhead You have control over. O Allah! You are Al-Awwal, nothing is before You; Al-Akhir, nothing is after You; Az-Zahir, nothing is above You; and Al-Batin, nothing is below You. Remove the burden of debt from us and free from poverty." {Ahmad 2:404, Ibn Kathir, Vol. 9, Page/463}

জেনে রাখা ভালো যে, বস্তুত বিশ্বজগতের অস্তিত্ব নির্ভর করছে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তার দয়ার উপর। কারণ তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক। তার দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোনকিছুই অস্তিত্বে থাকতে পারে না। এমনকি যারা একাত্মবাদে এবং তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তারাও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে একমূর্হূতও অস্তিত্বে থাকবে না। আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সবকিছুর মালিক। পার্থিব জীবনে মানব সন্তান আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে ধন-সম্পদের ও নিজের শরীরের মালিক হয়ে থাকেন অথচ মৃত্যুর পরই তাদের মালিকানা শেষ হয়ে যায়। ধন-সম্পত্তির মালিকানা চলে যায় আত্বীয়স্বজনের কাছে আর শরীর বা রুহের মালিকানা চলে যায় আল্লাহ তা'আলার হাতে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক, মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বজগতের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে মিরাসু শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃতি মালিক পূর্বেও আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। এক্ষেএে মৃত ব্যক্তির করার কিছুই থাকে না। বংশ পরস্পরায় এইভাবে চলতে থাকলেও বিশ্রহ্মান্ড যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ তা'আলার হাতে চলে যাবে। উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়, আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আউয়াল শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট, অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ তিনি ব্যতীত সবকিছুই তারই সৃজিত, তাই তিনি সবার আদি। আখের শব্দের অর্থ, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি থাকবেন। তাই তিনি সবার অন্ত। যাহের বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটা অন্যতম শাখা। অতএব, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তার আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তার চাইতে অধিক কোনো বস্তু প্রকাশমান নয়। তার প্রজ্ঞা , শক্তিসামর্থ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটা কণায় কণায় দিব্যমান।{তফসীর মা'আরেফুল কুর'আন,ম পৃষ্ঠা ১৩৩২-১৩৩৩} সূরা আলে-ইমরানে, আল্লাহ তা'আলার হাবীব, রাসূল (ﷺ) এবং মানবজাতির সকলকে আদেশ দিয়ে বলেছেন, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে দৃঢ়চিত্তে ঘোষনা দেয়ঃ ২৬ঃ বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ। তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা করিয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতাশালী কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২৭ঃ তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিনত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিনত কর; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আর্বিভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আর্বিভাব ঘটাও। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকর দান কর।{৩-ইমরান}। আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর সাক্ষী, সব কিছু দেখেন, তিনি মানবের অতি নিকটেই আছেন, কোন কিছুই তার কাছ হতে গোপন করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ৬ঃ সেইদিন, যেদিন [কিয়ামত দিবসে] উহাদিগের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত; আল্লাহ্ উহার হিসাব রাখিয়াছেন, যদিও উহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। {৫৮-মুজাদিলা}; ১৮৬ঃ আমার বান্দাহ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।{২-বাকারাহ}; ১৬ঃ আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।{৫০-কাফ}; ৮৫ঃ আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার [অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ব্যক্তি] নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।{৫৬-ওয়াকি'আ}; ৫০ঃ বল, 'আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিনাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এই জন্য যে, আমার প্রতিপালকন ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট।{৩৪-সাবা}। এই আয়াতে বর্ণিত বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমান করে যে, আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তার সীমাহীন জ্ঞান দিয়েই মানবজাতির সকলকেই পরিবেষ্টন করে আছেন, সর্বদা দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা এসম্পর্কে আরও বলেছেন, ৬০ঃ স্মারণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য [মিরাজে দেখা দৃশ্য] তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও [জকাকুম বৃক্ষ, পাপী বান্দাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন] কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। উহা উহাদিগকে [মানুষকে] ভীতি প্রদর্শন করি [যাতে মানুষ সৎপথে ফিওে আসে], কিন্তু ইহা উহাদিগের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।{১৭-বনী ইসরাইল}। বিশ্বজগতে যা কিছু আছে তার উপর আল্লাহ তা'আলার যে একক আধিপত্য আছে, সেগুলো থেকে বিশেষ কিছু বিষয় সম্পর্কে আয়াত নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। **ইনশা আল্লাহ চলবে।**

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তারা

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তারা

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তারা

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তারা

অনুষ্ঠান পরিচালনায় এসএম মাঈন উদ্দীন পিন্টু

এসএম আমানতকে কবর দেওয়ার পর মোনাজাত

কবরের চেক হস্তান্তর করছেন চন্দ্রগঞ্জ থানা অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা

সব বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ সেমিট্রির স্বপ্নীল যাত্রা

(শেষ পাতার পর)

এ সেমিট্রির কাজ শুরু করা হয় ২০২৫ সালে ৩১ জুলাই। প্রায় এক বছর পর ২০২৬ সালের ২০ জুন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির উপদেষ্টা এসএম আমানতের লাশ দাফনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এসএম আমানত দীর্ঘ এক বছর ধরে মরণব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি গত ১৮ জুন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্রুকলিনের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি... রাজিউন)। গত ১৯ জুন ব্রুকলিনের বেলাল মসজিদে নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পর দিন ২০ জুন স্কচটাউনে দ্বিতীয় জানাজা শেষে বাংলাদেশ সেমিট্রিতে দাফন কর হয়। এটিই বাংলাদেশ সেমিট্রিতে প্রথম কবর। যেখানে আগামী দিনে প্রায় ১ লাখ কবর দেওয়া হবে।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাঈন উদ্দীন পিন্টুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন–এ প্রকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা ও বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টু, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজি মফিজুর রহমান, সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাবেক সভাপতি সালামত উল্যাহ, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খোকন মোশাররফ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মোমিনুল হক, রেজাউল করিম চৌধুরী, সোহেল হেলাল, মাইনুল উদ্দীন মাহবুব, সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইউছুপ জসীম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ চৌধুরী রুহেল, বিএনএস বেলালের নাতি, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মুন্না প্রমুখ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন যারা বা যে নবপ্রতিষ্ঠান, সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন–ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আবুল কালাম, রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাহ নেওয়াজ স্বপন, শাহ আলম, মোস্তাক হোসেন মোশাররফ, মানিক লাল দাস, সুভাষ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, সবেক কর্মকর্তা জামান তপন, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নাঈম টুটুল, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সহ কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনকি সম্পাদক নূরুল ইসলাম বাবু, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রহিম, ধর্ম সম্পাদক মাও. মঞ্জুরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, সদস্য ইকবাল হোসেন, হাসানুজ্জামান বাদল, মাহমুদুল হক প্রমুখ। আরো উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, মাহমুদুল হাসান, আসালের প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরি সদস্য আবুল কাশেম চৌধুরী, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজ, চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, আহমেদ জুনায়েদ, মিজানুর রহমান, খোরশেদ আলম, মাকসুদুর রহমান, রুবেল আলী, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ, চার্চম্যাকডোনাল্ড বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি, সাবেক সভাপতি আব্দুর রব, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আনোয়ারুল আজিম, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ।

(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

বক্তব্য রাখছেন প্রয়াত বিএনএস বেলালের নাতি

বক্তব্য রাখছেন হাজি মফিজুর রহমান

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তারা

অনুষ্ঠানে সুধীর একাংশ

সব বাধা অতিক্রম করে

(২৪ পাতার পর)

জাহিদ মিন্টু তার বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া আদায় করে বলেন, এ জমি ১ হাজার ৪০০ দিন মার্কেটে ছিল কেউ ক্রয় করেনি, পরে আমরা ক্রয় করেছি। নোয়াখালী সোসাইটির জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য, আমরা বলি নোয়াখালী সোসাইটি শুধু মানব কল্যাণে কাজ করে না, নোয়াখালী সোসাইটি দ্বীন প্রচারেও কাজ করে। অনেকেই বলেন, এ প্রজেক্টের স্বপ্নদ্রষ্টা আমি। কিন্তু এ প্রজেক্টকে কাজ করে আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন যারা, তারা হলেন–জামাল উদ্দিন, মনসুর আহমেদ, পিয়াস ও মাইনুল উদ্দীন মাহবুব। এছাড়াও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিএনএস বেলাল, মহিউদ্দিন ও এসএম আমানত হোসেনকে। তিনি যারা এ প্রকল্পে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি, কাজ চলবে। তবে কবর দেওয়া শুরু হয়েছে, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তা শুরু হবে ১ জুলাই থেকে। যারা আমাদের কাছ থেকে কবর ক্রয় করেছেন, তারা আসবেন এবং আপনাদের কবর বুঝে নিবেন। তিনি বলেন, আমরা ইতিমধ্যে ২০ হাজার কবর বিক্রি করেছি। আগামী আগস্ট থেকে দ্বিতীয় কিস্তির কাজ শুরু হবে। কাজ শুরুর পর এগুলো বিক্রি শুরু হবে। প্রকল্প উদ্বোধনের ঘোষণায় তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। এখানে ৮ হাজার স্কোয়ার ফিটের বিল্ডিং হবে, নামাজ পড়া যাবে, ১৫০ জন লোক এক সঙ্গে নামাজ আদায় কর যাবে, লাশ রাখার ব্যবস্থা এবং লাশ দোয়ার ব্যবস্থা রাখা হবে। তিনি বলেন, এ কাজগুলো আমরা করবো। তবে আমি বলতে চাই, এ প্রজেক্ট আপনাদের প্রজেক্ট, আমরা শুধু ব্যবস্থাপনায় থাকবো। তিনি হুঁশিয়ার উচ্চারণ করেন আপনারা যারা অপ্রচার করছেন, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যা লিখছেন, তাদের প্রতিহত করতে নোয়াখালীবাসী প্রস্তুত, আইনীভাবে হোক, আর যেকোনভাবেই হোক। আপনাদের মধ্যে কেউ কম্যুনিটি বোর্ড মেম্বার থাকতে পারেন, কেউ আইনজীবী নেতা থাকতে পারেন, কেউ ডাক্তার থাকতে পারেন, বি কেয়ারফুল। ভাল কাজ দেখলে আপনাদের যাদের গ্রাহদাহ হয়, তাদের দূরে থাকা উচিত। আশা করি আগামীতে কাজগুলো আর করবেন না, এনাফ ইজ এনাফ। প্রজেক্ট ইজ ডান। নোয়াখালীবাসীর ভদ্রতা দেখেছেন, নম্রতা দেখেছেন কিন্তু হুঙ্কার দেখেননি। বিশ্বাস করেন, এটা আমাদের অন্তরের প্রজেক্ট। এখানে আঘাত করার চেষ্টা করবেন না। এ প্রজেক্ট আগামী ২০০ বছরের প্রজেক্ট। মনে রাখবেন, আজ আমানত সাহেবকে তার আত্মীয়স্বজন রেখে যাবেন, আমি মারা গেলে আমাকেও রেখে যাবেন, সবাইকে মরতে হবে। নিজের পয়সা দিয়ে সমাজসেবা করেন, অন্য অর্থে সমাজসেবার ভালো করবেন না- আপনাদের ধিক্কার জানাই। তিনি প্রজেক্টের কাগজপত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কাছে হস্তান্তর করেন।

নাজমুল হাসান মানিক বলেন, নোয়াখালীবাসীর সহযোগিতায় আমরা এ প্রজেক্ট করতে সফল হয়েছি। যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হাজি মফিজুর রহমান বলেন, জাহিদ মিন্টু বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু জ্ঞানে এবং কর্মে সে আমাদের চেয়ে অনেক বড় যেকারণে এ প্রজেক্টে আজকে আলোর মুখ দেখেছে।

অনুষ্ঠানে যারা এ প্রজেক্টে কবর ক্রয় করেছেন তারাও অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। তারা এ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার জন্য জাহিদ মিন্টু এবং উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তারা বলেন, এতোদিন কবর নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম, এখন আমাদের নিজেদের করব হয়েছে। বিদেশি অনেক প্রজেক্টে তাদের কথামতো এবং সময় অনুযায়ী আমাদের কবর দিতে হয়েছে, সেদিক থেকে এবার আমরা একটু সুবিধাহনক অবস্থায় রয়েছি। এক সঙ্গে এক লাখ মুসলিম মানুষের কবর, তাও ভিন দেশে, এটা যেন চিন্তার অতীত ছিল, সেই অসাধ্য সাধন করেছে জাহিদ মিন্টু। আকাশছোঁয়া স্বপ্ন হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে জাহিদ মিন্টুসহ বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি। কেউ কেউ বলেছেন, আজকে স্কচটাউনে যে ইতিহাস তৈরি হলো অমরা ইতিহাসের সাক্ষী হলাম। হয়তো আমরা থাকবো না, কিন্তু মুসলমানদের এ প্রজেক্ট থেকে যাবে। জাহিদ মিন্টুসহ যারা এটা করেছেন এ প্রজেক্ট যতদিন থাকবে, তাদের নামও ততদিন থাকবে। উদ্বোধনীতে যারা গিয়েছেন তারা কালের সাক্ষী হিসেবে থাকবেন। কেউ কেউ বলেছেন, ক্ষণিকের পৃথিবী নয়, আসল ঠিকানা হচ্ছে এটা।

বাংলাদেশ সেমিট্রিতে জোহর এবং আসরের নামাজ আদায় করা হয়। নামাজে ইমামতি করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছেন শাহরিয়ার রহমান

বক্তব্য রাখছেন জুমানি উইলিয়াম

বক্তব্য রাখছেন ল্যাটিসিয়া জেমস

ভালোর মেলায় স্টল

ভালোর মেলায় স্টল

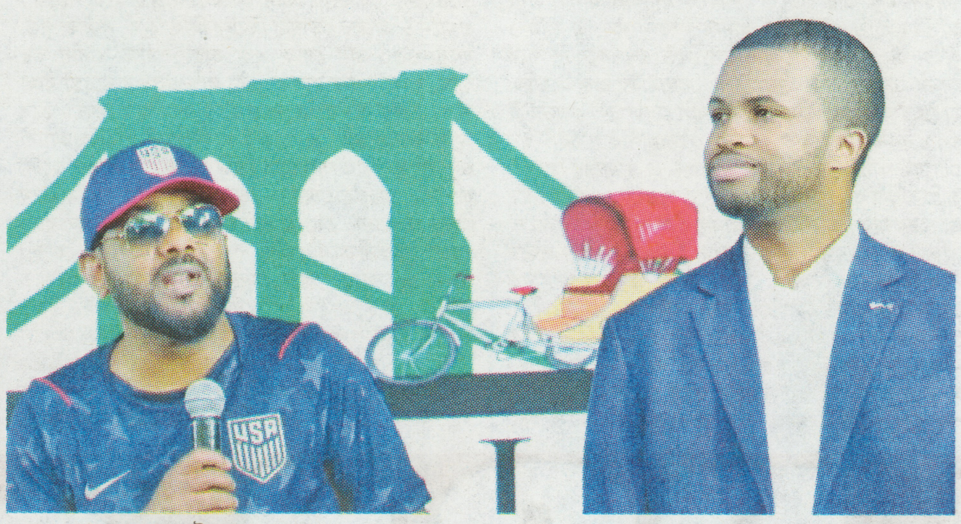

বক্তব্য রাখছেন ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার

ভালোর মেলায় ফুচকা খাওয়ার প্রতিযোগিতা

ভালোর মেলায় স্টল

জ্যামাইকায় 'ভালো'র

(শেষ পাতার পর)

যেন ফিরে এসেছিল বাংলাদেশের চিরচেনা রূপ। জায়গাটিও ছিল মেলার জন্য চমৎকার। ছায়ায় ঘেরা পার্কটিতে দেশীয় নানা পদের খাবার, বাংলা গানের সুর, মানুষের হাসি-আনন্দ আর মিলনমেলার উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠেছিল। মেলায় উপস্থিত বাঙালিরা ছিলেন বাঙালিয়ানা পোশাকে, সে এক অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য। মেলায় যারা স্টল দিয়েছেন, তারাও ভালো ব্যবসা করেছেন। মেলা শেষে সবার মুখেই ছিল তৃপ্তির হাসি। প্রবাসে অধিকাংশ মেলাই সন্ধ্যার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ভালোর মেলা ছিল প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত। যারা মেলায় এসেছেন তারা ঘুরে বেড়িয়েছেন, কেউবা চুটিয়ে আড্ডা মেরেছেন, কেউবা প্রাণভরে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেছেন।

নন-প্রফিট সংগঠন 'ভালোর' আয়োজনে এ বর্ণাঢ্য মেলায় অংশ নেন বাংলাদেশি, আমেরিকান, চায়নিজ, হিস্প্যানিশসহ নানা কমিউনিটির মানুষ। মেলার উদ্বোধন করেন নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিকেয়া জেমস ও সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি উইনিয়ামসসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাদের স্বাগত জানান, ভালো সংগঠনের প্রধান নির্বাহী শাহরিয়ার রহমান।

লেটিকেয়া জেমস ভালোর প্রশংসা করে বলেন, এ সংগঠনটি মানবসেবায় বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কম্যুনিটি সেবা এবং উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সব সময় প্রশংসনীয়। আমি ভালোর সঙ্গে আছি এবং আগামী দিনেও থাকবো। জুমানি উইলিয়াম বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে কম্যুনিটির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভালো এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশ এবং সমাজকে সমৃদ্ধ করছে।

মেলার উদ্বোধন শেষে শাহরিয়ার রহমানকে সঙ্গে নিয়ে অতিথিরা ঘুরে ঘুরে মেলার বিভিন্ন স্টল দেখেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার ফুচকা ও আমের জুসের স্বাদ নেন তারা। কেউ কেনেন দেশীয় ব্র্যান্ডের পোশাক, কেউ অলংকার কিংবা প্রসাধনী। প্রায় শতাধিক স্টলে সাজানো ছিল দেশীয় খাবার, পোশাক, হস্তশিল্প, প্রসাধনী, গৃহসজ্জার সামগ্রী এবং নানা ধরনের ব্যবসায়িক পণ্য। প্রবাসে বসেই যেন দেশের বাজার ঘুরে দেখার সুযোগ পান দর্শনার্থীরা।

শিশুদের জন্য ছিল নানা রাইড, খেলাধুলা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা। যা ছিল শিশুদের জন্য বাড়তি আনন্দ। তারা মেলায় এসে খেলাধুলায় মেতে ওঠেন। শিশুদের জন্য এ আয়োজন ছিল আয়োজকদের সুচিন্তারই ফসল।

বড়দের জন্য ছিল জমজমাট ফুচকা খাওয়া প্রতিযোগিতা ও আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। র‍্যাফেল ড্রতে ৫০০ ডলারের পাশাপাশি এয়ার টিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়।

সংগঠনের এমন আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন-ঠিকানা সম্পাদক এমএম শাহীন, নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার নাতাশা উইলিয়ামস, সিটির কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, মেয়রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ও মূলধারার রাজনীতিবিদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারসহ কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি প্রমুখ।

ভালোর ডিরেক্টর অব পাবলিক রিলেশনস শাহরিয়ার নবী বলেন, 'ভালো' শুধু একটি সংগঠনের নাম নয়; এটি মানুষে মানুষে সংযোগ, সম্প্রীতি এবং ভালোবাসার একটি উদ্যোগ। আর সে লক্ষ্য থেকেই আয়োজন করা হয়েছে এ মিলনমেলার।

বিশ্বকাপ ফুটবল উন্মাদনায় মেতেছিল পুরো মেলা প্রাঙ্গণ। বিশ্বকাপ উপলক্ষে বড় পর্দায় সরাসরি ম্যাচ দেখার আয়োজন দর্শকদের বাড়তি আকর্ষণ হয়ে ওঠে। দিনভর মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনার পাশাপাশি বিউটি দাস ও রাজীব রহমানের ব্যান্ডের প্রাণবন্ত সংগীত পরিবেশনায় দর্শকরা মেতে ওঠেন উৎসবের আমেজে। বাংলা গান আর প্রবাসী জীবনের আবেগ যেন এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছিল উপস্থিত সবাইকে। মেলা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সবাই মেলায় আয়োজক সংগঠন ভালোর প্রশংসা করেন ভালো ভালো কাজ করার জন্য এবং কম্যুনিটির উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য।

মায়ের ভালো থাকার গল্প

(৬-এর পাতার পর)

চিৎকার করে কান্না করতো। তবু রাখতে হতো। তারও তো টাইমবাঁধা অফিস।
ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বমি করতো। কিছু না খেয়ে ঘুমায় পড়তো। ডে-কেয়ার থেকে ছবি পাঠাতো মেইলে। কান্না পেতো খুব তখন। মনে হতো এ কেমন অবিচার করছি... বাচ্চাটা ওখানে অ্যাডজাস্ট করতেই পারতো না। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হতো, কিছু করার থাকতো না।
আর যেদিন নাইট থাকতো। মা গো... সারারাত বাচ্চা কান্না করতো... আর ওর বাবা ওকে কোলে একবার, বুকে একবার নিয়ে সারা মেঝে পায়চারি করতো। মাঝে মাঝে ভিডিও কলে দেখতাম... তখন কেমন যে লাগতো... ওর বাবা যে কী কষ্ট করেছে এ বাচ্চার জন্য! আমি অতো পারতাম কি না... জানি না... আমাদের রাতদিন সব এক হয়ে থাকতো।
যতকিছু হোক, রান্নাটা আমি সামলাতে চাই সব সময়। কেননা, সে তো অন্যদিকের বহুকিছু সামলায়। ড্রাইভ করাটাও কম কঠিন নয়। কতবার করে বের হতে হয়... মেয়ে একটু জল খায়, অন্যদিকে মোড় নেয় গাড়িটা।
জানো মা, তোমার নাতির তো বহুদিন একটা ধারণা ছিল... বাবা ওকে ভালোবাসে না। ওই যে জোর করে ডে-কেয়ারে দিয়ে আসতো আর এখন দেখলা... সেদিন কী বললো... ও শহড়ি, নধনধ ধষধ্ধিং ষড়াবং সব. গড়ঁ ফড়হ'ঃ ষড়াব সব... আমি একটু ভুল ধরি, জোর করি... তাই।
মা, তুমি সাবধানে নেমে দাঁড়াও। ছেলের সিটবেল্ট খুলে দিয়ে হাত ধরে আস্তে করে নামালো মেয়ে। জামাই সঙ্গে রাখা টুকিটাকিসহ ব্যাগটা নামিয়ে এগিয়ে এলো...
ওদের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। বাংলা মাছ বাজার... এখানে দেশের সব জিনিস পাওয়া যায়। আম-জাম, কাঁঠাল তো আছেই। আছে নটকো! ডেওয়া ফল!!, পান-সুপারি, চানাচুর-মুড়ি সব। সব ধরনের মাছ।
ওমা... দেখো তো এ ইলিশ কেমন হবে?
দোকানের ছেলেটা এদের বেশ পরিচিত হয়ে গেছে মনে হলো। এগিয়ে এসে সুন্দর বাংলায় বললো–
আন্টি দেখেন, আপনি বুঝবেন।
আমি চ্যাপ্টা বড় সাইজের দুটোকে দেখালাম। মেয়ে সেই দুটোই নিলো। রুই, পাবদা, চিংড়ি নিলো। সবজি, ফলমূল, মসলাসহ বেশকিছু বাজার করা হলো।
জামাই বললো, মা এখানে এলে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে যাই। আপনিও চলেন। আমার মনে হয় ভালো লাগবে।
তা আর বলতে... বেশ লাগলো। বাঙালি স্বাদের বাঙালি খাবার। বাংলায় কথা বলা... সব মিলে বেশ লাগলো।
বাসার দিকে আবার রওনা। খেয়ে দেয়ে শরীরটা কেমন ছেড়ে দিচ্ছে।
ওর খেলার সঙ্গী ওরা...
চলো নিচে যাই। তুমি কফি, আমি চা... হাসলো। নিচে গেলাম। আজ একটা ছবি দেখাবো... যে ছবিটা আমরা একসঙ্গে অনেকবার দেখেছি। দাদা-দিদি আমি... ছোটবেলার গল্পের সুখে উছলে গেল পুরো ঘর।
মেয়েটাকে দেখি আর ভাবি... কতদিন এভাবে ওকে পাইনি। প্রথমবার এসে ওকে ছুটির দিন ছাড়া বাসায় পেতাম না। এবার মেটারনিটি লিভে আছে বলে এতো সময় মুভি দেখা, গল্প করা...একেবারেই যেন ছোটবেলার মতো। অজস্র কথা বলা মেয়েটাকে দেখছি...
আমার জন্য কফি আর স্ট্রবেরি জ্যাম দিয়ে টোস্ট মাখিয়ে এনেছে। নিজের জন্য দুধ চা আর বিস্কুট।
দুপুরের রান্না শেষ করে এসে বসলো। এ শরীরে তবু থেমে থেমে করবে। আমাকে করতে দিতে চায় না। বললাম: আমি কী জন্য আসছি?
কী জন্য? তুমিই বলো...
তোর একটু হেল্প হবে... আমি একটু করবো... তুই রেস্ট নিবি...
এবার হঠাৎ মেয়ের গলার স্বর বদলে গেল।
তুমি তাই ভাবো? আমি তোমাকে আমার এখানে হেল্প করার জন্য এনেছি?
আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।
শোনো মা, আমি যখন প্রথমবার মা হয়েছি, তখন কি আমি কারো হেল্প নিয়েছি? নাকি পেয়েছি? আমরা দুজন মানুষ ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এ দেশে মেলে না টাকাতেও। আমরা তখন কিছুই জানতাম না। কী করবো, কী করতে হবে জানতাম না... কিছু খেতে পারতাম না... বমি হতো... দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পড়ে থাকতাম। তোমার জামাই বেচারা একদিকে তার চাকরি, অন্যদিকে আমি। কত দুঃসময় পার করেছি!
সে সময় যদি পারছি, এখন তো আমি অনেক অভিজ্ঞ হয়ে গেছি।
বাচ্চা হওয়ার পর একেকটা রাত ছিল বিশাল বড়। বাচ্চা কেন কান্না করছে বুঝতাম না... বাচ্চা কোলে নিয়ে কতভাবে রাত কেটেছে আমাদের... ঘন ঘন ঠান্ডা লাগতো... রাত একটা-দুইটা... অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে দৌড় দিতাম। ভোর হতেই তার অফিস। একটা মিনিট দেরি চলে না। খেয়ে-না খেয়ে.. সামলা তো... আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখে যেতে হতো তাকে।
তোমাদের সঙ্গেও ঠিকমতো কথা হতো না। আমাদের সময়গুলো মিলতো না। কঠিন সময় ছিল তখন।
এখন তো আমি অনেক বুঝি। কী করতে হবে... কী করা দরকার... সব জানি।
মা শোনো, তুমি যদি এখনো চাকরিতে থাকতে, তুমি কি আমার কথা ভেবে আসতে পারতে? নাকি আমি আসার কথা বলতে পারতাম?
আমরা, তুমি ভালো থাকো।
বাবা এতো তাড়াতাড়ি এমন অসুখে পড়বে, আর চলে যাবে... স্বপ্নেও ভাবিনি।
তাই এখন আমরা তোমাকে ভালো দেখতে চাই।
তুমি দায়িত্ব বহু পালন করেছো। এবার নিজের দায়িত্ব নাও... ভালো থাকার।
এবার একটু বৃষ্টিটা বেশ জোরে পড়তে শুরু হলো।
মেয়েটাও কিন্তু চোখের জল লুকাতে পারলো না।
আমিও ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।
চা-কফি শরবত হয়ে গেছে... আবার করে আনি... তুমি বৃষ্টি দেখো মা... বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মেয়েটা।
ছেলেমেয়ে সবাই কবে অনেক বড় হয়ে গেছে...
আমার দিনগুলো ভালোয় ভরে ওঠে।
মনে মনে বলি, তোরাও সবাই আমার বয়সে এমনি ভালো থাকিস। এ বয়সটা কেবল ভালোবাসাটাই চায়।।

মেসির বিশ্বরের্কড

(১৬-এর পাতার পর)

জাদুকর তার বাঁপায়ের তুলির আঁচড়ে আঁকলেন শৈল্পিক ফুটবল।
৩৮ মিনিটে যে গোলটি তিনি করলেন, সেটি ছিল আর্জেন্টাইন ফুটবলের সৌন্দর্যের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। গোলকিপারকে ভুলপথে পাঠিয়ে কাছের পোস্টে বল জড়ালেন এমন নিখুঁতভাবে, যেন ব্যাপারটা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। পুরো গোলের ছবিটা ঠিক এমন– আলমাদা, মেদিনা, আবার আলমাদার ডামিড় তারপর মেসি। শট নেওয়ার আগে গোলকিপারকে ভুলপথে পাঠিয়ে কাছের পোস্টে বল জড়ানোটা ছিল খাঁটি শিল্প। আর সেই শিল্পের মাধ্যমেই জন্ম নিল নতুন বিশ্বরেকর্ড। মিরোস্লাভ ক্লোসা চারটি বিশ্বকাপ খেলে করেছিলেন ১৬ গোল। অনেকেই ভেবেছিলেন, এই রেকর্ড হয়তো অমর হয়ে থাকবে।
কিন্তু ডালাসে দাঁড়িয়ে মেসি প্রমাণ করলেন, অমর বলে কিছু নেই। বিশ বছর ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলে যাওয়া এই মানুষটি এখনো ম্যাচের ভাগ্য একাই বদলে দিতে পারেন। এটাই তার শ্রেষ্ঠত্ব। এটুকু নয় আরো আছে। মেসির আসল সৌন্দর্যটা এলো ইনজুরি সময়ে।
অস্ট্রিয়া তখন মরিয়া হয়ে সমতা খুঁজছে। ফলে পেছনে জায়গা তৈরি হয়েছে। সেই ফাঁকা মাঠে মেসি যেন সময়কে পেছনে ফেলে দিলেন। ডিফেন্ডার, গোলকিপার আর ডিফেন্ডারের শেষ চেষ্টাড় সবকিছু অতিক্রম করে বল পাঠালেন জালে। গোলটি শুধু ম্যাচ শেষ করেনি, একটি সত্যও প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বিশ্বকাপ এখনো মেসির। আর্জেন্টিনা এখন পর্যন্ত দুটি ম্যাচ খেলেছে। করেছে পাঁচ গোল। পাঁচটিই মেসির। দুটি ম্যাচেই ম্যাচসেরা।
এমন পরিসংখ্যান সাধারণত ভিডিও গেমে দেখা যায়, বাস্তবে নয়।
তবু আর্জেন্টিনার গল্প শুধু মেসির গল্প নয়।
এই দলের ভেতরে অনেক শক্তি আছে। এনজো ফার্নান্দেজ মাঝমাঠের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করছেন অসাধারণভাবে। রদ্রিগো দে পল এখনো দলের অদৃশ্য ইঞ্জিন। ম্যাক অ্যালিস্টার আক্রমণ ও মাঝমাঠের মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ে দিচ্ছেন। রোমেরো ও লিসান্দ্রো মার্টিনেজ রক্ষণে ক্রমশ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছেন।
কিন্তু কিছু প্রশ্নও রয়ে গেছে।
অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দীর্ঘ সময় আর্জেন্টিনা প্রেসিংয়ের চাপে ছিল। বলের গতি বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। মাঝেমধ্যে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণও হারিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় চিন্তা আক্রমণে।
জুলিয়ান আলভারেজ ছাড়া পেছনের ফাঁকা জায়গায় নিয়মিত দৌড় দেওয়ার মতো খেলোয়াড় খুব বেশি নেই। লাউতারো মার্টিনেজ বক্সের স্ট্রাইকার, মেসি এখন আর আগের মতো ৫০ গজ দৌড়ান না।
ফলে অনেক সময় আর্জেন্টিনার আক্রমণ ধীর হয়ে যায়। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে এটি সমস্যার কারণ হতে পারে। তবে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় শক্তিটাও সেখানেই। যখন খেলা আটকে যায়, যখন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, যখন প্রতিপক্ষ সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়ড় তখনও তাদের কাছে একজন আছেন, যিনি বন্ধ দরজার ভেতর থেকেও পথ বের করতে পারেন।
তার নাম লিওনেল মেসি।
আজ বুধবার তার ৩৯তম জন্মদিন। ফুটবল ইতিহাসে খুব কম খেলোয়াড়ই এই বয়সে বিশ্বকাপের মঞ্চে এমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। আরো কম খেলোয়াড় আছেন, যারা এই বয়সে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। ডালাসের আর্লিংটন শহরের রাত তাই শুধু একটি ম্যাচ জয়ের গল্প নয়।
এটি এক মানুষের গল্প, যিনি এখনো নিজের ভুল ক্ষমা করেন না। যিনি পেনাল্টি মিসের রাগকে গোলে বদলে দেন। আর যিনি বারবার মনে করিয়ে দেন– ফুটবলে কিছু নামকে থামানো যায় না।

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষায় বিনিয়োগ

(৬-এর পাতার পর)

সামাজিক স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক পরিপক্বতারও অন্যতম প্রধান উৎস।

বিশ্বের যেসব দেশ শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নকে জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত করেছে, তাদের উন্নয়ন-ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং সুশাসনের পেছনে শিক্ষায় ধারাবাহিক বিনিয়োগ একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। এ কারণেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং রাষ্ট্রগুলোকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি কোনো অতিরিক্ত সুবিধা নয়; বরং এটি একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বিনিয়োগ। জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংস্কার নিয়ে যে ব্যাপক জনআকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য হলো একটি জবাবদিহিমূলক, দক্ষ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, দলীয়করণ, প্রশাসনিক অদক্ষতা, বৈষম্য এবং জবাবদিহির সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জনগণ আজ রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার প্রত্যাশা করছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংস্কারকে যদি কেবল আইন পরিবর্তন, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কিংবা সাংবিধানিক সংশোধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে তার কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা কঠিন হবে। কারণ রাষ্ট্র কোনো বিমূর্ত ধারণা বা কাঠামো নয়; রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, নীতি ও ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে মানুষ, আর সেই মানুষকে গড়ে তোলে শিক্ষা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মৌলিক সত্য হলো প্রতিষ্ঠান যতই উন্নত হোক, সেগুলো পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের নৈতিকতা, দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ দুর্বল হলে প্রতিষ্ঠানও কার্যকর থাকে না। বিশ্বের বহু দেশে দেখা গেছে, একই ধরনের আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও কোথাও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কোথাও দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ মানুষের মানসিকতা, মূল্যবোধ এবং নাগরিক চেতনার পার্থক্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের গুণগত পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হলো মানুষের গুণগত পরিবর্তন, আর সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম শিক্ষা। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব) বহু আগে সতর্ক করেছিলেন যে, রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারিত হয় তার নাগরিকদের চরিত্র দ্বারা। একইভাবে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিকরাও দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র, আইনের শাসন কিংবা জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা, নৈতিক বোধ, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি এবং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক প্রক্রিয়ায় দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের ওপর। যে সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে, কিন্তু ন্যায়-অন্যায় বিচার, নাগরিক দায়িত্ববোধ কিংবা মানবিক মূল্যবোধের চর্চা শেখায় না, সেখানে রাষ্ট্রসংস্কারের উদ্যোগ বারবার বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বাস্তবতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাধীনতার পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পরও আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি, যা একই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি, সচেতন নাগরিক এবং নৈতিক নেতৃত্ব তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতার ঘাটতি, নৈতিক অবক্ষয়, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দায়িত্বহীনতার যে সংস্কৃতি দৃশ্যমান, তার শেকড় অনেকাংশেই শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বাস্তবতায় শিক্ষাসংস্কারকে রাষ্ট্রসংস্কারের পরিপূরক নয়, বরং তার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অতএব একটি ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষাকে জাতীয় সংস্কার কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিতে হবে। কারণ যে শিক্ষা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, দায়িত্ব নিতে শেখায়, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায় এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলে, সেই শিক্ষাই রাষ্ট্রসংস্কারের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। শিক্ষাসংস্কার ছাড়া রাষ্ট্রসংস্কারের স্বপ্ন তাই শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই থেকে যাবে।

একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা কেবল জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম নয়; এটি নাগরিক চরিত্র গঠন, সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার অন্যতম প্রধান উপায়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা, মানবিকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা যখন তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়, ভিন্নমতকে সম্মান করতে শেখে এবং আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তখন সেই সমাজে স্থিতিশীলতা ও সুশাসনের ভিত্তি শক্তিশালী হয়। তাই শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির পথ নয়; এটি একটি সুসংহত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণেরও প্রধান হাতিয়ার। সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সামাজিকীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। পরিবার যেখানে শিশুর প্রাথমিক মূল্যবোধের ভিত্তি তৈরি করে, সেখানে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সেই মূল্যবোধকে বিস্তৃত সামাজিক ও জাতীয় পরিসরে বিকশিত করে। শিক্ষার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে শেখে যে রাষ্ট্র, সমাজ এবং জাতির কল্যাণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ফলে শিক্ষা নাগরিকদের মধ্যে এমন এক সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করে, যা ব্যক্তি-স্বার্থের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বৃহত্তর জনকল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে তোলে।

বর্তমান বিশ্বে বিভাজন, গুজব, অপরায়ন ও ঘৃণার রাজনীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক উগ্রবাদ, সহিংসতা এবং অসহিষ্ণুতা বহু দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারের ফলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য ও অপপ্রচার আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এই বাস্তবতায় সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, তথ্য যাচাইয়ের সক্ষমতা এবং যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। যে জনগোষ্ঠী শিক্ষিত, সচেতন এবং তথ্য-সাক্ষর, তারা সহজে গুজব, উসকানি বা বিভ্রান্তির শিকার হয় না; বরং সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দায়িত্বশীল আচরণ করতে সক্ষম হয়। এ কারণেই মানসম্মত শিক্ষা বিভাজন, গুজব, সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর সামাজিক প্রতিরোধক হিসেবে বিবেচিত হয়। একই সঙ্গে শিক্ষা জাতীয় পরিচয় ও ঐক্যের বোধও শক্তিশালী করে। ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, অঞ্চল কিংবা মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি জাতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান এবং অভিন্ন নাগরিক পরিচয়ের চেতনা গড়ে তুলতে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। একটি দায়িত্বশীল শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শেখায় যে বৈচিত্র্য কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি একটি জাতির শক্তি। ফলে শিক্ষা সমাজে বিভেদ নয়, বরং সংহতি ও সহযোগিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি একতাবদ্ধ, সচেতন, মানবিক ও দক্ষ নাগরিকসমাজ গঠন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হলো এমন নাগরিক তৈরি করা, যারা জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে দেশ পরিচালনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি কোনো ঐচ্ছিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার অপরিহার্য শর্ত। পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রসংস্কারের প্রকৃত অর্থ কেবল নতুন আইন, নতুন প্রতিষ্ঠান কিংবা নতুন প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ নয়; বরং এমন এক নাগরিকসমাজ গড়ে তোলা, যারা জ্ঞান, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। আর সেই নাগরিকসমাজ গঠনের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো শিক্ষা। তাই জুলাই-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের গণআকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষাকে রাষ্ট্রসংস্কারের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো সময়ের দাবি।

ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।
Email: mahruf@ymail.com

ছড়িয়ে পড়ছে এইডস

(১৯-এর পাতার পর)

বিষয় তাই কারণ বলা যাবে না। সিলেটে রোগীদের অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেট দেওয়া হয়। এইডস আক্রান্ত কেউ হাসপাতালে ভর্তি নেই।

যশোরের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, জেলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ১৬ জন এইচআইভি সংক্রমিত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ১০ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী। এর মধ্যে ৯ জন তরুণ শিক্ষার্থী। ২০২৫ সালে সংক্রমিত ও আক্রান্ত হওয়া ৪৫ জনের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ এবং ১৬ জন নারী। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলোআক্রান্তদের মধ্যে ২৫ জনই শিক্ষার্থী। যেখানে ২০২৪ সালে মোট আক্রান্ত ২৫ জনের মধ্যে শিক্ষার্থী ছিলেন ১২ জন।

রাজশাহী ব্যুরোপ্রধান জানান, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার (সিএস) ডা. বায়েজীদ-উল ইসলাম বলেন, জেলায় ২০২২ থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ১১ হাজার ২১৯ জনের স্ক্রিনিং করে ৩৪ জন এইচআইভি পজিটিভ পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ৩১ জন পুরুষ ও ৩ জন তৃতীয় লিঙ্গের। এর মধ্যে পুরুষ ৩১ জনের মধ্যে ৬ জন বিবাহিত ও বাকি ২৫ জন অবিবাহিত। বয়সের হিসাবে ৯ জন ২৫ বছরের নিচে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এইচআইভি টেস্টিং সার্ভিস (এইচটিসি) সেন্টার থেকে জানা গেছে, ২০২০ থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ২৪৮ জন এইচআইভি সংক্রমিতকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৪ সালে ৪৩ জন, ২০২৫ সালে ৩৮ জন ও ২০২৬ সালের মে পর্যন্ত ১৮ জনের শরীরে এইচআইভি ধরা পড়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় এ পর্যন্ত প্রায় দেড় শ জন এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছেন। বাকিরা নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুরসহ আশপাশের জেলার বাসিন্দা।

ময়মনসিংহ : হাসপাতালের এইচটিসি সেন্টারের কাউন্সিলর কাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মো. আবদুল আল মামুন বলেন, এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই সমকামী পুরুষ। তাদের মধ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, যাদের বেশির ভাগই মেসে থেকে পড়াশোনা করেন। তাদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। এইচআইভি সংক্রমণের বেশির ভাগ ঘটনাই ঘটে অরক্ষিত যৌন মিলনের কারণে। এইচআইভিতে আক্রান্ত পুরুষের মাধ্যমে স্ত্রীও আক্রান্ত হচ্ছেন। আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমিত বাচ্চারও জন্ম হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে। এইডসে প্রথম মারা যান ২০০০ সালে। বর্তমানে দেশে অনুমিত এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ জন। এর মধ্যে শনাক্ত হয়েছেন ১৪ হাজার ৩১৩ জন। শনাক্ত রোগীদের মধ্যে ৮ হাজার ৫৭৫ জন চিকিৎসার আওতায় এসেছেন। অর্থাৎ শনাক্ত রোগীদের প্রায় ৭৪ শতাংশ চিকিৎসা পাচ্ছেন, তবে এখনো ২৬ শতাংশ রোগী চিকিৎসার বাইরে রয়েছেন। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমণের চিত্রও উদ্বেগজনক। শনাক্ত সংক্রমিতদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ পুরুষ সমকামী, ১৪ শতাংশ পুরুষ যৌনকর্মী, ১২ শতাংশ প্রবাসী, ১১ শতাংশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং ৬ শতাংশ শিরায় মাদক গ্রহণকারী। নারী যৌনকর্মী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমণের হার ১ শতাংশ করে। বাকি ২২ শতাংশ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে শনাক্ত হয়েছে।

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আক্রান্তদের সবচেয়ে বড় অংশ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। মোট আক্রান্তের ৬২ দশমিক ৬১ শতাংশের বয়স ২৫ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে। ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের হার ২১ দশমিক ৫ শতাংশ। শিশুদের মধ্যেও সংক্রমণের উপস্থিতি রয়েছে। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের হার শূন্য দশমিক ৬৯ শতাংশ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ১ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

এদিকে এইডস হেলথকেয়ার ফাউন্ডেশন (এএইচএফ) জানিয়েছে, দেশের ৪১টি জেলায় এখনো এইচআইভি পরীক্ষা চালানো যাচ্ছে না। ফলে দেশের বড় একটি অংশ শনাক্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী, মোট সংক্রমিতদের প্রায় ১৮ শতাংশ এখনো শনাক্ত হয়নি। আবার শনাক্ত হওয়া রোগীদের মধ্যেও প্রায় এক-চতুর্থাংশ চিকিৎসা গ্রহণ করছেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এইচআইভি এমন একটি ভাইরাস, যা মানবদেহের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে আক্রমণ করে। চিকিৎসা না নিলে সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম (এইডস) দেখা দেয়। বর্তমানে এই রোগের কোনো স্থায়ী নিরাময় নেই। তবে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) ব্যবহারের মাধ্যমে ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং আক্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের পর তাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের বিস্তৃতি দেখা গেছে। তারা যেহেতু আমাদের দেশে রয়েছে, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক ও অসামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সংক্রমণ বিস্তারের ঘটনা ঘটে।'

তিনি বলেন, আগে দেশে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। তবে বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার সামাজিক লজ্জা, কুসংস্কার ও বৈষম্যের ভয়ে অনেকেই পরীক্ষা বা চিকিৎসা নিতে অনাগ্রহী থাকেন। ফলে সংক্রমণ অজান্তেই আরও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

একসময়ে এইচআইভি সংক্রমণ প্রধানত বড় শহরকেন্দ্রিক থাকলেও এখন তা জেলা ও প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কেবল চিকিৎসা নয়, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এই বিশেষজ্ঞ।

ইলিয়াস আলী গুমের নেতৃত্ব

(১৯-এর পাতার পর)

লাশ ফেলতেন রেললাইনে

ইমরুল জবানবন্দিতে বলেন, জিয়াউল স্যারের বডিগার্ড হিসেবে যোগদানের ২০-২৫ দিন পর একদিন রাত ১২টা থেকে সাড়ে ১২টার দিকে আমাকে ফোন দিয়ে স্যার বলেন, 'তুই কই?' আমি জানাই, লাইনে আছি। স্যার তখন আমাকে র‌্যাব-১-এর সামনে যেতে বলেন। ওখানে যাওয়ার পর দেখি দুটি কালো রঙের মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। স্যার আমাকে একটি মাইক্রোবাসে উঠতে বলেন। গাড়িতে র‌্যাব-১-এর সিও রাশেদ স্যার এবং ক্যাপ্টেন কাউসার স্যার ছিলেন। আরো দুজন ছিলেন, কিন্তু আমি তাদের চিনি না। রাত আনুমানিক পৌনে ১টার দিকে র‌্যাব-১ থেকে বের হয়ে টঙ্গীর আহসান উল্লাহ ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর আমাদের গাড়ি থামে। সেখানে একটি রেলক্রসিং পড়ে। রাস্তার দুপাশে গাছগাছালি ছিল। তখন জিয়া স্যার আমাকে বলেন, ইমরুল গাড়ির পেছনের সিঁড়িটা খুলে একটা বস্তা আছে বের কর। আমি বস্তা নামানোর উদ্দেশ্যে হাত দিলে দেখি সেটি বস্তা না; একটা ডেডবডি ছিল এবং সেটি ঠান্ডা ছিল। প্রথমে আমি ভয় পেয়ে যাই। আমার সঙ্গে যারা ছিল, তাদের সহায়তায় বডিটা রেললাইনের পাশে নিয়ে রাখি। আমরা চলে এসে গাড়িতে বসি। স্যার সেখানে দাঁড়ানো ছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর একটি ট্রেন এসে চলে যায়।

সুন্দরবনে অপারেশনের নাটক সাজিয়ে হত্যা

জবানবন্দিতে তিনি বলেন, ওই ঘটনার কিছুদিন পর আমি জিয়াউল স্যারের সঙ্গে সুন্দরবন অপারেশনে কয়েকবার যাই। তার মধ্যে একটি অপারেশনের কথা আমার মনে আছে। আমরা বোটে করে সুন্দরবন অপারেশনস্থলে যাই। ওই সময় সেখানে নদীতে ভাটা ছিল। আমাদের সঙ্গে র‌্যাব-৮-এর সদস্যরাও ছিলেন। আমাদের বোট থামার পর জঙ্গলের ভেতর থেকে দুই-তিন রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পাই। আমাদের ফায়ার করার নির্দেশ দেওয়া হলে আমরা র‌্যাব ইন্টেলিজেন্সের সদস্যরা এবং র‌্যাব-৮-এর সদস্যরা ফায়ার করি। ভাটা থাকার কারণে কাদায় আমাদের হাঁটু পর্যন্ত দেবে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে আমাদের ফায়ার বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সেখানে জিয়াউল স্যার, র‌্যাবের এডিজি (অপস) মুজিব স্যার, কমান্ডার সোহায়েল স্যার এবং মিডিয়া সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। আমরা জঙ্গলের ভেতরের দিকে গিয়ে দেখি সেখানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুই-তিনটি লাশ পড়ে আছে। সেখানে একটি গাছের উপরে ওপি (অবজারভেশন পোস্ট) ছিল, যার চারপাশে বুলেটপ্রুফ পাত লাগানো দেখতে পাই। এছাড়া আমরা দুটি বোট দেখতে পাই। বোটগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ছিল, যেমন সিগারেট, মদের বোতল ও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী। অপারেশনটি আমার কাছে একটি সাজানো অপারেশন মনে হয়েছিল।

অপারেশন রেবেল হান্টে ১০ জনকে হত্যা

ইমরুল সাক্ষ্যে বলেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পর 'অপারেশন রেবেল হান্ট' নামে সারা দেশে পলাতক বিডিআর সদস্যদের ধরার জন্য একটি অপারেশন পরিচালনা করা হয়। ওই সময় জিয়াউল স্যার ৮-১০ জন বিডিআর সদস্যকে হত্যা করেন। লোকগুলোকে দুভাবে হত্যা করা হয়। একটি ছিল ইনজেকশন পুশ করে এবং আরেকটি ছিল পোস্তগোলা ব্রিজের কাছে আর্মি ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে বোটে করে নদীতে নিয়ে উপর-নিচে সিমেন্টের বস্তা বেঁধে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে ফেলে দেওয়া হতো।

উত্তরায় চারজনকে ক্রসফায়ারে হত্যা

ট্রাইব্যুনালে জিয়াউলের দেহরক্ষী ইমরুল বলেন, ২০১১ সালের রমজান মাসের শেষ দিকে আমি লাইনে ছিলাম। একদিন ইফতারের ঠিক আগে জিয়াউল স্যার আমাকে ফোন দিয়ে উত্তরায় নর্থ টাওয়ারে ক্যামেরা নিয়ে যেতে বলেন। ওখানে গিয়ে আমি স্যারকে পাইনি। ওই দিন আমি ইফতার করতে পারিনি। এরপর স্যার আমাকে ফোন দিয়ে আরেকটু সামনে যেতে বলেন। সেখানে গিয়ে দেখি চারজনকে ক্রসফায়ার দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। জিয়াউল স্যার বলেন, তারা নাকি ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমার কাছে ওই অপারেশন সাজানো মনে হয়েছিল।

১১ জনকে বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়

ইমরুল বলেন, ২০১২ সালের প্রথম দিকে জিয়াউলে আহসানের নেতৃত্বে তিনটি মাইক্রো বাসে করে আমরা ১১ আসামিকে নিয়ে পোস্তগোলা আর্মি ক্যাম্পে যাই। সেখানে ওই ১১ জনকে বোটে ওঠানো হয়। তখন হঠাৎ একজন পানিতে ঝাঁপ দেন। জিয়াউল স্যার আমাকে বলেন, ওকে ধর। আমি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে তাকে ধরি। রশির সাহায্যে আমাকে এবং ওই লোককে বোটে ওঠানো হয়। তখন অন্ধকার ছিল। আমি তাকে চিনতে পারিনি। তবে তার বয়স আনুমানিক ২৫-২৬ বছর হবে। বোটটি নদীর মাঝখানে নিয়ে আগের ন্যায় সিমেন্টের বস্তা বেঁধে মাথায় গুলি করে ওই ১১ জনকে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। ওই অপারেশনে জিয়া স্যার, মেজর নওশাদ স্যার, স্কোয়াড্রন লিডার সাইফ স্যার, কমান্ডার সোহায়েল স্যার, এডিজি (অপস) মুজিব স্যার ছিলেন। অপারেশন শেষে আমরা লাইনে চলে আসি।

সিলেট সীমান্ত দিয়ে দুজনকে ভারতে পাচার

জবানবন্দিতে ইমরুল বলেন, ২০১২ সালের মাঝামাঝি র‌্যাব-১-এর টিএফআই সেল থেকে দুই ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা জিয়া স্যারের নেতৃত্বে জাফলং বর্ডারে যাই। দুজনেরই হাত বাঁধা এবং মাথায় জমটুপি পরানো ছিল। আনুমানিক রাত ২টা থেকে আড়াইটার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছাই। সেখানে ভারত থেকে দুজনকে নিয়ে সিভিল পোশাকে চার-চাঁজজন এসে তাদের আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। আমাদের কাছে থাকা দুজনকে তাদের কাছে হস্তান্তর করি। ভারত থেকে পাওয়া দুজনকে নিয়ে আমরা জিয়া স্যারের নেতৃত্বে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করি। জাফলং বর্ডার থেকে আনুমানিক ২৫-৩০ কিলোমিটার আসার পর গাড়ি থেকে দুজনের একজনকে নামানো হয় এবং জিয়াউল স্যার তাকে গুলি করে রাস্তার পাশে ফেলে দেন। ওই সময় স্যারের নির্দেশে আমি এবং অন্য একজন গাড়ির সামনে এবং পেছনে সিকিউরিটি হিসেবে দাঁড়াই। অন্যজনকে নিয়ে রওনা করে ১০-১৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর একই ভাবে তাকেও জিয়াউল স্যার গুলি করে হত্যা করেন।

মাথায় গুলি করলে চুলে আগুন ধরে যায়

ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী ইমরুল বলেন, একবার র‌্যাব-৪-এর সেফ হাউস থেকে দুজনকে দুটি মাইক্রোতে তুলে আনুমানিক আধা ঘণ্টা চলার পর তিন মাথার মোড় নামক এক জায়গায় গাড়ি দুটি থামানো হয়। আমি যে গাড়িতে ছিলাম, ওই গাড়ি থেকে একজনকে নামানো হয়। আমি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। জিয়াউল স্যার ওই লোককে নিয়ে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। ওই লোকের মাথায় অনেক চুল থাকায় মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। তা দেখে উপস্থিত সবাই হাসাহাসি করছিলেন। তার হাত এবং চোখ গামছা দিয়ে বাঁধা ছিল। হত্যা করার পর আমরা গিয়ে স্যারের নির্দেশে গামছাগুলো খুলে এনে গাড়িতে বসি। আমাদের গাড়ি নিয়ে র‌্যাব-৪-এ চলে যেতে বলেন। জিয়া স্যার অপর লোককে নিয়ে চলে যান। জিয়া স্যার যখন র‌্যাব-৪-এ ফেরত আসেন, তখন ওই লোক তার সঙ্গে ছিলেন না। কিছু কিছু অপারেশন স্যার আমার অগোচরে করতেন। যেটাতে তিনি প্রয়োজন মনে করতেন, সেটাতে আমাকে নিয়ে যেতেন।

হত্যা করে পেট ফেড়ে বলেশ্বর নদীতে ফেলে দেওয়া হতো

ইমরুল বলেন, আমি বেশ কয়েকবার জিয়াউল স্যারের সঙ্গে বরিশালে গিয়েছিলাম এবং র‌্যাব-৮-এর সহযোগিতায় পাথরঘাটার চরদুয়ানি বাজার থেকে বলেশ্বর নদীর ভেতরে সাগরের মোহনায় গিয়ে কখনো দুজন, কখনো তিনজন আবার কখনো চারজন টার্গেটকে আগের ন্যায় হত্যা ককরেন। অর্থাৎ সিমেন্টের বস্তা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে লাশ পানিতে ফেলে দেওয়া হতো। বস্তা বেঁধে লাশ পানিতে ফেলার আগে ওই লাশগুলোর পেট কমান্ডো নাইফ দিয়ে চিরে ফেলা হতো।

১৫ মাসে ১৫০ থেকে ২০০ জনকে হত্যা

ট্রাইব্যুনালে ইমরুল আরো বলেন, জিয়াউল স্যারের সঙ্গে আমি এক বছর তিন থেকে চার মাস বডিগার্ড বা রানার হিসেবে থাকাবস্থায় আমি লক্ষ করি, তিনি বিভিন্নভাবে মানুষদের গুম করতেন। র‌্যাব-১-এর টিএফআই সেল থেকে আসা ব্যক্তিদের বিভিন্ন পন্থায় হত্যা করতেন। পন্থাগুলোর মধ্যে ছিল গুলি এবং ইনজেকশন। আগের বর্ণিত ঘটনা ছাড়াও আরো ১০-১২ জনকে ইনজেকশন পুশ করে হত্যা করেছেন। ইনজেকশন প্রয়োগের কাজ কখনো টিএফআই সেলের ভেতরে, কখনো গাড়িতে সংঘটিত হতো। আমি র‌্যাব থেকে চলে যাওয়ার পর আগের মতো স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারিনি।

সাক্ষী ইমরুল এ পর্যায়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, আমি দেশের জন্য শপথ গ্রহণ করেছি, প্রশিক্ষণও নিয়েছি। তবে তা কখনোই দেশের মানুষকে হত্যা করার জন্য নয়। আমি রানার হিসেবে তার সঙ্গে থেকে দেখেছি তিনি ওই সময়কালে ১৫০ থেকে ২০০ জনকে বিভিন্ন পন্থায় হত্যা করেছেন। আমি বিবেকের তাড়নায় এবং সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থে জবানবন্দি দিয়েছি। আমি ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করি। কোনো সৈনিককে কখনই যেন আমার মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়।

দেশে দেশে নিষিদ্ধ ক্যানসার

(২০-এর পাতার পর)

বিষাক্ততার কারণে ২০০৭ সালেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৃষিকাজে প্যারাকোয়াট নিষিদ্ধ করে। বর্তমানে অন্তত ৭৪টি দেশে এটি নিষিদ্ধ হলেও ভারতে তা সম্পূর্ণ বৈধ। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, প্যারাকোয়াটের বিষক্রিয়া এতটাই মারাত্মক যে এর কোনো সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিডোট বা প্রতিষেধক নেই। সামান্য পরিমাণ প্যারাকোয়াট শরীরে প্রবেশ করলে ফুসফুস ও কিডনি বিকল হতে পারে এবং এটি পারকিনসন্স রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ভারতের রাজস্থানের কিষাণ মহাপঞ্চায়তসহ বিভিন্ন কৃষক সংগঠন এটি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে। কেরালা ও তেলেঙ্গানার মতো কয়েকটি রাজ্য এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলেও দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে করা একটি আবেদন এখনও সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে আছে।

সুইস রসায়নবিদ হেনরি মার্টিন আবিষ্কৃত এবং পরবর্তীতে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টোর তৈরি 'রাউন্ডআপ' বা গ্লাইফোসেট ইতিহাসের অন্যতম সফল কৃষিপণ্য। তবে ২০১৫ সালে ডব্লিউএইচওর ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার (আইএআরসি) গ্লাইফোসেটকে ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী (গ্রুপ ২এ) বলে ঘোষণা করার পর বিশ্বজুড়ে আইনি লড়াই শুরু হয়। মনসান্টো কিনে নেওয়া জার্মান কোম্পানি বায়ার ক্যানসার সৃষ্টির মামলার নিষ্পত্তির জন্য এরই মধ্যে শতকোটি ডলার জরিমানা গুনেছে।

মেলা মেলা মেলা

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন আয়োজিত

GOLDEN AGE STREET FAIR 2026

১১তম বাংলা মেলা ২০২৬

সাত সমুদ্র তের নদী বাঙালিয়ানা নিরবধি

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি

শাহ্ নেওয়াজ

চেয়ারম্যান, ট্রাস্টিবোর্ড, বাংলাদেশ সোসাইটি
প্রেসিডেন্ট ও সিইও, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ইনক
প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল এনআরবি চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, লায়নস ইন্টারন্যাশনাল
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, এনওয়াই কার লিমো সার্ভিসেস ইনক
এডিটর এন্ড পাবলিসার, সাপ্তাহিক আজকাল

BACA — BANGLADESH AMERICAN CULTURAL ASSOCIATION INC.

বিশেষ অতিথি:
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি

ভেন্যু: **PURDY STREET**
BTWN Metropolitan Ave & ST. Raymond Ave
BRONX, NY

28 June 2026, Sunday
12 PM to 9 PM

বিশেষ আকর্ষণ
Live Music
Stall
and more

Title Sponsor
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency

১১তম বাংলা মেলা প্রস্তুতি কমিটি ২০২৬

মাকসুদা আহমেদ আহ্বায়ক	সালমা সুমি প্রধান সমন্বয়কারী	সোহেল আহমদ সদস্য সচিব
শাহ্ কামাল উদ্দিন যুগ্ম আহ্বায়ক	মিথিলা শারমিন বাঁধন সহযোগী সমন্বয়ক	মায়া এঞ্জেলিনা যুগ্ম সদস্য সচিব

সদস্য: লোকমান হোসেন লুকু, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, রেহানুজ্জামান রেহান, জে মোল্লা সানি, এমডি আলাউদ্দিন, জুবায়ের আহমেদ, চৌধুরী মুমিত তানিম, এমডি লুৎফুর রহমান, শেখ শাকিল হোসেন শিমুল, শহিদুল ইসলাম ভূইয়া, দুলাল রহমান, জুবায়ের আহমেদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: আব্দুল হাসিম হাসনু ও আহবাব চৌধুরী খোকন

স্টল উপকমিটি
মোহাম্মদ রনি (আহ্বায়ক), রায়হান জামান রানা (যুগ্ম আহ্বায়ক), শাহ্ ইকবাল রাজু (যুগ্ম আহ্বায়ক)

মঞ্চ ও অভ্যর্থনা উপ কমিটি
আহমেদ ফয়সল (আহ্বায়ক), আমিনুল ইসলাম বান্টি (যুগ্ম আহ্বায়ক), নজমুল ইসলাম (যুগ্ম আহ্বায়ক)

আপনারা সকলে সাদরে আমন্ত্রিত

স্টলের জন্য যোগাযোগ
আব্দুল হাসিম হাসনু ৬৪৬-৫৪১-৮৫৯১
আহবাব চৌধুরী খোকন ৯১৭-৯৬৯-১৯৯১

প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটি
মো: লিয়াকত আলী (আহ্বায়ক), ইস্কন্দর আলী মিন্টু (যুগ্ম আহ্বায়ক), আশিকুল হক (যুগ্ম আহ্বায়ক)

Gold Sponsor
KA ACCIDENT LAW FIRM
KR SHERA INC

মিডিয়া পার্টনার:
TIME, বাংলা পত্রিকা, ঠিকানা, TUSHAR PIC CHITRA 917 514 1858, DESH, সাপ্তাহিক আজকাল, sylhetview24.com, রোকন আহমেদ USA 24 NEWS

Sponsors

Starling Diagnostics
1480 East Avenue, Bronx, NY 10462
(718) 319-1610
starling SP pharmacy
2098 Starling Ave. Bronx
NY 10462, Tel: 718 244 7300

Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

FATEMA BROTHERS GROUP
HAZI TAHIR ALI FOUNDATION
Fakrul Islam Delwar
Community Organizer/Activist

718-721-2012
25-78 31st Street
New York, NY 11102

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Akib Hussain
Branch Manager, Mortgage Loan Originator
32-73 31st Street (Store Front), Astoria, NY 11106

Parkchester Bronx Realty, Inc.
Parkchester Property Management, Inc.
DOS NYS Lic. Real Estate Team

Al Aqsa Restaurant
WE DO DELIVER+CATERING FOR ALL OCCASIONS!
Open 7 Days
2107 Starling Avenue, Bronx, NY 10462
Tel: 718-904-7061, Cell: 347-612-0519, 973-666-9530

BD AUTO REPAIR & COLLISION
MD. ALAMGIR HOSSAIN | 646-387-2124

THE FEDERAL SAVINGS BANK
NAIM TUTUL
Mortgage Banker
NMLS # 2349932
(631) 576-4380

Moinul Islam
Realtor
917-535-4131

Bilal Chowdhury
Real Estate Investor
718-749-4045

Moynu Zaman Chowdhury
Real Estate Investor
212-202-0505

Neerob Restaurant & Halal Chinese
2094 Starling Avenue
Bronx, NY 10462
(347) 761-4868
Backtier R. Khokon

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ahad Ali, CPA
Tel: 929-371-9915

সারওয়ার চৌধুরী
সভাপতি, 347-398-1563

শুভেচ্ছান্তে

শাহ বদরুজ্জামান রুহেল
সাধারণ সম্পাদক, 646-391-7967

আয়োজনে
বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক
Bangladeshi American Cultural Association Inc
501(C) (3) Nonprofit Charitable Organization
www.bacaus.com

আম্মানের কুসেইর

যুক্তরাষ্ট্রে মর্টগেজ রেট বৃদ্ধি

জর্ডানের কুসেইর আম্রা

(শেষ পাতার পর)

এ ভ্রমণে আমার সফরসঙ্গী ট্যুর গাইড, প্রাণচঞ্চল ও সুন্দরী সারা।

আম্মান থেকে জর্ডানের মরুভূমির বুকচিরে হাইওয়ে ধরে যখন আমাদের গাড়ি ছুটছিল তখন দুপাশে কেবল ধূসর বালু আর পাথরের একঘেয়েমি। গাড়ি যখন আম্মানের ব্যস্ততা ছেড়ে পূর্বের শুষ্ক মরুভূমির দিকে এগোতে লাগলো দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। পাথুরে জমিন, ধূসর আকাশ, আর দূরে কোথাও বেদুইন তাঁবুর আভাস–সব মিলিয়ে যেন এক অন্য জগত। কিন্তু গাড়ির ভেতরে আবহাওয়া ছিল একদম অন্যরকম। সারা ড্রাইভ করতে করতে গুনগুন করে একটা আরবীয় গানের সুর ভাঁজছিল। আমি ওর দিকে তাকাতেই ও চশমাটা কপালে তুলে রহস্যময় হাসি দিয়ে বললো–কি দেখছো, মরুভূমির রুক্ষতা নাকি আমার সুর?

আমি একটু দুষ্টুমি করে বললাম–মরুভূমি তো একঘেয়ে সারা, কিন্তু তোমার ওই সুরের ভাঁজে যেন জর্ডানের ইতিহাস নতুন করে প্রাণ পাচ্ছে। ও হো হো করে হেসে উঠে বললো, তুমি দেখছি কেবল কলম দিয়েই নও, মুখেও বেশ ভালো কথার জাল বুনতে পারো! তৈরি হও, সামনেই কিন্তু আরবের রাজাদের আমোদ-প্রমোদের জায়গা আসছে। আম্মান থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে যখন আমরা কুসেইর আম্রার সামনে দাঁড়ালাম, বাইরে থেকে ওটাকে খুব সাধারণ এক পাথুরে কাঠামো মনে হলো। কিন্তু ভেতরে পা রাখতেই বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হতে হলো। সারা আমার হাত ধরে দেওয়ালের দিকে ইশারা করলো। ও বললো–দেখো, এগুলো সে উমাইয়া বংশের খলিফা দ্বিতীয় আল-ওয়ালিদের সময়ের ফ্রেস্কো। অষ্টম শতাব্দীতে যখন ইসলামের অন্যান্য স্থাপত্যে মানুষের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ হচ্ছিল, এখানে তখন শিকার, উৎসব আর এমনকি গ্রিক দেবীদের আদলে ছবি আঁকা হয়েছে! দেওয়ালের সেই ম্লান হয়ে আসা কিন্তু উজ্জ্বল রঙের ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছিল সময় যেন থমকে আছে। সারা বলতে লাগলো–এটি ৮ম শতাব্দীতে উমাইয়া খলিফাদের সময় নির্মিত হয়। মূলত এটি ছিল একটি বিশ্রামাগার এবং স্নানাগার। কিন্তু এর আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এর দেওয়ালের চিত্রকর্মে। আমি দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি রঙিন ফ্রেস্কো, যেখানে রাজা, শিকার, এমনকি নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত আঁকা। এ চিত্রগুলো ইসলামিক শিল্পের প্রাথমিক যুগের এক বিরল নিদর্শন, সারা বললো। আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম–তোমার মতোই অনেকটা, বাইরে থেকে সাধারণ কিন্তু ভেতরে অসাধারণ। সারা হেসে বললো–তুমি কি সব গাইডকেই এভাবে বলো? আমি বললাম–না, শুধু যাদের গল্প আমার ভালো লাগে তাদেরই বলি। ও হাসলো। সারা আমাকে নিয়ে গেল পাশের হাম্মাম বা গোসলখানায়। ও ফিসফিস করে বললো–জানো, এ মরুভূমির মাঝখানেও রাজারা কেমন বিলাসিতায় দিন কাটাতেন? এ দেওয়ালগুলো যদি কথা বলতে পারতো, তবে কত গোপন প্রেম আর ষড়যন্ত্রের গল্প শোনা যেত! আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম–দেওয়াল কথা না বললেও তোমার চোখের মণি তো বলছে সারা, সেখানেও কি কোনো গোপন গল্প লুকানো আছে? সারা মুহূর্তের জন্য থমকে গেল, তারপর আমার হাতটা একটু জোরে চেপে ধরে বললো–সব গল্প কি মুখে বলা যায়? কিছু তো নিজে থেকে বুঝে নিতে হয়। সারা বলে–স্থাপত্যশৈলী এবং বিরল এ ফ্রেস্কো বা দেওয়ালচিত্রের অনন্য সমাহারের কারণে ১৯৮৫ সালে ইউনেসকো কুসেইর আম্রাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে।

ফেরার পথে মরুভূমির একদম গাঘেঁষা এক স্থানীয় রেস্তোরাঁয় বসলাম আমরা। ক্লান্ত দুপুরে আমাদের পাতে এল জর্ডানের জাতীয় খাবার 'মানসাফ' (Mansaf)। দইয়ের সসে রান্না করা নরম ভেড়ার মাংস আর সুগন্ধি জাফরানি ভাতের সে স্বাদ জিভে জল এনে দেয়। সারা মাংসের হাড় থেকে পরম মমতায় নরম অংশটা আলাদা করে আমার পাতে তুলে দিলো। ও বললো, 'জর্ডান ভ্রমণ অসম্পূর্ণ যদি না তুমি মানসাফের প্রেমে পড়ো।' আমি হাসলাম, তবে মনে মনে ভাবছিলাম, শুধু কি মানসাফের প্রেমেই পড়লাম, নাকি আরো কিছুর? ফিরতি পথে আম্মানের কাছাকাছি পৌঁছাতে পৌঁছাতে আকাশটা সিঁদুরে রঙ ধারণ করেছে। আমরা এক পাহাড়ি ক্যাফেতে থামলাম। সামনে তখন ঝকঝকে আম্মান শহর। আমাদের টেবিলে এল ওমানি বা জর্ডানি আঁচের কড়া 'কাহওয়া'। এলাচের কড়া গন্ধ আর জাফরানের হালকা স্বাদ কফির প্রতি চুমুকে এক নতুন সতেজতা দিচ্ছিল।

সারা কফির কাপে আঙুল বোলাতে বোলাতে বললো–তোমার ভ্রমণ কাহিনীতে আমার কথা থাকবে তো? আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম–তুমিও তো সেই কুসেইর আম্রার ফ্রেস্কোর মতোই। তোমাকে ছাড়া আমার এ গল্পের কোনো রঙই তো পূর্ণ হবে না।

গরম আরবিক কফির কাপ হাতে বসে আছি দুজন। এ মুহূর্তটা মনে থাকবে-সারা জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম–তুমি পাশে থাকলে প্রতিটা মুহূর্তই আজীবন মনে থাকবে। সে চুপ করে কফির কাপের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হালকা হেসে বললো–মরুভূমি মানুষকে বদলে দেয়, হয়তো তোমাকেও বদলে দেবে।

আমি তার কথার জবাব দিই না।

আম্মানে ফিরে আসার সময় চোখে পড়ছিল শহরের আলো। কিন্তু আমার ভেতরে তখনও জ্বলছিল অন্য এক আলো- ইতিহাস, শিল্প আর এক অদ্ভুত অনুভূতির মিশ্রণ। আম্মানের পাহাড়গুলো হাজারো আলোকবিন্দুর মালা। সারাকে বিদায় জানানোর সময় মনে হচ্ছিলো কিছু সফর শেষ হয়েও আসলে শেষ হয় না। অপূর্ণই থেকে যায়।

মর্টগেজ রেট ৬.৫৩ শতাংশ

(শেষ পাতার পর)

৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকরেট-এর তথ্য বলছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রেট তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও তা এখনো উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সুদের হারকে দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ পর্যায়ে ধরে রেখেছে। একই সঙ্গে ফেডারেল রিজার্ভ গত ১৭ জুনের বৈঠকে ফেড ফান্ড রেট ৩ দশমিক ৫ থেকে ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশের মধ্যে অপরিবর্তিত রাখে। ফেড জানায়, অর্থনীতি এখনো সম্প্রসারণশীল এবং শ্রমবাজার স্থিতিশীল থাকলেও মূল্যস্ফীতি এখনো বড় উদ্বেগ হিসেবে রয়ে গেছে। তবে ফেডের নীতিনির্ধারকদের বড় অংশ ২০২৬ সালের শেষ দিকে আবার সুদের হার বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে ভবিষ্যতে মর্টগেজ রেট আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা হাউজিং বাজারে নতুন করে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমানে বাজারে ৩০ বছর ফিক্সড মর্টগেজ রেট ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ১৫ বছর ফিক্সড ৫ দশমিক ৯০ শতাংশ, ৫/১ অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ (এআরএম) ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ এবং ৩০ বছর জুম্বো লোন ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশে অবস্থান করছে। রিফাইন্যান্স রেটেও সামান্য পরিবর্তন দেখা গেছে, যেখানে ৩০ বছর ফিক্সড রিফাইন্যান্স রেট ৬ দশমিক ৭২ শতাংশে পৌঁছেছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, ২০২৫ সালের তুলনায় রেট কিছুটা কম থাকলেও ২০২৬ সালের শুরু থেকে আবার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বছরের শুরুতে রেট ৬ শতাংশের নিচে নেমেছিল, তবে বর্তমানে তা আবার ৬ দশমিক ৪ থেকে ৬ দশমিক ৬ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ২০২৩ সালে মর্টগেজ রেট ৭ শতাংশের ওপরে উঠেছিল, যা সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ স্তরগুলোর একটি।

উচ্চসুদের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি কেনার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফলে নতুন ক্রেতাদের জন্য বাজারে প্রবেশ কঠিন হয়ে পড়ছে এবং মাসিক কিস্তির চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ৩ দশমিক ৫ লাখ ডলারের একটি লোনে ৩০ বছরের মেয়াদে মাসিক কিস্তি প্রায় ২ হাজার ১৫০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে, যেখানে মোট সুদের পরিমাণ কয়েক লাখ ডলারে পৌঁছায়।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ফ্যানি মের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২৬ সালজুড়ে মর্টগেজ রেট ৬ শতাংশের ওপরে থাকতে পারে। ফেডারেল রিজার্ভের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে বাজারে আরো ওঠানামা দেখা যেতে পারে, তবে আপাতত উচ্চ সুদের চাপ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

মসজিদে হামলার পর

(শেষ পাতার পর)

জরিপে দেখা গেছে, স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্বেগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম বাসিন্দা এখন তাদের কমিউনিটিতে আগের তুলনায় কম নিরাপদ বোধ করছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সান দিয়েগো (ইউসি সান দিয়েগো)-এর ইউএস ইমিগ্রেশন পলিসি সেন্টার পরিচালিত এই জরিপে ৩১২ জন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম অংশগ্রহণ করেন। এতে সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ৮৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন ওই হামলার পর তারা আগের চেয়ে বেশি অনিরাপদ অনুভব করছেন। ৭৪ শতাংশ জানান, মুসলিম পরিচয়ের কারণে তারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। পাশাপাশি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা গত এক বছরে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কোনো না কোনো ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন বলে জানান।

জরিপে আরো উঠে এসেছে, প্রায় অর্ধেক অংশগ্রহণকারী মনে করেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে হুমকিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখে না। উল্লেখ্য, গত ১৮ মে সান দিয়েগোর ক্লেয়ারমন্ট এলাকায় ইসলামিক সেন্টার অব সান দিয়েগোর প্রাঙ্গণে দুই কিশোর বন্দুকধারীর হামলায় তিনজন নিহত হন। পরে হামলাকারীরা আত্মহত্যা করে বলে জানানো হয়।

ঘটনার পর ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ইমাম তাহা হাসানে বলেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান ঘৃণারই একটি বেদনাদায়ক প্রকাশ। তার মতে, এটি আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে চলমান বিদ্বেষের ফল। এ জরিপের ফলাফল নীতিনির্ধারক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা প্রতিরোধে কারণ অনুসন্ধান ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

স্থানীয় মুসলিম নেতারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোর জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি জোট ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসোমের কাছে ২০ মিলিয়ন ডলারের জরুরি তহবিল বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়েছে।তবে উদ্বেগের মধ্যেও জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শক্তিশালী ধর্মীয় ও জাতীয় পরিচয়ের অনুভূতি দেখা গেছে। ৯৬ শতাংশ জানান তারা মুসলিম হিসেবে গর্বিত, এবং ৯৪ শতাংশ বলেন তারা আমেরিকান হিসেবে গর্বিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ফলাফল একদিকে যেমন নিরাপত্তাহীনতার বাস্তবতা তুলে ধরছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম পরিচয় ও নাগরিক পরিচয়ের মধ্যে দ্বৈত আত্মপরিচয়ের জটিল বাস্তবতাও প্রকাশ করছে।

ইসরায়েলি বন্ড থেকে ৮৫ শতাংশ

(শেষ পাতার পর)

এ অগ্রগতিকে সংগঠনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে অভিহিত করলেও তারা এখনো অবশিষ্ট বিনিয়োগ সম্পূর্ণভাবে, অর্থাৎ ১০০ শতাংশ ডাইভেস্টমেন্টের দাবি জানিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে নৈতিক বিনিয়োগ, মানবাধিকার এবং সরকারি তহবিল ব্যবহারের নীতিমালা নিয়ে নতুন করে আলোচনা উসকে দিয়েছে। গত ১৭ জুন বাল্টিমোর শহরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে শতাধিক মানুষ অংশ নেন। এ সমাবেশকে আন্দোলনকারীরা বিজয় র‍্যালি হিসেবে উল্লেখ করেন, যেখানে তারা দীর্ঘদিনের প্রচারণা ও জনচাপের ফল হিসেবে এ অগ্রগতিকে উদযাপন করেন। আন্দোলনটি মেরিল্যান্ড ব্রেক দ্য বন্ডস জোটের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, যেখানে জুয়িশ ভয়েস ফর পিস এবং ৪০টিরও বেশি নাগরিক, ধর্মীয়, শ্রমিক ও শিক্ষার্থী সংগঠন যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, জনগণের করের অর্থ কোনো যুদ্ধ-সম্পর্কিত বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত বিনিয়োগে ব্যবহার করা উচিত নয়, বরং নৈতিক বিনিয়োগ নীতির অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত।

সমাবেশ চলাকালে আন্দোলনকারীরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন এবং স্টেট সরকারের প্রতি অবশিষ্ট ইসরায়েলি বন্ড সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে অংশগ্রহণকারীরা মিছিল করে মেরিল্যান্ড স্টেট রিটায়ারমেন্ট অ্যান্ড পেনশন সিস্টেমের বোর্ড অফিসে যান এবং সেখানে শত শত নাগরিকের স্বাক্ষরযুক্ত পোস্টকার্ড জমা দেন। এরপর তারা মেরিল্যান্ড কম্পট্রোলার ব্রুক লিয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে দাবি তোলেন যে, তিনি যেন তার প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পূর্ণ ডাইভেস্টমেন্ট নিশ্চিত করেন। কম্পট্রোলার পেনশন বোর্ডের একমাত্র নির্বাচিত সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আয়োজকদের দাবি অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন পর্যন্ত রাজ্যের পেনশন তহবিল থেকে ইসরায়েলি বন্ডে থাকা বিনিয়োগ ৬০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি কমেছে। আন্দোলনকারীরা এটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ রাজ্য-স্তরের ডাইভেস্টমেন্ট অর্জন হিসেবে উল্লেখ করছেন। তবে সরকারি পর্যায় থেকে এই পরিসংখ্যানের বিস্তারিত আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই করা হয়নি। দীর্ঘদিনের সংগঠিত গ্রাসরুট আন্দোলনের ফলে এ পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, এখনো কাজ শেষ হয়নি এবং সম্পূর্ণ ডাইভেস্টমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

বিজয় সমাবেশের শেষে সংগীত পরিবেশনা, সম্প্রদায়িক মিলনমেলা এবং একটি স্থানীয় ফিলিস্তিনি শেফের তৈরি খাবার পরিবেশন করা হয়। আয়োজকদের মতে, এটি আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ও মানবিক সংহতির প্রতীক। আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দিয়েছেন, মেরিল্যান্ড সরকার সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলি বন্ড থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তারা ক্যাম্পেইন, জনসংযোগ এবং নীতিগত চাপ অব্যাহত রাখবে।

ইসরায়েলি বন্ড থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলো ইউএডব্লিউ কনভেনশন

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স (ইউএডব্লিউ) গত ১৮ জুন তাদের বিনিয়োগ পোর্টফোলিও থেকে ইসরায়েলি বন্ডে থাকা অর্থ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গাজায় চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনটি জানিয়েছে। ডেট্রয়েট শহরের হান্টিংটন প্লেসে অনুষ্ঠিত সংগঠনের ৩৯তম সাংবিধানিক কনভেনশনের শেষ পর্যায়ে গত ১৮ জুন এ প্রস্তাবটি ভোটে পাস হয়। প্রায় এক হাজার প্রতিনিধির হাত তুলে ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়, যারা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিভিন্ন ইউএডব্লিউ লোকাল ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি বন্ড ও সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজে থাকা কয়েক লাখ ডলারের বিনিয়োগ এ সিদ্ধান্তের ফলে প্রত্যাহার করা হবে। তবে ঠিক কত পরিমাণ অর্থ প্রত্যাহার করা হবে, তা নির্দিষ্টভাবে জানানো হয়নি। ইউএডব্লিউ নেতৃত্ব জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই সংগঠনটি বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরেই সংগঠনটি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করে এবং ইসরায়েলের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক নিয়ে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা শুরু করে।

ইউএডব্লিউ রিজিয়ন ৯এ-এর পরিচালক ব্র্যান্ডন মাঙ্গিলা এক বিবৃতিতে বলেন, সংগঠনটি ইতিহাসজুড়ে বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও মানবাধিকার ইস্যুতে অবস্থান নিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং কন্ট্রা যুদ্ধের বিরুদ্ধেও তারা অবস্থান নিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, গাজা ও ইসরায়েলের সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো এবং বিনিয়োগ পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত সংগঠনের ন্যায়বিচারভিত্তিক অবস্থানেরই অংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের একটি সাক্ষাৎকার অনুযায়ী ইউএডব্লিউর ইসরায়েলি বন্ডে আনুমানিক ৪ লাখ থেকে ৭ লাখ ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ ছিল, যদিও বাজার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এই পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে। বর্তমান সময়ে মোট বিনিয়োগের সঠিক পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি।

ভোটের বিস্তারিত সংখ্যা বা কতজন প্রতিনিধি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। তবে ইউএডব্লিউ কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে এবং ডাইভেস্টমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু হবে। এ সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিনিয়োগ নীতির ভূমিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ভুলে ডিটেইনিকে আইসের

(শেষ পাতার পর)

করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সম্পন্ন হওয়ার আগেই এই স্থানান্তর ঘটে।

ঘটনাটি ঘটে গত ১৮ জুন, যখন একটি ফেডারেল ডিটেইনার অনুরোধের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে আইসিই হেফাজতে পাঠানো হয়। তবে শেরিফ অফিস জানায়, সে সময়ে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সব যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি। শেরিফের দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট শেরিফ ক্রিস ফেলডেনজার জানান, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একটি স্ট্যান্ডার্ড আইসিই ফর্মে ফ্ল্যাগড ছিলেন, যা আগে সাধারণত ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করতে ব্যবহৃত হতো। তবে নতুন মেরিল্যান্ড কমিউনিটি ট্রাস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরো কঠোর শর্ত মানতে হয়।

আইন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট আইনি ভিত্তি ছাড়া কাউকে আইসিইতে হস্তান্তর করা সীমিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তারিত পর্যালোচনা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এক্ষেত্রে সে পর্যালোচনা শেষ হওয়ার আগেই হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। ঘটনাটি প্রকাশ পায় তখন, যখন একজন পাবলিক ডিফেন্ডার ওই ডিটেইনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারেন যে, তাকে ইতোমধ্যে আইসিইতে পাঠানো হয়েছে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক প্রশ্ন ওঠে এবং আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ সামনে আসে।

পরবর্তী সময় শেরিফ অফিস অভ্যন্তরীণ তদন্ত করে স্বীকার করে যে হস্তান্তরটি কমিউনিটি ট্রাস্ট অ্যাক্টের শর্ত পূরণ করেনি। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, তারা এখন আইন মেনে চলার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল এড়াতে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফেলডেনজার আরো জানান, ঘটনার সময় মেরিল্যান্ড অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর থেকে আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনার অপেক্ষায় ছিল শেরিফ অফিস, যা একই দিনে পরে জারি করা হয়।

এদিকে এ ঘটনা ঘিরে স্থানীয় প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে। মন্টগোমারি কাউন্টি কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট নাটালি ফানি-গনজালেস এক বিবৃতিতে বলেন, শেরিফ ম্যাক্সওয়েল ইউয়ের দপ্তর মেরিল্যান্ড কমিউনিটি ট্রাস্ট অ্যাক্ট অনুসারে আইন ও নীতিমালা মানতে ব্যর্থ হয়েছে। এ নিয়ে তিনি অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ। তিনি আরো বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে প্রত্যাশা হলো সব নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা এবং আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

এ ঘটনা এমন সময়ে ঘটল, যখন মন্টগোমারি কাউন্টি ইতোমধ্যে ফেডারেল অভিবাসন প্রয়োগ সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা সীমিত করতে নিজস্ব ট্রাস্ট অ্যাক্ট বাস্তবায়ন করেছে। নতুন নীতিতে বিচারিক ওয়ারেন্ট ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শেরিফ অফিস জানিয়েছে, ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রশাসনিক ত্রুটি এড়াতে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া আরো কঠোর করা হয়েছে এবং কর্মীদের জন্য অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ চালু করা হবে।

সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

২০৩৪ সালের পর সোশ্যাল সিকিউরিটি

(প্রথম পাতার পর)

আমেরিকানের প্রধান আর্থিক ভরসা, তার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে নতুন সতর্কবার্তা দিয়েছে সোশ্যাল সিকিউরিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ। ইসরায়েল নিয়ে বিদেশনীতি ও যুদ্ধের প্রশ্নে কংগ্রেসের ব্যাপক মনোযোগ থাকলেও সাধারণ আমেরিকানদের অবসরভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ আর্থিক সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাচ্ছে না সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের কাছে ।

যুক্তরাষ্ট্রের সোশ্যাল সিকিউরিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ তাদের ২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ওল্ড-এজ অ্যান্ড সারভাইভার্স ইন্স্যুরেন্স (ওএএসআই) এবং ডিজঅ্যাবিলিটি ইন্স্যুরেন্স (ডিআই) ট্রাস্ট ফান্ডের সম্মিলিত রিজার্ভ ২০৩৪ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত সব সুবিধা ও প্রশাসনিক ব্যয় পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। এটি গত বছরের পূর্বাভাসের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে ২০৩৪ সালের পর ট্রাস্ট ফান্ডের রিজার্ভ শেষ হয়ে গেলে তৎকালীন আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত সুবিধার প্রায় ৮৩ শতাংশ পরিশোধ করা সম্ভব হবে। যদি আয় কমে যায়, তাহলে সুবিধার প্রায় ৮৩ শতাংশ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবসরভাতা ও উত্তরাধিকারীদের জন্য ব্যবহৃত ওল্ড-এজ অ্যান্ড সারভাইভার্স ইন্স্যুরেন্স ট্রাস্ট ফান্ডের রিজার্ভ ২০৩২ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে শেষ হয়ে যেতে পারে। সে সময় ফান্ডটির চলমান আয় দিয়ে নির্ধারিত সুবিধার প্রায় ৭৮ শতাংশ প্রদান করা যাবে। অন্যদিকে, প্রতিবন্ধী কর্মীদের জন্য ডিজঅ্যাবিলিটি ইন্স্যুরেন্স ট্রাস্ট ফান্ড আগামী ৭৫ বছরের পূর্বাভাসকাল জুড়ে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৫ সালে ওল্ড-এজ অ্যান্ড সারভাইভার্স ইন্স্যুরেন্স ও ডিজঅ্যাবিলিটি ইন্স্যুরেন্স (ডিআই) ট্রাস্ট ফান্ডের সম্মিলিত রিজার্ভ ১৬০ বিলিয়ন ডলার কমে ২ দশমিক ৫৬ ট্রিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। একই বছরে সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্মসূচির মোট আয় ছিল ১ দশমিক ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ১ দশমিক ৩২ ট্রিলিয়ন ডলার এসেছে পে-রোল ট্যাক্স থেকে, ৫৮ বিলিয়ন ডলার সুবিধাভোগীদের কর থেকে এবং ৬৯ বিলিয়ন ডলার সুদ আয় হিসেবে।

অন্যদিকে ২০২৫ সালে কর্মসূচিটির মোট ব্যয় দাঁড়ায় ১ দশমিক ৬১ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ১ দশমিক ৬০ ট্রিলিয়ন ডলার সরাসরি সুবিধা হিসেবে ৭ কোটি উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রশাসনিক ব্যয় ছিল প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার, যা মোট ব্যয়ের মাত্র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সোশ্যাল সিকিউরিটির মোট ব্যয় ২০২১ সাল থেকে মোট আয়ের চেয়ে বেশি এবং ২০১০ সাল থেকে কর্মসূচিটির ব্যয় সুদবিহীন আয়ের চেয়ে বেশি রয়েছে। ২০২৬ সাল থেকে বার্ষিক ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক আয়ের চেয়ে বেশি থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সোশ্যাল সিকিউরিটি কমিশনার ফ্র্যাঙ্ক জে. বিসিগনানো বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন সোশ্যাল সিকিউরিটিকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করার অঙ্গীকারে কাজ করছে। তিনি বলেন, সেবা উন্নয়ন, অপচয় ও জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সোশ্যাল সিকিউরিটির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রশাসন ও আইনপ্রণেতাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে প্রায় ১৮৫ মিলিয়ন কর্মী সোশ্যাল সিকিউরিটির আওতায় আয় করেছেন এবং পে-রোল ট্যাক্স প্রদান করেছেন। একই সময়ে ট্রাস্ট ফান্ডের রিজার্ভ গড়ে ২ দশমিক ৬ শতাংশ হারে সুদ আয় করেছে।

বর্তমানে সোশ্যাল সিকিউরিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সরকারি সদস্যরা হলেন–ট্রেজারি সেক্রেটারি ও ম্যানেজিং ট্রাস্টি স্কট বেসেন্ট, সোশ্যাল সিকিউরিটি কমিশনার ফ্র্যাঙ্ক জে. বিসিগনানো, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের সচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র এবং ভারপ্রাপ্ত শ্রম সচিব কিথ ই. সন্ডারলিং। বোর্ডের দুটি পাবলিক ট্রাস্টি পদ এখনো শূন্য রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কংগ্রেস যদি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কর বৃদ্ধি, সুবিধা কাঠামো পরিবর্তন বা অন্য কোনো আর্থিক সংস্কার না করে, তাহলে ২০৩৪ সালের পর সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা কমে যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তবে বর্তমানে কর্মসূচিটি দেউলিয়া হচ্ছে না; বরং ট্রাস্ট ফান্ডের সঞ্চিত রিজার্ভ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরো জোরালো হয়ে উঠছে।

নতুনভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়া এক নারী তার কাগজপত্র প্রদর্শন করছেন

নাগরিকত্ব আবেদনের ফি

(প্রথম পাতার পর)

জন্য আবেদন ফি বর্তমানের তুলনায় ৫৭০ ডলার পর্যন্ত বাড়ানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে প্রশাসন। একই সঙ্গে নিম্ন আয়ের আবেদনকারীদের জন্য দীর্ঘদিনের ফি মওকুফ এবং ফি কমানোর সুবিধাও বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) প্রস্তাব অনুযায়ী, কাগজে নাগরিকত্বের আবেদন জমা দিতে বর্তমানে যেখানে ৭৬০ ডলার ফি দিতে হয়, সেখানে নতুন নিয়ম কার্যকর হলে আবেদনকারীদের গুণতে হবে ১ হাজার ৩৩০ ডলার। অন্যদিকে অনলাইনে আবেদনকারীদের জন্য ফি ৭১০ ডলার থেকে বেড়ে ১ হাজার ২৮০ ডলার হবে। এছাড়া কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে পুনর্বিবেচনার আবেদন করার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ৬৪৫ ডলার ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

বর্তমানে অনেক নিম্ন আয়ের গ্রিন কার্ডধারী নাগরিকত্বের আবেদন করার সময় ফি মওকুফ অথবা আংশিক ফি ছাড়ের সুবিধা পান। বিশেষ করে যেসব পরিবারের আয় ফেডারেল দারিদ্র্যসীমার ৪০০ শতাংশ বা তার নিচে, তারা কম খরচে আবেদন করার সুযোগ পান। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী এ দুটি সুবিধাই তুলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর কোনো আবেদনকারী আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নাগরিকত্ব আবেদনের ফি মওকুফ বা কমানোর সুযোগ পাবেন না। তবে সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং ভেটেরানদের জন্য বিদ্যমান কিছু ফি ছাড় ও অব্যাহতি বহাল রাখার কথা বলা হয়েছে।

অভিবাসন অধিকারকর্মীরা বলছেন, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে নিম্ন আয়ের লাখো বৈধ অভিবাসীর জন্য নাগরিকত্ব অর্জন আরো কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে বয়স্ক অভিবাসী, শরণার্থী, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তবে এ ফি বৃদ্ধি এখনো কার্যকর হচ্ছে না। এটি এখনো একটি প্রস্তাবিত নিয়ম মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নিয়ম প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এটি প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে সাধারণ জনগণ, অভিবাসন বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী, অধিকারকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী ৬০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে মতামত বা আপত্তি জমা দিতে পারবেন। এরপর সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ফলে জনমতের ভিত্তিতে এ প্রস্তাবে পরিবর্তন আসারও সুযোগ রয়েছে।

নতুন প্রস্তাবে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) বলেছে, নাগরিকত্ব আবেদনের প্রকৃত খরচ পূরণ করতে এবং আবেদনকারীদের আরো গভীরভাবে যাচাই-বাছাই করতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে। ইউএসসিআইএস অন্য অনেক ফেডারেল সংস্থার মতো সরাসরি কংগ্রেসের অর্থায়নের ওপর নির্ভর করে না সংস্থাটির অধিকাংশ কার্যক্রম পরিচালিত হয় আবেদনকারীদের দেওয়া ফি থেকে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তাদের ব্যাখ্যায় বলেছে, অতীতের প্রশাসনগুলো নাগরিকত্বকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আবেদন ফি তুলনামূলকভাবে কম রেখেছিল। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন মনে করে নাগরিকত্বের আবেদনকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কারণে অন্য অভিবাসন সুবিধার আবেদনকারীদের ওপর আর্থিক চাপ পড়ে। প্রস্তাবে ডিএইচএস উল্লেখ করেছে, পূর্ববর্তী প্রশাসনগুলোর অগ্রাধিকার ছিল নাগরিকত্ব ও সামাজিক একীকরণকে উৎসাহিত করা। সে কারণে ন্যাচারালাইজেশন আবেদনগুলো কম খরচে রাখা হয়েছিল। বর্তমান প্রশাসন আর সে নীতি অনুসরণ করছে না। বর্তমানে অধিকাংশ বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা তিন বা পাঁচ বছর গ্রিনকার্ডধারী থাকার পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন। নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদনকারীকে ইংরেজি ভাষা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ও সরকারব্যবস্থা সম্পর্কিত সিভিকস পরীক্ষা পাস করতে হয়। পাশাপাশি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধমূলক রেকর্ড না থাকা এবং সুনৈতিক চরিত্র প্রমাণ করাও বাধ্যতামূলক। নাগরিকত্ব পাওয়ার পর একজন অভিবাসী ভোটাধিকার, ফেডারেল চাকরির সুযোগ, মার্কিন পাসপোর্ট এবং পরিবারের সদস্যদের অভিবাসন সুবিধা দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জন করেন। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প প্রশাসন বৈধ এবং অবৈধ উভয় ধরনের অভিবাসন ব্যবস্থায় কঠোর অবস্থান নিয়েছে। নাগরিকত্ব আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও প্রশাসন গুড মোরাল ক্যারেক্টার বা নৈতিক চরিত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়া আরো জোরদার করেছে। এছাড়া বহু বছর ধরে কার্যত বন্ধ থাকা নেইবারহুড চেকস বা প্রতিবেশী যাচাই প্রক্রিয়াও পুনরায় চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কর্মকর্তারা আবেদনকারীর প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সমালোচকরা বলছেন, এসব পদক্ষেপ আবেদন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করবে এবং নাগরিকত্ব পাওয়া আরো জটিল করে তুলবে। একই সময়ে ট্রাম্প প্রশাসন ইতোমধ্যে নাগরিকত্ব পাওয়া বিদেশে জন্মগ্রহণকারী মার্কিন নাগরিকদের বিরুদ্ধে ডিন্যাচারালাইজেশন অভিযানও জোরদার করেছে। যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব আবেদনের সময় তথ্য গোপন করা, জালিয়াতি করা অথবা অপরাধমূলক ইতিহাস লুকানোর অভিযোগ রয়েছে, তাদের নাগরিকত্ব বাতিলের উদ্যোগ বাড়ানো হয়েছে।

প্রশাসনের দাবি, যারা প্রতারণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলো সতর্ক করে বলেছে, অতিরিক্ত কঠোরতা অনেক বৈধ আবেদনকারীর মধ্যে ভয় এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসনের এই প্রস্তাব এখনো চূড়ান্ত নয়। তবে এটি বাস্তবায়িত হলে গত কয়েক দশকের মধ্যে নাগরিকত্ব আবেদনের খরচে অন্যতম বড় বৃদ্ধি হিসেবে বিবেচিত হবে। অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো ইতোমধ্যে প্রস্তাবটির বিরোধিতা শুরু করেছে। তারা যুক্তি দিচ্ছে, নাগরিকত্বকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে এ পদক্ষেপ লাখো বৈধ অভিবাসীর সামনে নতুন আর্থিক বাধা সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে প্রশাসনের দাবি, আবেদনকারীদের আরো গভীরভাবে যাচাই করা এবং ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ অতিরিক্ত অর্থ অপরিহার্য। আগামী কয়েক মাসে জনমত গ্রহণ, আইনি পর্যালোচনা এবং চূড়ান্ত নিয়ম প্রকাশের পরই স্পষ্ট হবে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব অর্জনের পথ কতটা ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে যাচ্ছে।

২০২৫ সালে জন্মগ্রহণকারী শিশুরা

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম

(প্রথম পাতার পর)

শিশুর জন্ম হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিস্টিকসের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩৬ লাখ ৬ হাজার ৪০০ শিশুর জন্ম হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১ শতাংশ কম। গত এক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার ধীরে ধীরে কমছে। উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়, আবাসন সংকট, শিশু লালন-পালনের ক্রমবর্ধমান খরচ এবং পরিবার গঠনে বিলম্বের কারণে অনেক আমেরিকান সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিচ্ছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, জন্মহার কমে যাওয়া এবং জনসংখ্যার দ্রুত বার্ধক্য যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, শ্রমবাজার, সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং মেডিকেয়ার কর্মসূচির ওপর দীর্ঘমেয়াদে চাপ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭ কোটি মানুষ সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা গ্রহণ করছেন, আর কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর তুলনায় অবসরপ্রাপ্তদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

জন্মহার ক্রমাগত কমতে থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে অভিবাসনের গুরুত্ব আরো বেড়েছে। জন্মহার কমে যাওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমবাজার, সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং মেডিকেয়ার কর্মসূচির ওপর চাপ বাড়ছে। তরুণ কর্মীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে গেলে অবসরপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর ব্যয় বহন করা আরো কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবধান ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বৃদ্ধি (জন্ম মাইনাস মৃত্যু) আগের তুলনায় অনেক কম অবদান রাখছে। এ পরিস্থিতিতে বৈধ অভিবাসন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, শ্রমশক্তি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে।

অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, জন্মহার নিম্নমুখী থাকা এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান, কর রাজস্ব এবং অবসরভাতা কর্মসূচির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রকে অভিবাসন নীতি, পরিবারবান্ধব কর্মসূচি এবং সন্তান লালন-পালনের ব্যয় কমানোর বিষয়ে নতুন করে গুরুত্ব দিতে হতে পারে। জনসংখ্যা গবেষকরা বলছেন, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শ্রমশক্তি বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রকে অভিবাসন, পরিবারবান্ধব নীতি এবং জন্মহার বৃদ্ধির বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হতে পারে।

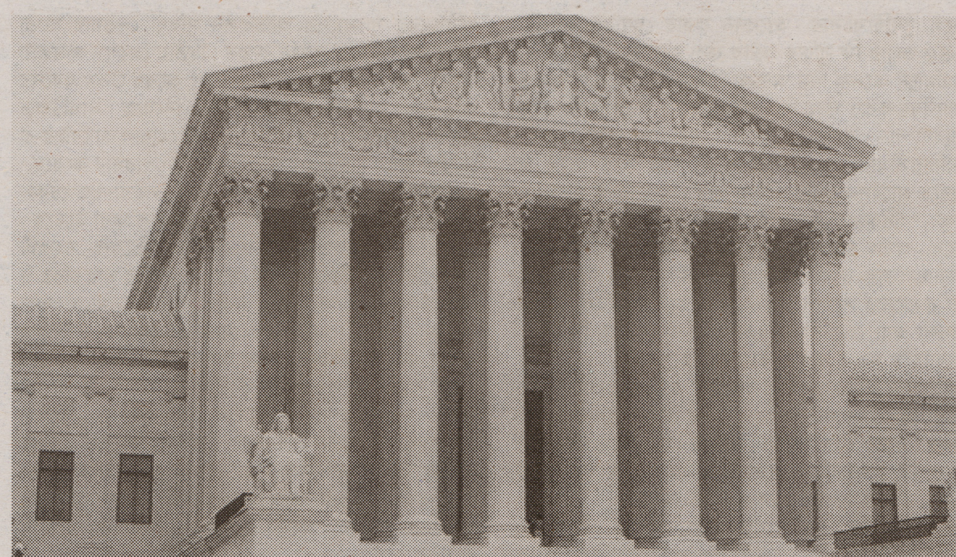
ইউএস সুপ্রিম কোর্ট

গ্রিন কার্ডধারীকেও বহিষ্কারের ক্ষমতা

(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছে যে, বিদেশ ভ্রমণ শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার সময় কোনো গ্রিন কার্ডধারী বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধের বিশ্বাসযোগ্য সন্দেহ থাকলে বা মনে করলে ইমিগ্রেশন অফিসার বা সীমান্ত কর্মকর্তারা তাকে ইমিগ্রেশন প্যারোল অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারেন এবং পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে বহিষ্কার কার্যক্রম শুরু করতে পারেন। অভিবাসন আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রায় ভবিষ্যতে গ্রিন কার্ডধারীদের পুনঃপ্রবেশের অধিকার, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার সুরক্ষা এবং অভিবাসন বিষয়ে নির্বাহী ক্ষমতার সীমা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে বিবেচিত হবে।

মামলাটি নিউ জার্সির বাসিন্দা ও গ্রিন কার্ডধারী মুক চয় লাউকে কেন্দ্র করে। ২০১২ সালে চীন সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার সময় সীমান্ত কর্মকর্তারা তাকে জাল পণ্যের ব্যবসার অভিযোগে সন্দেহভাজন হিসেবে ইমিগ্রেশন প্যারোলে রাখেন। পরে লাউ নিউ জার্সিতে নকল পোশাক বিক্রির দায় স্বীকার করলে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) তার বিরুদ্ধে দ্রুত বহিষ্কার কার্যক্রম শুরু করে। লাউয়ের আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে, সীমান্ত কর্মকর্তারা তাদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছিলেন, কারণ তখনও তিনি কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হননি। তাদের মতে, ওই সিদ্ধান্তই পরবর্তীতে তাকে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে ফেলে। তবে আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে জাস্টিস ক্লেরেন্স থমাস লিখেছেন, সীমান্ত কর্মকর্তাদের ওপর এ দায় ছিল না যে তারা স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের মাধ্যমে দেখাবেন যে মুক চয় লাউ নৈতিক স্খলনমূলক কোনো অপরাধ করেছেন। অন্যদিকে ভিন্নমত পোষণ করে বিচারপতিকেটানজি ব্রাউন জ্যাকসন সতর্ক করেন যে এই সিদ্ধান্ত সরকারকে অত্যধিক ক্ষমতা দিচ্ছে। তিনি লিখেছেন, লাউকে কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই ইমিগ্রেশন লিম্বো বা অনিশ্চিত আইনি অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জ্যাকসন তার ভিন্নমতে বলেন, আমি আশঙ্কা করছি আদালত এখন সরকারের হাতে একটি বিশাল ব্ল্যাঙ্ক চেক তুলে দিল। তার এই মতামতে আদালতের অপর দুই উদারপন্থী বিচারপতিও যোগ দেন।

ট্রাম্প প্রশাসন আদালতে যুক্তি দিয়েছিল যে, কোনো গ্রিন কার্ডধারীর বিরুদ্ধে অপরাধের যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থ াকলেই তাকে ইমিগ্রেশন প্যারোলে রাখা বৈধ। ফেডারেল আইনজীবীরা অভিবাসন বিষয়ে নির্বাহী শাখার ক্ষমতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রহণের জন্য আদালতের প্রতি আহ্বান জানান। রায়টি এমন এক সময়ে এসেছে যখন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প -এর কঠোর অভিবাসন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিবেচনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার প্রচেষ্টা, কঠোর আশ্রয়নীতি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ এবং যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পালিয়ে আসা অভিবাসীদের অস্থায়ী আইনি সুরক্ষা বাতিলের বিষয়। একই দিনে সুপ্রিম কোর্ট আরেকটি ৬-৩ রায়ে লুইজিয়ানার এক সাবেক বন্দির মামলাও খারিজ করে। ওই ব্যক্তি অভিযোগ করেছিলেন যে কারা কর্মকর্তারা তার রাস্তাফারিয়ান ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থীভাবে তার জটাধারী চুল কেটে দিয়েছিলেন। আদালত রায় দেয় যে বন্দিদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার জন্য প্রণীত ফেডারেল আইন রিলিজিয়াস ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনালাইজড পারসন্স অ্যাক্ট (আরএলইউআইপিএ) ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবি করে মামলা করার সুযোগ দেয় না। ফলে ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আর্থিকভাবে দায়ী করা যাবে না।বিশ্লেষকদের মতে, গ্রিন কার্ডধারীদের মামলায় দেওয়া সর্বশেষ রায় ভবিষ্যতে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে অভিবাসন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করতে পারে এবং অভিবাসন সংক্রান্ত নির্বাহী ক্ষমতার পরিধি নিয়ে চলমান বিতর্ককে নতুন মাত্রা দেবে।

নিউইয়র্কের নতুন অভিবাসন আইন চ্যালেঞ্জ করে আদালতে ট্রাম্প প্রশাসন

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সদ্য পাস হওয়া অভিবাসন আইনকে চ্যালেঞ্জ করে ফেডারেল আদালতে মামলা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) অভিযোগ করেছে, ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করে নিউইয়র্ক আইনসভা তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে। ২২ জুন সোমবার নিউইয়র্কের বাফেলোর ফেডারেল আদালতে দায়ের করা মামলায় বিচার বিভাগ দাবি করে, ২৭৭ বিলিয়ন ডলারের স্টেটের বাজেটের অংশ হিসেবে গৃহীত নতুন আইনটি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সুপ্রিমেসি ক্লজ বা ফেডারেল আইনের সর্বোচ্চতার নীতির পরিপন্থী। ওই ধারায় বলা হয়েছে, কোনো স্টেট ফেডারেল সরকারের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

এর জবাবে গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস পৃথক পাল্টা মামলা দায়ের করেছেন, যাতে আইনটি নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কার্যকর করা যায়। দুই পক্ষের আইনি লড়াই মূলত নতুন আইনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে ঘিরে। প্রথম বিধান অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা-যার মধ্যে আইস এজেন্টরাও অন্তর্ভুক্ত। দায়িত্ব পালনকালে এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের সময় মুখ ঢেকে রাখতে পারবেন না। তবে গোপন অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তাদের জন্য ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। আইনটির এই অংশ চলতি সপ্তাহেই কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। দ্বিতীয় বিধানটি স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আইসিইর মধ্যে তথাকথিত ২৮৭(জি) সহযোগিতা চুক্তি নিষিদ্ধ করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় পুলিশ বা শেরিফ অফিসগুলো নির্দিষ্ট অভিবাসন প্রয়োগ কার্যক্রমে ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে। ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস-এর মতে, এই দুটি ব্যবস্থাই অভিবাসন আইন কার্যকরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মামলায় বলা হয়েছে, নিউইয়র্কের আইন ফেডারেল আইন প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

গভর্নর হোচুল আইনটির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি ব্যাজের সঙ্গে জনগণের আস্থা রক্ষার দায়িত্ব জড়িত। নিউইয়র্কবাসীর জানার অধিকার রয়েছে কে তাদের কমিউনিটিতে আইন প্রয়োগ করছে এবং স্থানীয় সম্পদ জননিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে কি না। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে আইসিই এজেন্টদের মুখোশ ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আরোপকারী আইন পাস হয়েছে। বিচার বিভাগ ইতোমধ্যে নিউ জার্সি, কানেকটিকাট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার অনুরূপ আইনগুলোকেও আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার আইন একটি ফেডারেল আদালত সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে, কারণ বিচারকের মতে সেটি ফেডারেল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক হতে পারে।

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের সীমান্তবিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা টম হোমান হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে নিউইয়র্কে আরও বেশি আইসিই এজেন্ট মোতায়েন করা হতে পারে। তার দাবি, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সহযোগিতা না পাওয়ায় অভিবাসন আইন কার্যকরে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হচ্ছে। তবে গভর্নর হোকুল বলেছেন, এমন পদক্ষেপ নিউইয়র্কের অর্থনীতি ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বর্তমানে নিউইয়র্কের কয়েকটি কাউন্টিতে বিভিন্ন ধরনের ২৮৭(জি) চুক্তি কার্যকর রয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী এসব চুক্তি ৯০ দিনের মধ্যে বাতিল করতে হবে, যার সময়সীমা আগামী আগস্টের শেষ দিকে শেষ হবে। তবে কয়েকজন স্থানীয় রিপাবলিকান কর্মকর্তা ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে তারা এই নির্দেশনা মানতে রাজি নন এবং আইনি লড়াই চালিয়ে যাবেন।পর্যবেক্ষকদের মতে, মামলাটি শুধু নিউইয়র্কের অভিবাসন নীতির ভবিষ্যতই নির্ধারণ করবে না, বরং ফেডারেল সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতার সীমা নিয়ে চলমান জাতীয় বিতর্কেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অভিবাসন আইন প্রয়োগে অঙ্গরাজ্যগুলোর ভূমিকা কতটা হতে পারে, সে প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করবে।

মেডিকেইড ও ওবামাকেয়ার

মেডিকেইড ও ওবামাকেয়ার

(প্রথম পাতার পর)

আইন অনুযায়ী আগামী ১০ বছরে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার মেডিকেইড ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়ত, অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট-এর আওতায় প্রদত্ত বর্ধিত প্রিমিয়াম ভর্তুকির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া। ফলে লাখো আমেরিকানের স্বাস্থ্যবীমার প্রিমিয়াম দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছে। প্রটেক্ট আওয়ার কেয়ারের নির্বাহী পরিচালক ব্র্যাড উডহাউস বলেন, আমরা ইতোমধ্যে ৫০ লাখ মানুষকে কভারেজ হারাতে দেখছি। পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত জুনের তুলনায় মেডিকেইড ও চিলড্রেনস হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম কর্মসূচিতে নিবন্ধন কমেছে প্রায় ৩৮ লাখ এবং অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট পরিকল্পনায় কমেছে আরো প্রায় ১২ লাখ। এর ফলে মোট পতনের সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

স্বাস্থ্যনীতি বিশেষজ্ঞদের মতে, এ পরিস্থিতি অনেকটাই পূর্বাভাসযোগ্য ছিল। গত বছরই কংগ্রেশনাল বাজেট অফিস (সিবিও) সতর্ক করেছিল যে মেডিকেইড কাটছাঁট ও অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট ভর্তুকি বাতিলের কারণে ২০৩৪ সালের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ স্বাস্থ্যবীমাহীন হয়ে পড়তে পারে।

যোগ্যতা সীমিত করা এবং একের পর এক বিধিনিষেধ আরোপের এটি ছিল সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ফলাফল। এর মূল্য দিতে হবে আমেরিকানদের জীবনহানি ও অর্থনৈতিক দুর্ভোগের মাধ্যমে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, স্বাস্থ্যবীমা হারানো মানুষ সাধারণত চিকিৎসা নিতে দেরি করেন বা চিকিৎসা পুরোপুরি এড়িয়ে যান। ফলে রোগ আরো জটিল আকার ধারণ করে এবং চিকিৎসা ব্যয়ও বেড়ে যায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেডিকেইড ও চিলড্রেনস হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম নিবন্ধনে সবচেয়ে বড় পতন দেখা গেছে ইন্ডিয়ানা, লুইজিয়ানা, অ্যারিজোনা, রোড আইল্যান্ড ও ডেলাওয়্যার অঙ্গরাজ্যে।

অন্যদিকে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনায় নর্থ ক্যারোলিনা, ওহাইও, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ইন্ডিয়ানা এবং ডেলাওয়্যারে সবচেয়ে বেশি মানুষ কভারেজ হারিয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, পরিস্থিতি আরো জটিল হতে পারে কারণ মেডিকেইডের নতুন কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত শর্ত অধিকাংশ স্টেটে আগামী জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। নেব্রাস্কা ইতোমধ্যে মে মাসে এ নিয়ম চালু করেছে এবং মন্টানাও শিগগির তা অনুসরণ করবে।

ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গের স্বাস্থ্যনীতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মিরান্ডা ইয়াভার বলেন, নতুন নিয়মের কারণে বহু নিম্ন আয়ের মানুষ এবং বৈধ অভিবাসী পরিবার স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

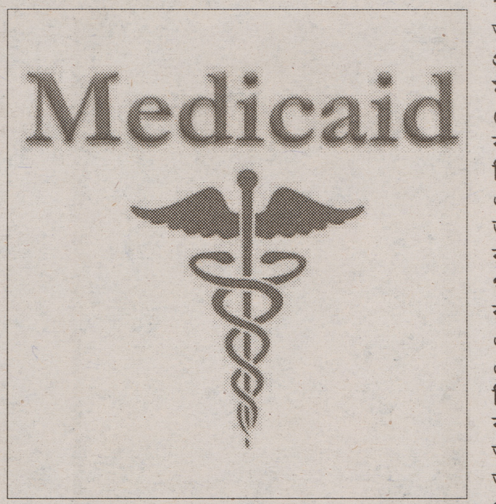

থেকে সরে যেতে পারেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, বর্তমান সংখ্যা কেবল শুরু। সামনে কভারেজ হারানোর ঘটনা আরো দ্রুত বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যবীমা হারানো মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, হাসপাতালগুলোতে অবৈতনিক চিকিৎসা ব্যয়ও তত বাড়বে। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যয়ের বড় অংশ করদাতাদের ওপরই বর্তাবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের চলমান জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটকে আরো গভীর করতে পারে।

মিনেসোটায় কর্মকর্তার

(প্রথম পাতার পর)

মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজসহ কয়েকজন ডেমোক্রেটিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জারি করা ফেডারেল সমন বাতিল করে দিয়েছেন এক ফেডারেল বিচারক। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, এ সমনগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল আইনগত তদন্ত নয়, বরং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি এবং কর্মকর্তাদের হয়রানি করা। গত ২২ জুন প্রকাশিত ৭৫ পৃষ্ঠার রায়ে ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট অব মিনেসোটার বিচারক প্যাট্রিক শিল্টজ মন্তব্য করেন, ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস (ডিওজে) গ্র্যান্ড জুরি প্রক্রিয়াকে বৈধ ফৌজদারি তদন্তের পরিবর্তে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, সমনের মাধ্যমে যে তথ্য চাওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে সম্ভাব্য কোনো অপরাধের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত দুর্বল, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন।

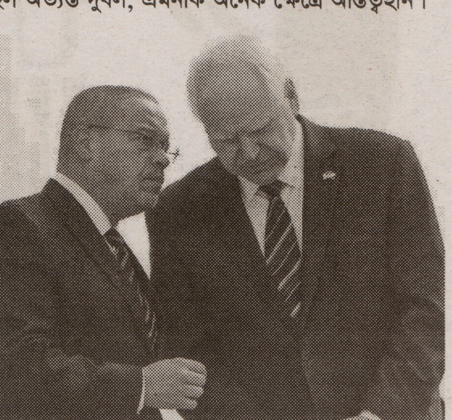
মিনেসোটার অ্যাটর্নি জেনারেল কিথ এলিসন (বামে) এবং গভর্নর টিম ওয়ালজ

মামলার সূত্রপাত ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মিনিয়াপোলিস-সেন্ট পল এলাকায় পরিচালিত ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যাপক অভিবাসন অভিযানকে কেন্দ্র করে। ওই অভিযানে হাজার হাজার ফেডারেল এজেন্ট অংশ নেন এবং শত শত অভিবাসীকে আটক করা হয়। অভিযানের সময় মিনেসোটার ডেমোক্রেটিক নেতৃত্ব প্রকাশ্যে এর সমালোচনা করে এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে ফেডারেল অভিবাসন আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

এরপর ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস গভর্নর টিম ওয়ালজ, মিনেসোটার অ্যাটর্নি জেনারেল কিথ এলিসন, মিনিয়াপোলিসের মেয়র জ্যাকব ফ্রে, সেন্ট পলের মেয়র কাওলি হার এবং হেনেপিন ও র‍্যামসি কাউন্টির কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। সমনের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে এক বছরেরও বেশি সময়ের ই-মেইল, টেক্সট বার্তা, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, নীতিগত নথি এবং অভিবাসন-সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের রেকর্ড চাওয়া হয়েছিল। বিচারক শিল্টজ তার রায়ে বলেন, সমনে চাওয়া অধিকাংশ নথিই সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত রাজনৈতিক বক্তব্য, নীতিগত আলোচনা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকারি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি আরো উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো অনুযায়ী কোনো অঙ্গরাজ্যকে ফেডারেল সিভিল অভিবাসন আইন বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব জনবল বা অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করা যায় না।

রায়ে বিচারক বলেন, বিচার বিভাগ কোনো প্রকৃত ফৌজদারি তদন্ত পরিচালনা করছে বলে প্রতীয়মান হয় না; বরং তারা অন্য উদ্দেশ্যে গ্র্যান্ড জুরি প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। তিনি আরো বলেন, সমন জারির পক্ষে একটি বিশ্বাসযোগ্য তদন্তমূলক কারণও বিচার বিভাগ দেখাতে পারেনি এবং প্রমাণগুলো স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে এসব পদক্ষেপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।

রায়ের পর গভর্নর টিম ওয়ালজ একে আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্তকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এ মামলা তার একটি উদাহরণ। ওয়ালজের ভাষায়, মিনেসোটা থেকে শুরু করে পুরো দেশেই আমরা এই প্রশাসনের আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি।

অ্যাটর্নি জেনারেল কিথ এলিসন বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। এটি প্রত্যেক আমেরিকানের জন্য উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত। মিনিয়াপোলিসের মেয়র জ্যাকব ফ্রে বলেন, এ তদন্ত কখনোই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল না। তার মতে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনগণের পক্ষে কথা বলার অধিকার রয়েছে এবং সরকারের নীতির সমালোচনা করা কোনো অপরাধ হতে পারে না। সেন্ট পলের মেয়র কাওলি হারও অভিযোগ করেন, তাদের শহর অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় অবস্থান নেওয়ায় রাজনৈতিক প্রতিশোধের শিকার হয়েছে।

মামলাটি এমন সময় সামনে এলো যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স পৃথকভাবে মিনেসোটার সামাজিক সেবা কর্মসূচিতে কথিত জালিয়াতির অভিযোগ তদন্তের জন্য বিচার বিভাগকে আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও বিচার বিভাগ এখনো এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে বলে জানায়নি। ওয়ালজ ও এলিসন উভয়েই এসব অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। গত এক বছরে ট্রাম্প প্রশাসনের বিচার বিভাগকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ একাধিকবার সামনে এসেছে। সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কোমি এবং নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের বিরুদ্ধে আনা মামলাও আদালতে খারিজ হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি গ্র্যান্ড জুরি বিচার বিভাগের চাওয়া অভিযোগপত্র অনুমোদন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, মিনেসোটা মামলার এ রায় শুধু গভর্নর ওয়ালজ বা রাজ্যের অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য নয়, বরং পুরো যুক্তরাষ্টের অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক নজির। এটি পুনরায় স্পষ্ট করেছে যে ফেডারেল সরকার অভিবাসন নীতি নির্ধারণ করতে পারলেও অঙ্গরাজ্যগুলোকে সে নীতি বাস্তবায়নে বাধ্য করতে পারে না এবং রাজনৈতিক মতভেদের কারণে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত চালানোর ক্ষেত্রেও আদালত কঠোর অবস্থান নেবে।

FIRST HOME AND EQUITY

FIRST HOME & EQUITY

"ARE YOU LOOKING FOR YOUR DREAM HOUSE?"

THEN PLEASE CONTACT US

WE ARE SPECIALIZED ON FOLLOWINGS

AUCTION • BANK REO • FORECLOSURE • SHORT SALE PROPERTIES
OUR PRIORITY AREAS ARE: -QUEENS, BROOKLYN, BRONX, NASSAU, SUFFOK, ALBANY, BUFFALO

We Coordinate Hard Loan & Mortgage for Our Buyer

HOUSES for Sale below market price

HOUSES FOR SALE Below Market Price, Call/Text 718 749 4045

We help our client ONLY for Quick Smart Loan/Hardloan & Coordinate the Mortgage

1	829 Marcy Ave. Brooklyn, NY	Bed Stuy 4 Fam Brounstone building 4000 SF livable building	Vacant. $1.9 M	**Market value $3.2M**
2	113-39 210th St Queens Village,NY	2 Fam house good condition 1st fl. 2nd Fl, Big Atic, Sept entrance for basement apt	Vacant 710k	**Mint condition**
3	173-23 106th Ave Jamaica, New	2 family Bangladeshi Neighborhood, Semi Attached Brick	Vacant $660k	**Needs full guts reno**
4	113 22 204th St Saint Albans, Queens, NY	Almost 1400 sf brick attached house with a driveway parking in back, 2 family zoning	Vacant $495K	**ARV $775 as 1 f $1.1m As 2 fam**
5	664 New Jersey Ave Brooklyn, NY	3 Family Brick house 3 over 3 over 3 over and big basement , 2 car parking, R6 zoning currently 2700 SF building	Vacant at closing $750k	**Market value $11M**
6	5 Notus Ave. Staten Island, NY	Young Building with all semi attached, Need updates, house has full high basement, driveway, and beautiful deck	Vacant $550k	**Market value $750k**
7	135 08 118th St South Ozone Park,NY	20x40, 1400 SF brick building with a driveway on front R3 A zoning	Vacant $495K	**Market value $800k**
8	48 Flower St Hicksville, NY	4 bedrooms, 2 bath house with 40x100 lot	Vacant $625k cost	**Market value $800k**
9	710A Lexington Ave. Brooklyn, NY	Legal 2 Family 3 Stories building 40% construction already updated,	$1.2M	**Market Value $2.2M**
10	215 13 106th Ave Queens, Village, NY	Single Family Duplex House with a nice basement and driveway	As it is with Tenents $460K	**Vacant at closing $498K**
11	120 11 218th St Cambria Heights, NY	50x100 Lot with a beautiful brick house with a 6 Bedrooms, garage, nice back yeard	Vacant $625K cash or hardloan $640k Mtg	**Market value $800k**
12	115-51 146th Street Jamaica, NY	One Family Extended Semi Attached house with a driveway full finish basement , tenants already is in under eviction process,	$435k As IS Cash or H Loan	**$475k vacant at closing ARV $675K or more**
14	144 15 Lakewood Ave Jamaica, NY	HUUUUGE extra large 14 bedrooms house in a 50X110 sf lot, house has driveway and garage front back side street call lux st 12 bedrooms total, 10 car parking plus 2 stories garage Next to Al Koba mosque and Mandir	Good Location One of a kind	**$1.2m**
15	133-16 Centreville St Ozone Park, NY	Brick house with a 2 family zoning, right opposite of Hyatt Hotel & Casino total 5 bedrooms & 3 bedrooms	Vacant Ready Fully renovated	**$798k Mortg**
16	20 Sagamore Way S Jerrico, NY	Fully renovated beautiful house with all	Vacant renovated	**Kindly visit to see the updates**

CONTACT US ⟶ 718-749-4045

PLEASE |

E-mail : firsthomeequityinc@gmail.com
ADDRES : 168-29 HILLSIDE AVE SUITE #1B, JAMAICA, NY 11432
VISIT OUR FACEBOOK : PAGE FIRST HOME & EQUITY

ঢাকায় বিজিবি মোতায়েন

কোন বার্তায় শক্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিলো

(প্রথম পাতার পর)

অন্যদিকে গণরায়ের বাস্তবায়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দাবিতে কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আছে ১১ দলীয় জোট। এর পাশাপাশি মাঝে মাঝে নিষিদ্ধ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল কিংবা অপার থেকে হুংকারের ব্যাপার স্যাপার তো রয়েছেই।

তাহলে ৬ জেলায় সেনা মোতায়েন কেনো?

এসব নিয়ে এমনিতেই ক্ষমতাসীন বিএনপি যে কিছুটা বেকায়দা আছে সত্য, তবে বিচলিত বা বড়ো ধরনের উদ্বেগ নেই। হয়তবা বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন বিষয়গুলির রাজনৈতিকভাবে সমাধান সম্ভব। কিন্তু হুট করেই এমন কি হলো যে দেশের ৬ জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিতে হলো সরকারকে? জানা গেলো ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরে এই সিদ্ধান্তের আওতায় সেনা মোতায়েন আছে। তা-ও আবার ২২ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এসব জেলায় সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে। এর পাশাপাশি পাঁচটি জেলায় গত সোমবার সন্ধ্যা থেকে মাঠে নেমেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এছাড়া বলা হয় যে, ২৩ জুন মঙ্গলবার রাজধানীতে মোতায়েন থাকবে ১৮ হাজার পুলিশ সদস্য। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক-২ শাখা থেকে ২২ জুন সোমবার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা, গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকা, নারায়ণগঞ্জ জেলা, গোপালগঞ্জ জেলা ও ফরিদপুর জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা নিশ্চিত এবং জনগণের জানমালের সুরক্ষায় ২২ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেনাসদস্য মোতায়েনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।'

কিন্তু কেনো?

মাত্র চার মাস হয়েছে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এমন কি ঘটে গেলো যে আওয়ামী লীগের মাত্র কয়েকটি ঝটিকা মিছিল আর ওপার থেকে কয়েকদফা হুংকারে বিএনপি ভয় পেয়ে গেলো? না-কি ক্ষমতাসীন দলটি তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলার ইঙ্গিত পেয়েছেন? একথা ঠিক ২৩ জুন কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। আর এজন্য দলটি বাংলাদেশের ভেতরে তাদের সাংগঠনিক মাঠে উপস্থিতি জানান দিতেই পারে। তা-ই হয়তবা হাক ডাক দিয়ে কিছু কর্মসূচিও নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার দলটির পক্ষ থেকে বড় আকারে ঝটিকা মিছিল বের করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে শোনা যায়। এছাড়া প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশজুড়ে সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া কথা-ও শোনা গেছে। কিন্তু তা মোকাবিলায়-তো জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বিভিন্ন দল পৃথকভাবে রাজপথে অবস্থানের কর্মসূচি নিয়েছেই। জামায়াত-এনসিপিসহ ১১ দলীয় ঐক্য মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকায় সমাবেশের কর্মসুচি দেয়।

কা-র বা কাদের প্রতি সন্দেহে শক্ত অবস্থান প্রশাসনের

তবে একথা ঠিক যে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন সংগঠনটির ঝটিকা মিছিল বা সমাবেশকে টার্গেট করে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করেনি ক্ষমতাসীন বিএনপি। এর বদলে তাদের সমর্থিত সরকার শক্ত প্রশাসনির পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিএনপি সরকার এতো শক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিলো কেনো? কারো কারো মতে, এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের দ্বারা ওপার থেকে এসে চট করে ঢুকে পড়া কিংবা বিশাল উগ্র কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামা নানান কারণেই সম্ভব না, এতে পুরো বাংলাদেশের জনগণের সমর্থনও থাকবে না বলেই অনেকে মনে করেন। এবিষয়টা বিএনপি সরকার-ও বুঝে। কিন্তু কারো কারো মতে, সরকারের সন্দেহ অন্য জায়গায়। কেননা কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাঠে উপস্থিতি লক্ষ্য করে কারো কারো পক্ষে 'গুপ্ত কোনো পরিকল্পনা' হাজির করে তা বাস্তবায়ন করার প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়ে যেতে পারে। কেননা বিএনপি মাথায় আছে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের ঘটনা। সেদিন চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষের দিনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের ডাকা 'লগি-বৈঠা' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পল্টন ও বায়তুল মোকাররম এলাকায় জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের সাথে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে। এতে অন্তত ৬ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হন। আর এই ধরনের ঘটনার পুরো দায়ভার সেদিন ক্ষসতাসীন বিএনপির ঘাড়েই এসে পড়ে। এবং কারো কারো মতে, সে-ই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এক এগারোর সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে করা হয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশে ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি সেনাবাহিনীর সমর্থনে একটি অরাজনৈতিক সরকারের ক্ষমতা নেওয়ার যে ঘটনা ঘটেছিল। কারো কারো মতে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনটির ২৩ জুন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজপথে দলটির ঝটিকা উপস্থিতিতে শঙ্কিত নয় সরকার। বরং এধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড়ো ধরনের কোনো নাশকতা ও এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যেনো তা ভিন্নখাতে নিয়ে যতো না পারে সেজন্যই সর্তক রয়েছে সরকার। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দেশের ৬ জেলায় সেনা, ৫ জেলায় বিজিবি মোতায়েনের মতো বড়ো ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে কারো কারো অভিমত।

আবারো প্রধানমন্ত্রী তারেক

(প্রথম পাতার পর)

হলো, করতে হলো হস্তক্ষেপ। ঘটনা যখন একেবারে লেজেগোবরে করে ফেলা হয়েছে, ঠিক তখন তার-ই হস্তক্ষেপের মতো ঘটনা ঘটে গেলো, যা রাজনৈতিক মহলে তার মহান বদান্যতাই প্রমাণ মিললেও অনেক প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে।

কি সে-ই ঘটনা

বগুড়ায় প্রতিমন্ত্রী শাহে আলমের দুই ছেলে ও পৈতৃক বাড়ির নামে তিন ইউনিয়ন গঠন করা নিয়ে বির্তকের সূত্র। এই শাহে আলম তারেক রহমানের খুবই কাছের মানুষ। তবে তার দুই ছেলে ও পৈতৃক বাড়ির নামে তিন ইউনিয়ন গঠন করা নিয়ে এই মানুষটিকে নিয়ে শুরু হয় বির্তক। বির্তক বহু জায়গায় গড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে গিয়ে সংসদেও পৌছায়। বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি কাড়ে। অন্যদিকে দিকে সারা দেশে এ বিষয়টির কারণে সরকারের বিরুদ্ধে দলীয় ও আত্মীয়করনের অভিযোগ চলে আসে। ঘটনার বিবরণ হচ্ছে, ১১ জুন বগুড়ার জেলা প্রশাসকের সই করা প্রজ্ঞাপনে বগুড়ার শিবগঞ্জ ও নবগঠিত মোকামতলা উপজেলার প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কথা জানানো হয়। এতে চারটি নতুন ইউনিয়ন গঠন করা হয়। শিবগঞ্জ উপজেলায় নতুন ইউনিয়নের নাম দেওয়া হয় 'মীরবাড়ী'। অন্যদিকে নবগঠিত মোকামতলা উপজেলায় গঠন করা তিনটি ইউনিয়নের নাম রাখা হয় 'সীমান্ত', 'দিগন্ত' ও 'স্বর্ণগ্রাম'। চারটি নতুন ইউনিয়নের মধ্যে মীরবাড়ী, সীমান্ত ও দিগন্ত-এই তিনটির নাম নিয়ে মূলত বিতর্ক তৈরি হয়। বলা হচ্ছে যে, প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের পৈতৃক বাড়ির নামে একটি ইউনিয়ন এবং তাঁর দুই ছেলের নামে দুটি ইউনিয়নের নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের পৈতৃক বাড়ির নাম 'মীরবাড়ী'। তাঁর বড় ছেলে মীর শাকরুল আলম সীমান্ত এবং ছোট ছেলে মীর সাকলাইন আলম দিগন্ত। আর এই ঘটনাই তোলপাড় এনে দেয় তারেক রহমানের মাত্র চার মাসের শাসণামলে।

আত্মপক্ষ সমর্থনে শাহে আলম

এদিকে এমন পরিস্থিতিতে সংসদে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম দাবি করেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও জেলা প্রশাসক যাচাই-বাছাই ও গণশুনানির মাধ্যমে নতুন ইউনিয়নগুলোর নাম নির্ধারণ করেছেন। নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছে। নিজের দুই ছেলের নামের সঙ্গে ইউনিয়ন দুটির নাম মিলে যাওয়াকে কাকতালীয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। এর পাশাপাশি তিনি নামকরণের ঘটনাকে 'মিরাকল' (অলৌকিক) বলে দাবি করতেও কুণ্ঠা হননি। কিন্ত তার এধরনের অপরিপক্ক বক্তব্য জনতার আদালতে গ্রহণযোগ্য হয়ই-নি, বরং নামকরণের প্রক্রিয়া ও গণশুনানি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

পরিস্থিতি আরও লেজেগোবরে

এদিকে সারাদেশে এই নিয়ে যখন তোলপাড়, তখন একে আরও ঘোলাটে করে ফেলা হয় জাতীয় একটি দৈনিকের প্রকাশক-সম্পাদকসহ ছয় সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গ্রেফতারের ঘটনায়। দেশের ভেতরে সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে সভাপতি নূরুল কবীর ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ এক বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে এধরনের ঘটনায় সাংবাদিকদের সুরক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) মানহানির এ মামলা নিয়ে উদ্বেগ জানানোর মধ্য দিয়ে বিষয়টি আর্ন্তজাতিক অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়ে।

শেষ পরিণতি যা হলো

পরিস্থিতি এভাবে দ্রুত সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ইমেজের দিকে মোড় নিতে থাকলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-ই শেষ মেষ হস্তক্ষেপ করেন। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের দুই ছেলের নামের সঙ্গে মিল রেখে নামকরণ করা বগুড়ার দুটি ইউনিয়নের নাম পরিবর্তনের নির্দেশ দেন তিনি। আর অন্যদিকে পুরো পরিস্থিতি লেজেগোবরে করে ফেলার পরে আসল ব্যক্তির টনক নড়ে..। জাতীয় একটি দৈনিকের প্রকাশক-সম্পাদকসহ ছয় সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গ্রেফতারের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। একই সঙ্গে তিনি বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের আহ্বান জানান। এর পাশাপাশি নিজের বা পরিবারের সদস্যদের নামে নতুন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ না করার অনুরোধ জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি ডিও লেটার (আধা-সরকারি পত্র) দেন প্রতিমন্ত্রী।

সবক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত কেনো?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ধরনের একটি ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর পরিস্থিতি লেজেগোবরে করে ফেলার আগেই কেনো প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বিষয়টি সুরাহার দিকে নজর দিলেন না তার নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে? জানা যায় তার সঙ্গেতো প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দীর্ঘদিনের বোঝাপাড়া আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি তো তারেক রহমানের সাম্প্রতিক সময়ের পালস বুঝতে সক্ষম হবার কথা। কেনো বির্তক উঠার আগেই মীর শাহে আলম গর্জে উঠলেন না। এতটুক লোভ সামলাতে না পেরে কোনো সাফাই গেতে থাকেন নিজের দুই ছেলের নামের সঙ্গে ইউনিয়ন দুটির নাম মিলে যাওয়া কাকতালীয়? কোনো এঘটনাকে 'মিরাকল' (অলৌকিক) বলে দাবি করলেন? কেনো অসত্য দাবি করেন নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছে...। কোনো এমন বিষয়টি তার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পর্যন্ত গড়ালো? আর এর পাশাপাশি এখন সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে যে, এই মীর শাহে আলমদের মতো পরিবারতন্ত্র' ও 'ক্ষমতার অপব্যবহার' কারীদের কারণেই সব কিছু এখনো কেনো প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গড়ায়? এর আগেও এবছরও দেখা গেলো যে রাজধানীতে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে ঈদের পরের দিন বিকেলে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বিভিন্ন স্পট ঘুরে দেখে আসতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে। তা-ই সব্‌র আগে প্রশ্ন হচ্ছে একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কেনো সব তদারকি করতে হবে? বাকিরা কি সরকারের কোনো পার্ট-ই না? না-কি প্রধানমন্ত্রী তারেক রমানের বাইরে এদের অবস্থা 'আমার বলার কিছু ছিল না, চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে চলে।'

মাল্টি-ক্যানসার শনাক্তকরণ রক্ত পরীক্ষা

এক ফোটা রক্তেই মিলবে

(প্রথম পাতার পর)

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান। গবেষক ও চিকিৎসকদের মতে, শিগগিরই এমন একটি রক্ত পরীক্ষা ব্যাপকভাবে চালু হতে পারে যা একবারেই প্রায় ৫০ ধরনের ক্যানসারের সম্ভাব্য উপস্থিতি শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। প্রযুক্তিটি সফলভাবে অনুমোদন পেলে ক্যানসার স্ক্রিনিং ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলোর একটি ঘটতে পারে।বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে স্তন, কোলন, সার্ভিক্যাল, প্রোস্টেট এবং ফুসফুস-এই পাঁচ ধরনের ক্যানসারের জন্য আলাদা আলাদা স্ক্রিনিং পরীক্ষা প্রচলিত রয়েছে। কারও ম্যামোগ্রাম, কারও কোলনোস্কোপি, আবার কারও সিটি স্ক্যানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নতুন প্রজন্মের মাল্টি-ক্যানসার আর্লি ডিটেকশন (এমসিইডি) প্রযুক্তি একটি মাত্র রক্তের নমুনা থেকে একসঙ্গে বহু ধরনের ক্যানসারের সংকেত শনাক্ত করার সুযোগ তৈরি করেছে।

এই প্রযুক্তির সবচেয়ে আলোচিত উদাহরণ হলো "গ্যালেরি" নামের একটি রক্ত পরীক্ষা, যা উদ্ভাবন করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বায়োটেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্রেইল, ইনকরপোরেটেড। কোম্পানিটি বহু বছর ধরে ক্যানসারের ডিএনএ ও অন্যান্য জৈবিক সংকেত শনাক্ত করার প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছে। বর্তমানে মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) গ্যালেরিকে "ব্রেকথ্রু ডিভাইস" হিসেবে মূল্যায়ন করছে। চলতি বছরের মধ্যেই পরীক্ষাটির পূর্ণ অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।

বর্তমানে গ্যালেরি পরীক্ষাটি এফডিএর ব্রেকথ্রু ডিভাইস কর্মসূচির আওতায় পর্যালোচনাধীন রয়েছে। এফডিএ এখনও পরীক্ষাটিকে পূর্ণ অনুমোদন দেয়নি, তবে সংস্থাটি এর নিরাপত্তা, নির্ভুলতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করছে। অনুমোদন পেলে এটি হবে প্রথম দিকের মাল্টি-ক্যানসার শনাক্তকরণ রক্ত পরীক্ষাগুলোর একটি, যা বৃহৎ পরিসরে ব্যবহারের পথ খুলে দিতে পারে।

গ্যালেরি পরীক্ষাটি রক্তে ভাসমান ক্যানসার-সংশ্লিষ্ট ডিএনএ খণ্ড এবং অন্যান্য জৈবিক চিহ্ন শনাক্ত করতে সক্ষম। তবে এটি সরাসরি ক্যানসার নির্ণয় করে না। বরং পরীক্ষাটি চিকিৎসকদের জানায় শরীরের কোন অংশে ক্যানসারের সম্ভাব্য উৎস থাকতে পারে। এরপর স্ক্যান, বায়োপসি বা অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা হয়।

গ্যালেরির পাশাপাশি এক্স্যাক্ট সায়েন্সেস কোম্পানি ,ক্যানসারগার্ড নামে আরেকটি মাল্টি-ক্যানসার শনাক্তকরণ রক্ত পরীক্ষা উন্নয়ন করছে।

উভয় প্রযুক্তিই ভবিষ্যতের ক্যানসার স্ক্রিনিং ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে গ্যালেরি পরীক্ষার খুচরা মূল্য প্রায় ৯৫০ ডলার, আর ক্যানসারগার্ডের মূল্য ৬৫৯ ডলার। তবে এই পরীক্ষাগুলোকে স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনতে এফডিএর পূর্ণ অনুমোদন প্রয়োজন। এদিকে মার্কিন কংগ্রেস ইতোমধ্যে আইন পাস করেছে, যার ফলে অনুমোদন পাওয়ার পর ২০২৮ সাল থেকে মেডিকেয়ার এই ধরনের মাল্টি-ক্যানসার শনাক্তকরণ পরীক্ষার খরচ বহন করতে পারবে।

গ্যালেরির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য গ্রেইল বৃহৎ পরিসরে গবেষণা পরিচালনা করছে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এর সহযোগিতায় ১ লাখ ৪২ হাজারেরও বেশি মানুষের ওপর একটি গবেষণা চলছে। পাশাপাশি উত্তর আমেরিকায় ৩৫ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে পাথফাইন্ডার-২ নামে আরেকটি গবেষণাও পরিচালিত হচ্ছে। যদিও যুক্তরাজ্যের গবেষণাটি একটি প্রধান লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি, তবুও সাম্প্রতিক ফলাফলে আশাব্যঞ্জক তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণার তৃতীয় বছরে স্টেজ-৪ ক্যানসারের হার প্রায় ২৬ শতাংশ কমে এসেছে। বিশেষ করে অগ্ন্যাশয়, লিভার, ফুসফুস ও পাকস্থলীর মতো মারাত্মক ক্যানসারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

তবে গ্যালেরি বা এ ধরনের অন্য কোনো রক্ত পরীক্ষা বর্তমানে প্রচলিত ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের বিকল্প নয়। ম্যামোগ্রাম, কোলনোস্কোপি, প্যাপ স্মিয়ার বা ফুসফুসের স্ক্যানের মতো পরীক্ষাগুলো চালু থাকবে। নতুন প্রযুক্তি এসব পরীক্ষার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এবং এমন অনেক ক্যানসার শনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে, যেগুলোর জন্য বর্তমানে কোনো নিয়মিত স্ক্রিনিং ব্যবস্থা নেই।

আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির প্রধান রোগী কর্মকর্তা ডা. আরিফ কামালের ভাষায়, একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যদি বহু ক্যানসারের প্রাথমিক সংকেত শনাক্ত করা যায়, তাহলে ক্যানসার স্ক্রিনিং আরও সহজ, সাশ্রয়ী এবং অধিক মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসবে।

ইতোমধ্যে 'লিকুইড বায়োপসি' নামে পরিচিত অনুরূপ রক্ত পরীক্ষাগুলো ক্যানসার চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চিকিৎসকেরা এসব পরীক্ষার মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা কতটা কার্যকর হচ্ছে, ক্যানসার পুনরায় ফিরে আসছে কি না এবং ক্যানসারের জিনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছেন।

ক্যানসারকে স্টেজ-৪ এ পৌঁছানোর আগেই শনাক্ত করা গেলে রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। গত এক দশকে ইমিউনোথেরাপি, লক্ষ্যভিত্তিক ওষুধ এবং অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির অগ্রগতির ফলে স্টেজ-৩ ক্যানসারও অনেক ক্ষেত্রে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ বা নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে।

ফলে এক ফোঁটা রক্তের মাধ্যমে একসঙ্গে বহু ধরনের ক্যানসার শনাক্ত করার এই প্রযুক্তি আগামী কয়েক বছরে ক্যানসার প্রতিরোধ, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। গ্যালেরি পরীক্ষার বিষয়ে এফডিএর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

অভিঘাত মোকাবিলায় পদ্মা ব্যারেজ : তারেক রহমান

(প্রথম পাতার পর)

জলবায়ু সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, এখন সময় এসেছে জলবায়ু সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিকে কাজে এবং অঙ্গীকারকে ফলাফলে পরিণত করার, যাতে বিশ্ব আত্মবিশ্বাসের সাথে ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করতে পারে। আমরা আশা করি, কপ-৩১ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে এবং বাংলাদেশ তার ভূমিকা পালনে প্রস্তুত।

গত ২৩ জুন মঙ্গলবার দালিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ১৭তম 'অ্যানুয়াল মিটিং অব দ্য নিউ চ্যাম্পিয়ন্স'-এ 'শিফটিং গ্লোবাল ল্যান্ডস্কেপে ক্লাইমেট লিডারশিপ' শীর্ষক এক অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, জলবায়ু কার্যক্রম কোনো ব্যয় নয়, আমরা এটিকে সমৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা এবং একটি যৌথ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিনিয়োগ হিসেবে দেখি। আমরা এখানে উপস্থিত সকলে মিলে একটি সবুজ, নিরাপদ, টেকসই এবং আরও ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যৎ গড়তে পারি।

তিনি বলেন, কোনো দেশ একা জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তুলতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন অংশীদারিত্ব, প্রযুক্তি, অর্থায়ন এবং যৌথ অঙ্গীকার। কপ-৩১ এবং কপ-৩২ এর দিকে তাকিয়ে আমরা তিনটি অগ্রাধিকারের ওপর জোর দিতে চাই। প্রথমত, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য সহজলভ্য ও অনুমানযোগ্য সহায়তাসহ ক্ষয়ক্ষতি তহবিলকে প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়নে আনতে হবে।

দ্বিতীয়ত, জলবায়ু অর্থায়নকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য আরও সহজলভ্য, সহজসাধ্য এবং চাহিদা-সাপেক্ষ হতে হবে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগও ত্বরান্বিত হওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে, আমাদের 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' (জিসিএফ)-এর বৃহত্তর সংহতকরণ এবং কার্যকরীকরণ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, প্রশমনের পাশাপাশি অভিযোজনও অপরিহার্য। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য অভিযোজন কোনো নীতিগত বিকল্প নয়, এটি একটি অপরিহার্য বিষয়। ইউএনসিটিএডি'র মতে, ৩০০ বিলিয়ন ডলারের নতুন সম্মিলিত পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা (এনসিকিউজি) উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রশমন ও অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা পূরণে অপর্যাপ্ত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আজ এখানে শুধু জলবায়ু সংকটে একটি সম্মুখসারির রাষ্ট্র হিসেবেই নয়, বরং বৈশ্বিক সমাধানে আগ্রহী একটি জাতি হিসেবেও সমবেত হয়েছি।

তিনি বলেন, আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার একটি অগ্রণী জলবায়ু-সহনশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিবেশ সুরক্ষা, টেকসই উন্নয়ন এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি এখন আমাদের জাতি গঠন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে গভীরভাবে ভাবি এবং যার জন্য আমি সচেষ্ট থাকি। এটি জীবন, জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার বিষয়।

জলবায়ু সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পানির প্রবাহ পুনরুদ্ধার, বন্যার ঝুঁকি হ্রাস এবং জলাভূমি পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আমরা আগামী ৫ বছরে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল খনন করার পরিকল্পনা করেছি। আমরা পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, কৃষিকে সহায়তা করতে এবং জলবায়ুগত অভিঘাত মোকাবিলার লক্ষ্যে আমাদের প্রধান নদীর উপর পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা একটি মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা ব্যারেজকেও আধুনিকীকরণ করছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা আগামী ৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণের অঙ্গীকার করেছি। স্কুল, সম্প্রদায় এবং তরুণদের সম্পৃক্ত করে দেশব্যাপী একটি আন্দোলনের মাধ্যমে, যেমন 'এক শিক্ষার্থী, এক গাছ কর্মসূচি'র মাধ্যমে, আমরা বনাঞ্চল সম্প্রসারণ করব, জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করব, সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করব এবং তাপমাত্রা হ্রাস করব।

বাংলাদেশ সরকার বন, জলাভূমি, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল এবং ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা গ্রামীণ এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য বিনিয়োগ করছি এবং পরিবেশবান্ধব নির্মাণ মান চালু করছি।

একই সাথে, আমাদের সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সৌর, বায়ু, বর্জ্য থেকে শক্তি এবং অন্যান্য সমাধানের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বাংলাদেশের অন্তত ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, আমরা পাটজাত পণ্য এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনসহ পরিবেশবান্ধব পরিবহনের মতো সবুজ শিল্পকেও উৎসাহিত করি। সবুজ বিনিয়োগ এবং কার্বন-ক্রেডিটের সুযোগ উন্মোচনের জন্য একটি জাতীয় কার্বন বাজার গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহার, জৈব সার উৎপাদন এবং চক্রাকার অর্থনীতি উদ্যোগের মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনাও করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সবুজ উৎপাদন নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছি। এখন আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে, বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি লিড প্রত্যয়িত কারখানার মধ্যে ৬৯ টিই বাংলাদেশের।

তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই তাদের মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে লাখ লাখ মানুষের জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে, যাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কপ-৩১ এর উচিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামো কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি) এবং প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য ও চেতনাকে পুনঃনিশ্চিত করা। এ প্রসঙ্গে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম সংলাপকে উৎসাহিত করতে, ঐকমত্য গড়ে তুলতে এবং সম্মিলিত পদক্ষেপকে অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি মূল্যবান মঞ্চ।

তারেক রহমান ও আনোয়ার ইব্রাহিমের সম্পর্কের এক নতুন দিগন্তের সূচনা

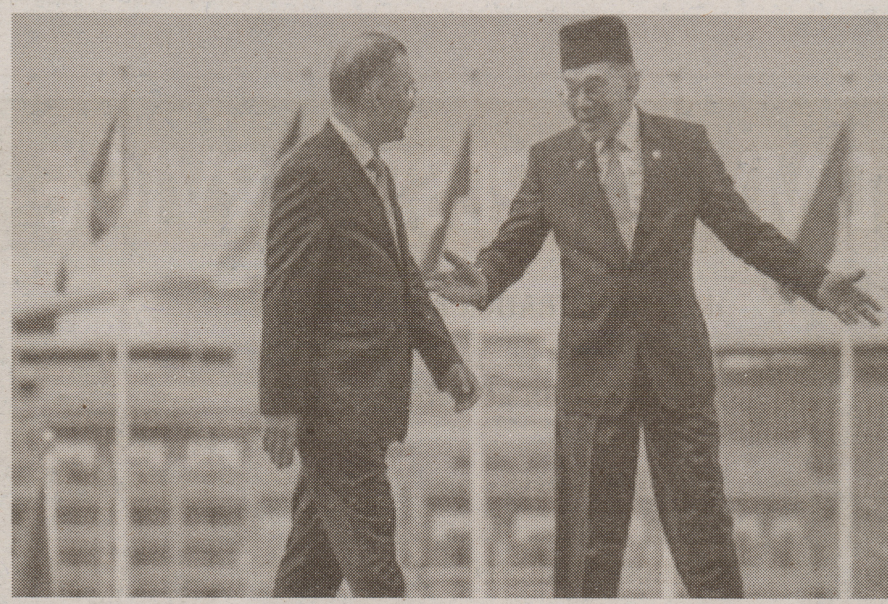

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও আনোয়ার ইব্রাহিম

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম আনুষ্ঠানিক মালয়েশিয়া সফর দুই দেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মালয়েশিয়ার আধুনিক রূপকার মাহাথির মোহাম্মদের মধ্যকার ঐতিহাসিক পারিবারিক ও রাজনৈতিক বন্ধুত্বের সূত্র ধরে বর্তমান দুই নেতার এই বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে হাবিব ওয়াহিদের জনপ্রিয় বাংলা গান 'মহাজাদু' আবহ হিসেবে ব্যবহার করে প্রকাশ করা একটি ভিডিও চিত্রটি দুই দেশের জনগণের মধ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মানুষ আশা করছে দুই দেশের এ দুই নেতা পারস্পারিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দুই দেশকে আরো কাছে নিয়ে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম কোনো দেশ সফরে মালয়েশিয়াকে কেন বেছে নেয়া এ নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ থাকতেই পারে। তবে এ সফরটা তারেক রহমানের জন্য অন্য এক অনুভূতিরও। একই দেশের সঙ্গে বাবা জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্টতা, মা খালেদা জিয়ারও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পর সে দেশে পা রাখলেন তারেক রহমান, তাও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। নিজের সরকারী প্রথম এ সফর। ফলে এটা অন্য এক অনুভুতিও।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফরটি কেবল একটি সাধারণ কূটনৈতিক সফর ছিল না, বরং এর পেছনে জড়িয়ে ছিল এক গভীর আবেগ এবং ঐতিহাসিক যোগসূত্র। মালয়েশিয়ার কিংবদন্তি নেতা আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ড. মাহাথির মোহাম্মদ একসময় বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। দুই নেতার হাত ধরেই ঢাকা-কুয়ালালামপুর সম্পর্কের মজবুত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও আনোয়ার ইব্রাহিম

এ দুইয়ের মধ্যে গভীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বন্ধুত্বও ছিল। তাঁদের এই সুসম্পর্ক মূলত গড়ে উঠেছিল উন্নয়ন দর্শন, পররাষ্ট্রনীতি এবং ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর ঐক্য ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে। দুই নেতাই নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত নিবেদিত ছিলেন। অনেকেই মনে করেন, ড. মাহাথির মোহাম্মদের মালয়েশিয়াকে একটি অনুন্নত দেশ থেকে আধুনিক ও শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরের দর্শনে জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি বড় প্রভাব ছিল। জিয়াউর রহমান যখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে মুসলিম বিশ্ব ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করছিলেন, তখন ড. মাহাথিরের সাথে তাঁর আদর্শিক মিল তৈরি হয়। পরবর্তীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথেও ড. মাহাথিরের চমৎকার ও উষ্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল, যার ফলে পরবর্তীতে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানির বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এবার তারেক রহমানের পালা। তবে মাহাথির নয় সেখানে মালয়েশিয়ার আরেক ঝানু পলিটিশিয়ান আনোয়ার ইব্রাহিম। যতক্ষন ছিলেন তারেক রহমান দুই প্রধানমন্ত্রীর চলাফেরা, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা এক নতুন বন্ধুত্ব মুগ্ধতা ছড়িয়েছে।

এই সফর থেকে দুই দেশ কী পেল?

দুই দিনের এই রাষ্ট্রীয় সফরে কেবল আনুষ্ঠানিকতাই ছিল না, বরং বেশ কিছু বাস্তবসম্মত ও কৌশলগত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে: বৈঠকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংকট সমাধানে কাজ করবেন। একই সাথে আসিয়ানের পরিমণ্ডলে এবং দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টির বিষয়েও কথা হয়েছে।

শ্রমবাজারের জন্য সুসংবাদ

এই সফরের পরপরই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর পথ শিগগিরই আরও সুগম হতে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের রেমিট্যান্স খাতের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি। আনোয়ার ইব্রাহিম যুবনেতা হিসেবে জিয়াউর রহমানের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি এবং পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ভবিষ্যতে এই বন্ধুত্ব কতটা অগ্রসর হতে পারে?

তারেক রহমান ও আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যকার এই ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক রসায়ন আগামী দিনগুলোতে দুই দেশের সম্পর্ককে বহুদূর এগিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ২০২৬ সালে এসে আসিয়ান জোটে মালয়েশিয়ার অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। মালয়েশিয়ার সাথে এই গভীর বন্ধুত্ব আঞ্চলিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংকট এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মালয়েশিয়াকে একটি শক্তিশালী মিত্র হিসেবে পাশে পাবে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের বিশ্ব দরবারে মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করার যে লক্ষ্য, তা অর্জনে মালয়েশিয়া বড় অংশীদার হতে পারে। দুই দেশের মধ্যে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা (ঋঞঅ) এবং সরাসরি বিনিয়োগ (ঋউও) বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি।

সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর অফিশিয়াল ভিডিওতে বাংলা গান ব্যবহারের যে অনন্য নজির দেখা গেল, তা প্রমাণ করে যে আগামীতে দুই দেশের সম্পর্ক কেবল টেবিল-বৈঠকেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং শিক্ষা, পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের স্তরেও এই বন্ধুত্ব এক নতুন মাত্রা পেতে পারে।

সবশেষ

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে মালয়েশিয়াকে বেছে নেওয়া এবং সেখানে আনোয়ার ইব্রাহিমের উষ্ণ আতিথেয়তা সব মিলিয়ে এটি পরিষ্কার যে, বিগত প্রজন্মের হাত ধরে তৈরি হওয়া এই বন্ধুত্ব বর্তমান প্রজন্মের হাত ধরে এক "মহাজাদুকরী" ও কৌশলগত রূপ নিতে যাচ্ছে। এই সম্পর্ক আগামী দিনে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

আব্বা চাইতেন না আমি আধুনিক গান নিয়ে এগোই

(প্রথম পাতার পর)

গানও গেয়েছেন তিনি, যা বেশ শ্রোতাপ্রিয়তাও পেয়েছে। দীর্ঘ ৩১ বছর পর নতুন আধুনিক গানের অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন গুণী এ শিল্পী। নতুন অ্যালবাম ও ফেরার পেছনের গল্প নিয়ে তিনি কথা বলেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পাঠকপ্রিয় দেশ পত্রিকার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলমগীর কবির

প্রশ্ন: দীর্ঘ ৩১ বছর পর আধুনিক গানের অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন। এতো দীর্ঘ বিরতির পর হঠাৎ আধুনিক গানের অ্যালবামে ফেরার পেছনের গল্পটা কী?

ফেরদৌস আরা: গল্পটা আসলে বেশ পেছনের। ১৯৭২ সালে যখন বিটিভিতে অডিশন দিই, তখন নজরুল ও আধুনিক-দুই বিভাগেই তালিকাভুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার আব্বা চাইতেন না আমি আধুনিক গান নিয়ে এগোই। আব্বার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে আমি নজরুলসংগীত নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলাম। তবে বিভিন্ন সময়ে অনুরোধে আধুনিক গান যে একেবারেই গাইনি, তা নয়। চলচ্চিত্রে, নাটকে এবং বিটিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আধুনিক গান গেয়েছি।

পরবর্তী সময়ে ১৯৯৫ সালে ভারতের সংগীত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এইচএমভি থেকে 'মনের পাখি কথা কয়' নামে আমার একটি আধুনিক গানের অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর আর কোনো আধুনিক গানের অ্যালবাম করা হয়নি, দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেল।

প্রশ্ন: তাহলে এ মুহূর্তে এসে নতুন করে অ্যালবাম করার সিদ্ধান্ত কীভাবে নিলেন?

ফেরদৌস আরা: মাসখানেক আগের কথা। 'আহা কী সুন্দর ঘুড়ি' নামে একটি আধুনিক গান রেকর্ড করছিলাম। গানটি রেকর্ড করার সময়ই হঠাৎ মনে হলো, নতুন করে আধুনিক গানের একটা পুরো অ্যালবাম করলে কেমন হয়? সে ভাবনাটা মাথায় আসার পর আর দেরি করিনি, দ্রুত কাজ শুরু করে দিই।

প্রশ্ন: আপনার নতুন এ অ্যালবামটি সম্পর্কে কিছু বলুন। শ্রোতারা এতে কী ধরনের গান পাবেন?

ফেরদৌস আরা: অ্যালবামের প্রাথমিক নাম রেখেছি 'প্রেম'। তবে প্রকাশের আগে নাম পরিবর্তনও হতে পারে। অ্যালবামে মোট ১০টি গান রাখার পরিকল্পনা আছে, যার মধ্যে ইতিমধ্যে পাঁচটি গানের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছে। বাকি গানগুলোর কাজও শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে। নতুন অ্যালবামের গানগুলোর কথা ও সুরে বর্তমান সময়ের শ্রোতাদের পছন্দের বিষয়গুলোকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিল্পী ফেরদৌস আরা

প্রশ্ন: বর্তমান সময়ের শ্রোতাদের পছন্দের কথা বললেন, প্রবীণ শিল্পী হিসেবে নতুন প্রজন্মের পছন্দকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

ফেরদৌস আরা: সময় ও শ্রোতাদের রুচি সব সময়ই পরিবর্তনশীল। একজন শিল্পী হিসেবে আমাদের কাজ হলো নিজের মৌলিকত্ব ধরে রেখে সব প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানো। এ অ্যালবামে আমরা চেষ্টা করেছি এমন কিছু সুর ও কথা তৈরি করতে, যা আজকের তরুণদের মনের মতো হবে, আবার গানগুলোর গভীরতাও বজায় থাকবে।

প্রশ্ন: অ্যালবামটি শ্রোতারা কীভাবে শুনতে পাবেন? প্রকাশের পুরো পরিকল্পনাটি কেমন?

ফেরদৌস আরা: অ্যালবামটি অডিও আকারে শ্রোতাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। তবে শুধু অডিওতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকছি না। আমাদের পরিকল্পনা আছে অ্যালবামের প্রতিটি গানেরই ভিডিও নির্মাণ করার। একে একে গানগুলোর মিউজিক ভিডিও তৈরি করে শ্রোতা-দর্শকদের জন্য প্রকাশ করা হবে।

প্রশ্ন: সবশেষে জানতে চাই, দীর্ঘ বিরতির পর এ আধুনিক গানের অ্যালবাম নিয়ে আপনার প্রত্যাশা কতটুকু?

ফেরদৌস আরা: প্রত্যাশা সব সময়ই ইতিবাচক।

যেহেতু অনেক বছর পর আধুনিক গানের অ্যালবামে হাত দিয়েছি এবং বর্তমান সময়ের শ্রোতাদের চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তাই আমার বিশ্বাস গানগুলো শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যাবে। শ্রোতারা ভালোবাসা দিলেই আমাদের এ দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে।

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR
INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Phone: 718-567-5600

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
DUPLICATE TITLE
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
AUTO INSURANCE
NEW YORK T000000C T&LC
NEW YORK ABC-1234
CONTACT US
+1 718-567-5600
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সেমিনারে শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রাথমিক শৈশব বিকাশে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ

(প্রথম পাতার পর)

দায়িত্ব নয়। এতে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আন্তরিকতা আছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের সার্বিক ভূমিকা-ও তো থাকবেই। এটি শুধু শ্রেণিকক্ষ বা অবকাঠামোর বিষয় নয়। বরং শিশুদের শেখা, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির বিষয়। এসব বক্তব্য উঠে আসে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশে (আইইউবি) আয়োজিত “ন্যাশনাল ডায়ালগ অন আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট: পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিস” শীর্ষক এক সেমিনারে।

আইইউবির স্কুল অফ ফার্মেসি অ্যান্ড পাবলিক হেলথের (এসপিপিএইচ) অধীন পাবলিক হেলথ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন আইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিম। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইউবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান দিদার এ হোসেইন, ট্রাস্টি জাভেদ হোসেন এবং ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশনের (নেপ) মহাপরিচালক ফরিদ আহমেদ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্কেও (বিইএন) ভাইস চেয়ার মাহমুদা আখতার এবং আইইউবির স্কুল অফ ফার্মেসি অ্যান্ড পাবলিক হেলথের ডিন ডা. কামরান উল বাসেত শিক্ষক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে আরেকটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, শিশু কীভাবে শিখবে এবং শিক্ষক কীভাবে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন, তার ভিত্তি তৈরি করে পাঠ্যক্রম। তাই প্রাথমিক শৈশব বিকাশে পাঠ্যক্রম সংস্কারকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ববি হাজ্জাজ আরও বলেন, প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের শেখার প্রক্রিয়ায় মুখস্থ নির্ভরতা ও পরীক্ষার ফলাফলের চেয়ে চিন্তাশক্তি, কৌতূহল, যোগাযোগ দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার ও শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়নে সরকার কাজ করছে। শিশুর প্রাথমিক বিকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে সংলাপ আয়োজন করায় আইইউবির প্রশংসা করেন প্রতিমন্ত্রী।

ফরিদ আহমেদ বলেন, প্রাথমিক শৈশব বিকাশ শুধু বিদ্যালয় বা সরকারের দায়িত্ব নয়; এতে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত ভূমিকা প্রয়োজন। এটি শুধু শ্রেণিকক্ষ বা অবকাঠামোর বিষয় নয়, বরং শিশুদের শেখা, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির বিষয়।

উপাচার্য অধ্যাপক তামিম বলেন, শিশুর প্রাথমিক বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও অংশীজনদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আইইউবি অত্যন্ত আগ্রহী।

মাহমুদা আখতার তার প্রবন্ধে প্রাথমিক শৈশব বিকাশের গুরুত্ব এবং প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের বিকাশে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন আইইউবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. ড্যানিয়েল ডবিউ লুন্ড। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পাবলিক হেলথ বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ড. তানভীর আহমেদ।

উদ্বোধনী বক্তব্য দেন একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. বিলকিস বানু। বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক (বিইএন) শিশুদের প্রাথমিক বিকাশ নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবীদের একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম।

কি হচ্ছে বাংলাদেশে?

(প্রথম পাতার পর)

কোমলমতি শিশু। আদ-দ্বীনের মতো একটি নামকরা হাসপাতালে অবহেলাজনিত ছয় নবজাত শিশুমৃত্যু, পদ্মাসেতুর রেললাইনের পিলারের নিচ থেকে মাটি চুরি, ভারত সফরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার মানহানি, সীমান্তে পুশইন সমস্যা, জাতীয় দলের ক্রিকেটারকে পুলিশের হেনস্তা করা। সনাতনিরা হঠাৎ কোনো ইস্যু ছাড়াই সোচ্চার হয়ে ওঠা–একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত সব ঘটনা। সবকটি কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা কাকতালীয় বলার সুযোগ নেই। দেশবিরোধী চক্র দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। সরকার বিচক্ষণ কূটনীতি অবলম্বন না করে প্রভাবশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্যোগ নিচ্ছে না। পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দলদাস মুক্ত হচ্ছে না। প্রশাসনিক সংস্কার শুরু হয়নি।

এরই মধ্যে অনেকের মতে অতি উচ্চাভিলাষী বাজেট প্রস্তাব পেশ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় পাস করে নিচ্ছে বিএনপি। বিশ্বজুড়ে যখন সংকট ঘনীভূত এগুলো কি মহাপ্রলয়ের আলামত বাংলাদেশে? মুক্তিযুদ্ধের ভ্যানগার্ড দাবি করা বিএনপি কি পারবে সব সংকট মোকাবিলা করে দেশকে স্বপ্নের মহাসড়কে নিয়ে যেতে? দেশে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র সক্রিয়। গণতান্ত্রিক অধিকারবঞ্চিত রাখা হয়েছে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে। দেয়ালের লিখন পড়তে পারছে বলে মনে হচ্ছে না সরকার।

আওয়ামী সরকার কিন্তু দীর্ঘ সময়ে দেশে ব্যাপক উন্নয়ন যজ্ঞ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমলা নিয়ন্ত্রিত সরকার দুর্নীতির কারণে মাত্রাতিরিক্ত খরচ করায় প্রকল্পগুলো কাঙ্ক্ষিত উপযোগিতা অর্জন করেনি। কিন্তু যথাযথ তথ্য-উপাত্ত না জেনেই সরকারের মন্ত্রীরা ঢালাওভাবে সমালোচনা করছে। কীভাবে রুগ্‌ণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হবে, সেটি ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ না করেই কিছু হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

কেউ কেউ বলছে সবে চার মাস হয় সরকারের বয়স। পড়ে আছে দীর্ঘ পথ। সকালে সূর্য দেখে কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না। জনগণ অনেক আশা নিয়ে বিএনপিকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। সমস্যা সংকটের গভীরতা কতটুকু সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছে বিএনপি অনুমান করতে পারছি না।

সরকারের উচিত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোলডারদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশের প্রশাসন যন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা। সরকারি সংস্থাগুলোর ব্যাপক সংস্কার করে জবাবদিহিতার আওতায় না আনা হলে সরকারের আন্তরিক উদ্যোগগুলো ব্যর্থ হবে।

উপমা রয়েছে আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতায়। জানি না, কাদের পরামর্শে দুর্যোগ মুহূর্তে বিপুল ঘাটতি বাজেট প্রস্তাব করেছে সরকার। বর্তমান এনবিআর আর করকাঠামো দিয়ে কোনোভাবে অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় হবে না। বাড়বে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ। দেশি বিনিয়োগের পথ রুদ্ধ হবে। জ্বালানি-বিদ্যুৎ সংকট বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করবে। নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৬ নাগাদ সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে দেখা দেবে।

সময় কিন্তু দ্রুত ফুরিয়ে যাবে। দেশের মানুষ এখন বিশ্বকাপ ফুটবলে বুঁদ হয়ে আছে। আশা করি, শাসক দলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা সরকারকে সঠিক পরামর্শ দেবে। দেশ চালাতে ভাবাবেগ কাজে লাগে না, সর্বক্ষেত্রে পেশাদারিত্বকে প্রাধান্য দিতে হয়। বাংলাদেশের বড় সম্পদ মেধাবী তরুণ প্রজন্ম। এদের সুস্থ পরিবেশে মেধাবিকাশের সুযোগ দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। ভুল ন্যারেটিভসে যেন বিভ্রান্ত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

আমি কিন্তু ঈশান কোনে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে।

ONLINE & LIVE
যে কোন জায়গা থেকে যোগ দিতে পারেন।
Do you want to learn Computer?
আপনি কি ফ্রি কম্পিউটার শিখতে চান?
FREE COMPUTER & ENGLISH COURSE
• Basic Computer for Personal Use • Professional Computer for Job
FREE
MS Word, Excel & PowerPoint
মাত্র ৩০ দিনে অত্যন্ত সহজ ভাষায় শিখানোর নিশ্চয়তা দিচ্ছি
আপনি কি ইংরেজী কথা বলা নিয়ে চিন্তিত?
Do you want to learn English Language?
আমাদের আছে Spoken English এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক
Sumaiya
321 230 6636
ENGLISH
FREE
Youth Development Program
Launching this summer: Youth Program for civic engagement and leadership.
FREE
Mental Health Workshop
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা
NEW YORK HEALTH DEPARTMENT
এর তত্ত্বাবধানে মানসিক স্বাস্থ্যের কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে, অংশগ্রহণকারী সকলকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।
Eng. Md. Abdus Sobhan
President & CEO
fbw
A non-profit organization
Foundation for Better World
Build a Better Tomorrow Together
37-39 77th Street (Basement) Jackson Heights, NY 11372
Ph: 646-371-3614, 718-340-9966
Email: infoworldbetter@gmail.com | www.fbwusa.org

LAW OFFICE OF
NASRIN A MOZNU
All Immigration Matters. Appeal & Waiver
আপিল এবং ওয়েভারসহ সকল প্রকার
ইমিগ্রেশন এসাইলাম ও কনস্যুলার প্রসেসিং
যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন ষ্টেটের যে কোন স্থান থেকেই আমাদের সেবা নিন
“I have been working for Various law firms including with my father ever since I was a Teenager. I will provide my Clients nothing but the best” -Attorney Nasrin
1222 White Plains Road
Bronx, NY 10472
Tel: 718-518-0470
Mohammed N. Mujumder, LLM
Master of Law, (NY)
Bronx Office Manager
Cell: 917-597-6349
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com
Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York
Cell: 347-493-9906

চীন সফরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

চীন হতে পারে স্মার্ট এনার্জি ট্রানজিশনে

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন চীন সফরে এ বিষয়ে আলোচনা এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং দেশব্যাপী চার্জিং সোলারভিত্তিক স্টেশন স্থাপনেও চীনের অভিজ্ঞতা এবং সহায়তা দারুণ কাজে লাগবে। আমি অস্ট্রেলিয়ায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানিবিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে শীর্ষস্থানীয় চীন কোম্পানির প্রকৌশলীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। চীন সফর করে নিজে তাদের উন্নত প্রযুক্তি এবং পেশাদারিত্ব দেখে নিশ্চিত হয়েছি চীনের সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক যোগাযোগের মাধ্যমে পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে জ্বালানি-বিদ্যুৎ ল্যান্ডস্কেপ ব্যাপকভাবে পরিবর্তন সম্ভব। সরকারকে পরামর্শ দেবো শীর্ষস্থানীয় সোলার উপকরণ (প্যানেল, ইনভার্টার, ব্যাটারি) এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে স্পেশাল ইকোনমিক জোনে কারখানা স্থাপনের। বিভিন্ন প্রণোদনার বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হলে চীনা কোম্পানিগুলো আগ্রহী হবে যার আলামত পাওয়া যাচ্ছে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন হুজুগে সুবিধাগুলোর যথেচ্ছা অপব্যবহার করে পরিকল্পনা যেন ভেস্তে না যায়।

এদিকে প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ বাজেটে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অবদান বৃদ্ধির উদ্দেশে বেশকিছু প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। নতুন সরকারকেও এনার্জি ট্রানজিশনে আন্তরিক মনে হচ্ছে। সরকার ২০৩০ নাগাদ উৎপাদিত বিদ্যুতের ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সরকার ব্যাপকভাবে রুফ সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলছে। বাংলাদেশে অনেকের মধ্যেই সোলার বিদ্যুৎ নিয়ে গভীর আগ্রহ দেখছি। স্মরণে রাখতে হবে সোলার বিদ্যুৎকে অস্থিতিশীল, নবায়নযোগ্য শক্তি বলা হয়। ফ্রিকোয়েন্সি ওঠানামা করে। তাই স্টেবিলাইজার এবং স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ না থাকলে গ্রিডে সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারে কারিগরি জটিলতা আছে। তবে ডিস্ট্রিবিউটেড জেনারেশন হিসেবে লোড সেন্টারের কাছাকাছি রুফ টপ সোলার ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে। বিমানবন্দর, মেট্রোস্টেশন, সরকারি অফিস-আদালত, শিল্পকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ছাদে মানসম্পন্ন সোলার রুফ টপ প্ল্যান্ট পরিকল্পিত উপায়ে স্থাপন করা হলে ২০৩০ নাগাদ ৪০০০-৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। একই সঙ্গে উপযুক্ত স্থানে ২৫-৩০টি প্রতিটি ১০০-২০০ মেগাওয়াট গ্রিড কানেকটেড সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করে আরো ৪০০০-৫০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি দক্ষ সরকারি প্রতিষ্ঠান।

স্রেডা এবং অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একক ক্রেতা মডেলের পাশাপাশি উৎপাদনকারীকে গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রির সুযোগ দিতে হবে। স্রেডাকে সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানি করা উপকরণসমূহের উন্নত মান নিশ্চিত করতে হবে। সরকার আমদানি শুল্ক রেয়াত দেওয়ায় উৎপাদন খরচ কমবে। তবে সরকার যথাযথ প্রণোদনা দিলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দেশে সোলার উপকরণ স্থাপনের জন্য প্ল্যান্ট স্থাপনে আগ্রহী হবে।

বাংলাদেশে যখন যে বিষয়ে সুযোগ আসে হুজুগে বাংলাদেশিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে কিন্তু কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন। সরকার সতর্ক না হলে বা সরকারি সংস্থাগুলোকে পেশাদারি দক্ষতায় উন্নত না করা হলে সিন্ডিকেট কিন্তু সরকারের উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দেবে। মনে রাখতে হবে, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিয়ন্ত্রিতভাবে সংযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বে কিন্তু নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ব্যাপক আধুনিকায়ন হয়েছে।

সবুজায়ন ঢাকার অস্তিত্ব

(প্রথম পাতার পর)

আলোচকরা বলেছেন, "সবুজায়ন কোনো বিলাসিতা নয়, এটি ঢাকার অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম শর্ত। এজন্য তারা ঢাকাকে আরও বাসযোগ্য, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নগরীতে পরিণত করতে সবুজায়নকে একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার আহ্বান জানান। জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে 'গ্রীনওয়াচ ঢাকা' ও 'ঢাকার শেকড়'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ঢাকার টেকসই উন্নয়নে সবুজায়ন আন্দোলন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম বলেন, নগরীর প্রতিটি খালি জায়গা ও সড়কদ্বীপে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ কাজে নার্সারি মালিকসহ সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "এই শহরকে বাঁচাতে হলে শুধু প্রশাসনের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষকেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে।"

তিনি আরও জানান, সিটি কর্পোরেশন প্রতি শনিবার 'পরিচ্ছন্নতা দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি মহানগরীতে বৃক্ষরোপণ ও ছাদবাগানে সফল অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিবছর সেরা ১০ জনকে পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আব্দুস সালাম বলেন, ঢাকা শুধু দেশের রাজধানী নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সবুজায়নের কোনো বিকল্প নেই।

সেমিনারের মুখ্য আলোচক বিশিষ্ট কৃষিবিদ ও হর্টিকালচার বিশেষজ্ঞ ড. মো. মেহেদী মাসুদ বলেন, "ঢাকার তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে, তাতে ছাদবাগান, ব্যালকনি বাগান এবং উলম্ব সবুজায়ন সময়ের অপরিহার্য দাবি হয়ে উঠেছে। পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হর্টিকালচার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে নগরীর প্রতিটি ভবনকে অক্সিজেনের উৎসে পরিণত করা সম্ভব।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া বলেন, "গণমাধ্যম সবসময় পরিবেশ ও প্রকৃতির পক্ষে সোচ্চার। ঢাকার সবুজায়ন আন্দোলনকে প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।"

সামাজিক সংগঠন 'ঢাকার শেকড়'-এর ট্রাস্টি হাজী মোতালেব মাশরেকী ঢাকার ঐতিহ্য, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক সংগঠনগুলোর আরও সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মোস্তফা কামাল মজুমদার বলেন, "সবুজায়ন কোনো বিলাসিতা নয়, এটি ঢাকার অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম শর্ত। 'গ্রীনওয়াচ ঢাকা' ও 'ঢাকার শেকড়' যে উদ্যোগ শুরুকরেছে, তা কেবল আলোচনা বা কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। টেকসই ঢাকা গড়তে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাব।"

সেমিনারের মুক্ত আলোচনায় পরিবেশকর্মী, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তারা রাজধানীর পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ, উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ এবং পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একটি সবুজ ও বাসযোগ্য ঢাকা গড়ে তুলতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দেন।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন গ্রীনওয়াচ ঢাকার সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনটির নির্বাহী সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আজাদ।

বক্তব্য রাখছেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আব্দুস সালাম

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি ও ভারসাম্যপূর্ণ বৈদেশিক নীতি

সালেক সুফী: ২০২৬ ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের কোনো ম্যান্ডেট অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকারের ছিল না। কোনো নির্বাচিত সরকারের পক্ষেও এ ধরনের চুক্তি নির্বাচিত জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া স্বাক্ষর করার নজির নেই। চুক্তিটির শর্তগুলোর দেখার এবং জানার চেষ্টা করেছি। এ চুক্তির অনেক শর্তই বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী এবং যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঘোষিত যে বিতর্কিত শুল্কনীতি থেকে এ চুক্তির সূচনা, খোদ মার্কিন আদালতেই সেটি বাতিল হয়েছে। চুক্তিটির শর্তগুলোর বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা নিয়ে নানা বিশ্লেষণ পড়েছি। শর্তগুলো শুধু বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গেই সাংঘর্ষিক নয়, সার্বভৌমত্ববিরোধী মনে হয়েছে। খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে জ্বালানি, সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের বিষয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার সংকুচিত হয়েছে। অবিলম্বে এ চুক্তির ধারাসমূহ সংশোধন বা বাতিল না করা হলে বাংলাদেশের পক্ষে ভূরাজনীতির ক্ষেত্রে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চুক্তির প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে পারবেন।

ভারত, রাশিয়ার সঙ্গে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। হাসিনা সরকারকে স্বৈরাচার বা একনায়ক বলে অভিযুক্ত করা হলো ২০০৮-২০২৪, কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়নে চীন, জাপান, ভারত, রাশিয়া, কোরিয়া, পশ্চিমা দেশগুলোর অংশগ্রহণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণ নিতে ব্যর্থ হয়ে ডিপ টেস্টের পরিকল্পনায় শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টিতে মদত জুগিয়ে সরকার পতন ঘটিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত একতরফা চুক্তি এর জলজ্যান্ত প্রমাণ।

ভারসাম্য পূর্ণ বৈদেশিক নীতি ছাড়া বাংলাদেশ কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বন্ধুহীন হয়ে পড়তে পারে। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা, পানি বণ্টন ব্যবস্থা, বাণিজ্য সব ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। চীন, রাশিয়ার বিনিয়োগেও ভাটা পড়তে পারে। জ্বালানি-বিদ্যুৎ সংকট দীর্ঘায়িত হলে রফতানি প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সরকারের মন্ত্রীদের আকাশছোঁয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অলীক স্বপ্নে পরিণত হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে মার্কিন প্রভাব সীমিত হয়ে আসছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই ট্রাম্পবিরোধী জনমত জোয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। চলমান ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে বিশ্ব উপলব্ধি করবে। মার্কিন চুক্তি থেকে সরে না এলে চীনের বড় বিনিয়োগ আসবে না। ভারতের বিনিয়োগ ২০২৪ থেকেই সংকুচিত হয়ে আছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভারত বৈরিতা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে। আমি ভারত নিয়ন্ত্রণের কথা বলছি না। পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলছি। ২০২৪ পরিবর্তনের পর থেকে প্রবৃদ্ধি বলেন আর অর্থনীতি বলেন, অনেকটাই অচল হয়ে আছে। আশা করি সরকার সতর্ক সংকেত বুঝতে পারবে। বাস্তবিক অর্থেই বাংলাদেশ প্রথম নীতির ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করবে।

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বিনিয়োগের আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি: সরকার ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়েছে, যা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের বাজেট দীর্ঘদিন যাবত ৫ শতাংশের আশেপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং প্রথমবারের মতো এটি ৭.৪ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বরাদ্দ একইসাথে জিডিপির ১.০১ শতাংশ, যা আগে ছিল মাত্র ০.৫৮ শতাংশ। তবে, বর্ধিত বরাদ্দ জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে জরুরি খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যয় করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৭১ শতাংশই ঘটে বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে। অথচ এ খাতে বরাদ্দ করা হয় মোট স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ৪.২ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'হেলথ অ্যান্ড মরবিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে- ২০২৫' অনুযায়ী বাংলাদেশে শীর্ষ ১০টি রোগের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ। উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি রোগসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান ঝুঁকির কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২৫ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে হৃদরোগজনিত অসুস্থতায় ২ লাখ ৮৩ হাজার ৮০০ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার ৫২ শতাংশের জন্য দায়ী উচ্চ রক্তচাপ।

গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা ও ওষুধে ১ টাকা বিনিয়োগ করলে সামগ্রিকভাবে ১৮ টাকার সুফল পাওয়া যায়। তবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাবে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রজ্ঞা'র নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়ের প্রস্তাবিত বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "বর্ধিত স্বাস্থ্য বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগ মোকাবেলায় বিনিয়োগ করা হলে, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে, অসংক্রামক রোগের প্রকোপ অনেকাংশেই কমানো সম্ভব।"

প্রধানমন্ত্রীর উচিত মন্ত্রীদের কথাবার্তায় লাগাম টানা

জাডিক: সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নির্বাচনে জিতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে বিএনপি। ভূরাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ব টালমাটাল। দেশেও আছে নানা অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ। সংযম আর সতর্কতা যখন অপরিহার্য তখন সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর কথাবার্তায় মনে হচ্ছে প্রলাপ বকছেন। দেশের চতুর্মুখী সংকট সামাল দিয়ে স্থিরতা আনার বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক। সরকারি সংস্থাগুলোকে সংস্কার করে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। দুঃখজনক নিজের কাজে মনোনিবেশ না করে তিনি অন্যদের কাজে নাক গলাচ্ছেন। জ্বালানি বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মারাত্মক সংকটে। জ্বালানিমন্ত্রী সঠিক তথ্য-উপাত্ত না জেনে সংসদেও ভুল কথা বলছেন। আওয়ামী শাসন আমলে দেশে গ্যাস অনুসন্ধান আর উন্নয়নে বড় সাফল্য না থাকলেও একেবারে কাজ হয়নি বলা সত্যের অপলাপ। এখন যে ৫০ কূপ আর ১০০ কূপ খননের কার্যক্রম চলছে সেটি আওয়ামী সরকারের কাজের ধারাবাহিকতা। এমনকি সাগরে গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ আওয়ামী লীগ সময়ের। ওই সময়ে জ্বালানি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের অব্যবস্থাপনা বা দুর্নীতির সঠিক অনুসন্ধান না করেই জ্বালানিমন্ত্রী প্রতিনিয়ত ভুল কথা বলছেন। সড়ক ও পরিবহনমন্ত্রীর কথাবার্তা অসংলগ্ন। পদ্মাসেতুর রেললাইনের পিলারের নিচু থেকে মাটি কেটে নেওয়া বিষয়ে হাস্যকর কথা বলে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যারা প্রস্তুত করে তারাও অনেক ক্ষেত্রেই ভুল করায় বিব্রত হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।

একজন মন্ত্রী নিজের ছেলেদের নামে বগুড়ায় দুটি ইউনিয়ন নামকরণ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করায় বিব্রত হতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। নানা মন্ত্রী, উপদেষ্টাদের অতিকথনে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে তিক্ততার সম্পর্ক বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করছে। দেশ কিন্তু সংকট পথে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের মন্ত্রী-সাংসদরা সংযত না হলে বিপুল ঘাটতি বাজেটের লক্ষ্যপূরণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, জ্বালানি-বিদ্যুৎ সংকট, সীমান্ত সমস্যা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুই সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না।

সময় থাকতেই প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেবো মন্ত্রী-সাংসদের সংযত করার। নিজের স্পিচ রাইটারকে সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে মনোনিবেশ করার। ইতিহাস নির্মম, ইতিহাস সঠিক সময়ে জবাবদিহি নেয়।

We are Here to Serve you
as per your Taste

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL

GRAND *Opening*

আশা রেস্টুরেন্ট
মান আপসহীন, স্বাদ সীমাহীন

সুধী, আগামী ২৬ শে জুন, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমা আশা রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল-এর গ্রান্ড ওপেনিং হতে যাচ্ছে। আমাদের এই বিশেষ ক্ষণে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। একইসাথে আশা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধনী খাবারের স্বাদ উপভোগের সাদর আমন্ত্রণ।

তারিখ:
২৬ জুন ২০২৬
শুক্রবার

সময়:
বিকেল ৩:০০ টা

ভেন্যু:
১৭৬-২০ জ্যামাইকা এভিনিউ,
নিউইয়র্ক, ১১৪৩২

আয়োজনে
আকাশ রহমান
এশা রহমান

গোল্ডেনবুটের লড়াইটাও জমে উঠছে

(প্রথম পাতার পর)

হওয়ার লড়াই। গোটা বিশ্বের দৃষ্টি এখন আয়োজক দেশের দিকে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ বিদায় নিয়েছেন। অনেকে এগিয়ে যাচ্ছে আপন কক্ষপথে। সেরার লড়াই যেমনটা দলগত, তেমনি ব্যাক্তি পর্যায়েও আছে ওই লড়াই।

পেলের বিদায়-পরবর্তী যুগ, ম্যারাডোনার পায়ের জাদু, জিনেদিন জিদানের মাথায় বল ঘোরানো থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো-লিওনেল মেসির দ্বৈরথ চলছে। কিন্তু উত্তর আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা) ১৬টি শহরে চলমান এই প্রথম ৪৮ দলের মহাযজ্ঞের মতো উন্মাদনা এবং ট্যাকটিক্যাল পাশা দেখছে বিশ্ব।

গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ শেষ হতে না হতেই টুর্নামেন্টের সমীকরণ যেভাবে পাল্টাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট এবারের বিশ্বকাপ কোনো 'নিশ্চিত ফলের' মঞ্চ নয়। প্রথাগত জায়ান্টদের দাপটের পাশাপাশি ছোট দলগুলোর কামড় বিশ্ব ফুটবলকে এক নতুন বার্তা দিচ্ছে।

আপন লক্ষ্যে এগোচ্ছে যারা- ফেবারিটের মতোই দাপটসবুজ গালিচায় মাঠের দখল এবং পরিকল্পনার নিখুঁত বাস্তবায়নে এ পর্যন্ত দুটি দল ফুটবল পণ্ডিতদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা যেন আরও ক্ষুরধার। আলজেরিয়াকে উরিয়ে শুরু করার পর অস্ট্রিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে লিওনেল স্কালোনির দল ইতিমধ্যেই শেষ ৩২ নিশ্চিত করে ফেলেছে। মাঝমাঠ আর আক্রমণভাগের বোঝাপড়া নিখুঁত।

কিলিয়ান এমবাপের ক্ষিপ্রতায় 'লে ব্লুজ'রা অপ্রতিরোধ্য। ইরাককে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ফরাসীরা বুক ফুলিয়ে নকআউটে পা রেখেছে। তাদের রিজার্ভ বেঞ্চের যা শক্তি, তাতে যে কোনো দলের জন্যই তারা দুঃস্বপ্ন।

মিশর ও নরওয়েঃ এবারের আসরের সবচেয়ে বড় রোমাঞ্চ এই দুটি দল। নিউজিল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে মিশর তাদের ফুটবল ইতিহাসে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেল। নকআউটে যেতে তাদের দরকার মাত্র ১ পয়েন্ট। অন্যদিকে, আর্লিং হালান্ডের নরওয়ে সেনেগালের মতো আফ্রিকান পরাশক্তিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শেষ ৩২-এর দৌড়ে দারুণভাবে টিকে আছে।

বেলজিয়াম ও উরুগুয়েঃ এই দুই পরাশক্তি কিছুটা ব্যাকফুটে। ইরান বেলজিয়ামকে গোলশূন্য ড্র-তে আটকে দিয়েছে, আর কেপ ভার্দে ২-২ গোলে রুখে দিয়েছে সুয়ারেজ-নুনেজদের উরুগুয়েকে। তবে শেষ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে নকআউটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী দলগুলোর।

এদিকে ব্রাজিল তাদের প্রথম দুই ম্যাচে জিতেছে একটিতে। অন্য ম্যাচ ড্র করেছে। শিরোপা ফাইট দিতে অভ্যস্ত ব্রাজিলীয়না সুচনা তেমন ভাল না হলেও নিজেদের স্থানে ঠিকই পৌছে যাবেন এটা নিশ্চিত। এছাড়াও জার্মানী, স্পেন, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে।

খাদের কিনারায় যারা (বাদ পড়ার ঝুঁকিতে) ৪৮ দলের টুর্নামেন্ট হলেও ইরাক, অস্ট্রিয়া এবং আলজেরিয়ার মতো দলগুলো টানা দুই হারে খাদের কিনারায় পৌছে গেছে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে অলৌকিক কিছু না ঘটলে প্রথম রাউন্ডেই এশিয়ান ও আফ্রিকান কিছু প্রতিনিধিকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

গোল্ডেন বুটের মহাযুদ্ধ

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো গড়ানোর সাথে সাথে জমে উঠেছে গোল্ডেন বুট জয়ের লড়াই। বিশ্ব ফুটবলের চিরসবুজ তারকা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের তরুণ তুর্কি সবাই গোলবন্যার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে মরিয়া।বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর চোখ এখন যাদের ওপর, সেইসব তারকা ফুটবলারদের বর্তমান গোল সংখ্যা এবং গোলদাতার তালিকায় তাদের অবস্থান নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলোঃ

২০২৬ বিশ্বকাপঃ সর্বোচ্চ গোলদাতাদের শীর্ষ লড়াই চলমান টুর্নামেন্টে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষস্থান এবং তারকা খেলোয়াড়দের বর্তমান পারফরম্যান্সের

চিত্রঃ

১. লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) ৫ গোল

বয়সকে কেবলই একটি সংখ্যা প্রমাণ করে ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত একককভাবে শীর্ষ গোলদাতা হিসেবে অবস্থান করছেন। আর্জেন্টিনার হয়ে গ্রুপ পর্বের প্রথম ২ ম্যাচেই তিনি ৫টি গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর দুর্দান্ত ফিনিশিং ও পেনাল্টি বক্সের ভেতরের দক্ষতা আর্জেন্টিনাকে নকআউট পর্বের পথে অনায়াসে এগিয়ে নিচ্ছে।

২. কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স) ৪ গোল

গত বিশ্বকাপের গোল্ডেন বুট বিজয়ী কিলিয়ান এমবাপ্পে এবারও আছেন চেনা ছন্দে। ফ্রান্সের হয়ে ২ ম্যাচে ৪টি গোল করে তিনি মেসির ঠিক পেছনেই অবস্থান করছেন। তাঁর গতি এবং কাউন্টার অ্যাটাকে গোল করার ক্ষমতা ফরাসিদের আবারও শিরোপার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

৩. আর্লিং হালান্ড (নরওয়ে) ৪ গোল

ক্লাব ফুটবলের গোলমেশিন আর্লিং হালান্দ আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজের খ্যাপাটে ফর্ম ধরে রেখেছেন। নরওয়ের হয়ে ২ ম্যাচে ৪ গোল করে তিনি এমবাপ্পের সাথে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন। শারীরিকভাবে শক্তিশালী এই স্ট্রাইকার যেকোনো ডিফেন্স ভেঙে গোল করতে সিদ্ধহস্ত।

অন্যসব হাই-প্রোফাইল তারকাদের বর্তমান অবস্থা - হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড), ইংল্যান্ডের এই অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার প্রথম ম্যাচে দলের জয়ে অবদান রাখলেও গোলদাতার তালিকার একদম শীর্ষে পৌছাতে আরও গোল করতে হবে। ইংল্যান্ডের আক্রমণভাগের মূল ভরসা হিসেবে নকআউট পর্ব যত ঘনিয়ে আসবে, কেইনের গোল সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই ফুটবল বিশ্লেষকদের ধারণা।

নেইমার, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোঃ পর্তুগাল তাদের প্রথম ম্যাচে ড্র করায় রোনালদো এখনও তাঁর চেনা রূপ পুরোপুরি মেলে ধরতে পারেননি। তবে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই গোলদাতার যেকোনো মুহূর্তে জ্বলে ওঠার এবং দ্রুত তালিকায় ওপরে ওঠার সক্ষমতা রয়েছে। একই ভাবে নেইমারও। শুধু সময়ের অপেক্ষা তাদের জ্বলে ওঠার।

এদিকে দ্বিতীয় পর্বে উঠেছে মেক্সিকো, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও নরওয়ে।

মেসি, আর্লিং হালান্ড, কিলিয়ান এমবাপ্পে

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নেপথ্যে আমি যা দেখি ও বুঝি

শুরুতেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সেই লৌহমানবী তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রীমতি ঈন্দিরা গান্ধীকে, যার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আমরা পাকিস্তানীদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। সেই সঙ্গে ভারতবাসীর প্রতিও আহ্বান থাকবে (আপনি যে দলের সদস্য বা সমর্থক হয়ে থাকেন না কেন, ভারত আজ বিশ্বের যে জায়গায় অবস্থান করছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সেই ঈন্দিরা গান্ধীর)। ভারতবাসী হিসেবে আপনিও সেই ঈন্দিরা গান্ধীর প্রতি দলমত নির্বিশেষে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত রাখা, কেনোনা সেদিন যদি ঈন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানকে খন্ডিত না করতে পারতো তবে আজও ভারত সরকারের রাতের ঘুম হারাম হয়ে থাকতো। কারণ পশ্চিমে পাকিস্তান, পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ), উত্তরে চীন- এই তিন দিক সামাল দেয়া ভারতের পক্ষে খুবই কঠিন হতো। এই অবস্থার মোকাবিলা করে বিশ্বে ষষ্ঠ পরাশক্তিধর হওয়া স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে ইদানিং ভারতের বিজেপি সরকারের স্বার্থপর নীতির কারণে বাংলাদেশ আজ ভারতকে উপেক্ষা করে স্বার্থহীন বন্ধুদের খোঁজ করছে এবং পেয়েও গেছে বলে আমি মনে করি।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান এবং চায়নাকে বাংলাদেশের মানুষ যে পরিমাণ ঘৃণা করতো আজ তার উল্টো দেখছি। যার একমাত্র কারণ ভারতের বিজেপি সরকার। সত্য কথা বললে বলতে হয়, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলেই পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ ভারতের সহযোগিতায় স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সেই বাংলাদেশ আজ নতুন নতুন বন্ধুদেশ খুঁজছে! আর খুঁজবেই না বা কেন? ভারতে কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সম্পর্কে মুখে যা আসে তাই আবোল-তাবোল বলতে থাকে। যেমন ভারত চাইলেই যেকোন দিন বাংলাদেশকে ভারতের অংশ হিসেবে যোগ করে নিতে পারে, ভারতের মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। সদ্য বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার এক সময়কার ভারতের রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারতের ১৪০ কোটি লোক ও আপনাদের বাংলাদেশের ২০ কোটি মিলে সর্বমোট ১৬০ কোটি হলে বিশ্বে আমরা একটা বড় শক্তি হিসেবে পরিচিতি পেতে পারি। মিঃ ত্রিবেদীর এই বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশ উত্তপ্ত। এই প্রসঙ্গে আমার ছোট বেলায় এক মাওলানার ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্যটির কথা মনে পড়েছে। সময়টা ছিল শীতকাল মাওলানার ওয়াজ (বক্তব্য) ছিল এই যে, আপনারা যে কাঁথা গায়ে দেন সে কাঁথা যদি মেয়েলোকের কাপড় দ্বারা সেলাই হয়ে থাকে তবে সেই কাঁথা কোনো পুরুষ লোক গায়ে দেয়া হারাম (নিষিদ্ধ)। অথচ আজ থেকে ৫০/৬০ বছর পূর্বে লেপ খুব কম লোকেই ব্যবহার করতে পারতো। ৯৮% লোকজনই কাপড়ে সেলাই কাঁথাই গায়ে দিতো শীতকালে। মাওলানা সাহেব যাদের বাড়িতে ওয়াজশেষে রাত কাটালেন সেই বাড়িতে মহিলাদের কাপড়ে সেলাই করা কাঁথা ছাড়া কোনো লেপ ছিল না। তাই হুজুরকে (মাওলানা সাহেবকে) গায়ে দেয়ার জন্য মহিলাদের কাপড়ে সেলাই করা কাঁথাতো দিতে পারে না তার ওয়াজ মোতাবেক। তাই মাওলানা সাহেবকে সেই শীতের রাতে লেপ কাঁথা ছাড়াই কাটাতে হয়েছিল। তখন থেকে দেশে একটা প্রবাদ চালু হয়েছে যে, মাওলানা সাহেব শীতকালে গ্রীষ্মকালিন ওয়াজ করেছে। প্রবাদটির সাথে মিঃ দীনেশ ত্রিবেদীর বক্তব্যটির হুবহু মিল দেখতে পাচ্ছি। মাত্র ১০/২০ দিন পূর্বে মুসলিমদের ঈদুল আজহায় গরু কুরবানি নিয়ে বিশ্বের জনগন তথা বাংলাদেশের জনগন তো তা প্রত্যক্ষ করেছে। তাই আমি বলবো মিঃ দীনেশ ত্রিবেদীর এই বক্তব্যটিকে আমি পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলার নাই। তবে মিঃ ত্রিবেদী যদি এটা মনে করে বলে থাকেন যে, তোমরা স্বেচ্ছা মেনে না নিলে আমরা জানি কিভাবে তা করতে হবে।

হ্যাঁ, এটা সত্য ভারত চাইলে তা পারে, কিন্তু তার পূর্বে ভারতকে জানতে হবে বাংলাদেশ এখন আর একা নয়। আজ দেড় দুই বছর পূর্বে ভারত ছাড়া বাংলাদেশের আর কেউ ছিল না। তারপূর্বে বাংলাদেশ পাকিস্তান ও চীনকে চির শত্রু মনে করতো। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর ভারতের আচার-আচরণে বুঝে নিয়েছে যে, ভারত বাংলাদেশের বন্ধু নয় এবং ভারত বাধ্য করেছে বাংলাদেশকে বন্ধু খুঁজে নিতে। এমনকি পাকিস্তান ও চীন এমন এক পরিস্থিতির অপেক্ষায়ই ছিল যা এখন পাকিস্তান ও চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক হয়েছে।

অবশ্য ভারত বাংলাদেশে আঘাত হানলে বাংলাদেশ হয়তো তার মোকাবিলা করতে পারবে না। কিন্তু ভারতকে পাকিস্তান ও চীনকে মোকাবিলা করতে হবে। আরো একটি বাস্তব সত্য হলো, ১৪০ কোটির ভারতে ২০-২২ কোটি মুসলিমদের সামাল দিতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে সেই সঙ্গে আরো ২০ কোটি বাংলাদেশের মুসলমান! ভেবে দেখেছেন কি আমাদের ২০ কোটি যোগ হলে আপনাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? উত্তম যেভাবে আছেন সেভাবেই আপনাদের মুসলমানদের নিয়ে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করেন। ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তান বা বাংলাদেশের হিন্দুদের মতো নয় যে, তারা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানকে তাদের নিজের দেশ মনে করে না। বরং তারা ভারতকেই নিজের দেশ মনে করে।

একটা বিকল্প প্রস্তাব ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগে আমাদের হিন্দু মুসলিম অদূরদর্শী নেতৃবৃন্দ যে ভুলটি করে ছিল, তা আমরা শুধরিয়ে নিতে পারি। বৃটিশদের প্রস্তাবিত গ্রেটার বাংলা অর্থাৎ বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলো নিয়ে গ্রেটার বাংলা গড়ে তুললে আমরা হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। তবেই এই উপমহাদেশে একটা চিরস্থায়ী শান্তি বিরাজ করতে পারে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। বিঃদ্রঃ উক্তি ও মন্তব্যটি একান্তই আমার নিজের, প্রশ্ন থাকলে নিম্নের নাম্বারে মিসকল দিলে আমি কল ব্যাক করবো।

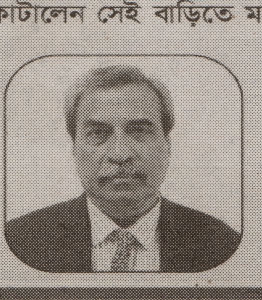

ধন্যবাদান্তে

মোঃ নুরুল ইসলাম (হাজী ইসলাম)

২০১২-১৩ সালে নিউইয়র্কে গ্রামীণ ব্যাংক রক্ষা আন্দোলন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা।
এবং ১৯৭১ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কাঁঠালিয়া নামক মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা লিডার। (অম্বরপুর, চান্দিনা, কুমিল্লা)

নিউইয়র্কঃ 718-666-5946

নারায়ণগঞ্জ সমিতির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা

নারায়ণগঞ্জ সমিতির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা

নারায়ণগঞ্জ সমিতির

(শেষ পাতার পর)

পুরুষরা অফ হোয়াইট রঙের পাঞ্জাবি পরে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানকে লাল-সাদার বর্ণময় আনন্দ সভায় পরিণত করেন। অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা ছিল ব্যতিক্রম। প্রবেশদ্বার ছিল সবুজ পত্রবল্লবের সঙ্গে সাদা গোলাপে পরিপাটি এবং পাশে ছিল শীতলক্ষ্যা নদীর বিশাল ক্যানভাস। অনুষ্ঠানে আগতরা শীতলক্ষ্যা নদীর ক্যানভাসের সামনে নস্টালজিয়ায় আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন ও কেউ কেউ স্মৃতিকাতর আনন্দ-অনুভূতির প্রকাশ করেন।
এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মতিউর রহমান। তিনি ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মোহাম্মদ মোহসীন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন–মোহাম্মদ আলী (বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক), মোহাম্মদ মজিবুর, শামসুল আলম লিটন ও মির্জা ফরিদ উদ্দিন। এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন–মুক্তিযোদ্ধা আজিমুর রহমান এবং মেরিল্যান্ড থেকে আগত রাজনৈতিক নেতা এটিএম কামাল। বক্তারা প্রবাসে নারায়ণগঞ্জবাসীর সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ধরে রেখে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তারা নারায়ণগঞ্জের উন্নয়নে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বানও জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন টিটু এবং সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল টিটু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক ও লেখক দর্পণ কবীর।
এ অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীর মিলনমেলায়। আড্ডা, গান, নৃত্য ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া ছিল নারীদের বালিশ নিক্ষেপ খেলা। এ অনুষ্ঠান সফল করতে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছেন রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী মোশতাক আহমেদ নিউটন, সাবেক ছাত্রনেতা এসএম সায়েম মিঠু, ব্যবসায়ী রাফাত হোসেন, সংগঠক দোলন খন্দকার, রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী আশিক হোসেন কবির, ব্যবসায়ী মাহফুজ আহমেদ মনসুর প্রমুখ।
সভাপতির ভাষণে এ কথা উল্লেখ করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মোস্তফা জামাল টিটু। সংগঠনের ইসি কমিটির কর্মকর্তারা আগতদের দুপুরের খাবার পরিবেশ করার সময় বিনয়পূর্ণ আতিথেয়তার পরিচয় দেন। উল্লেখ্য, শুক্রবার অনুষ্ঠান হওয়ায় আয়োজকরা মাঠে জুম্মার নামাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ নামাজে মুসলিম পুরুষ ও নারী অংশ নেয়।

মাদকজনিত মৃত্যুহার

(শেষ পাতার পর)

(সিডিসি)-এর প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে প্রায় ৭০ হাজার আমেরিকান মাদকজনিত কারণে প্রাণ হারিয়েছেন, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ কম। ফেডারেল তথ্য অনুযায়ী, এটি টানা তৃতীয় বছরের মতো ওভারডোজ মৃত্যুর হার কমার ঘটনা এবং কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পতন। ২০২৫ সালের মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২০১৯ সালের সমপর্যায়ে নেমে এসেছে, অর্থাৎ কোভিড-১৯ মহামারির আগের অবস্থার কাছাকাছি। প্রতিবেদনে আরো দেখা গেছে, মোট মাদকজনিত ওভারডোজ মৃত্যু ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৬৯ হাজার ৯৭৩ জনে। এর মধ্যে সিন্থেটিক ওপিওয়েড বিশেষ করে ফেন্টানিল সম্পর্কিত মৃত্যুই সবচেয়ে বেশি।
সিডিসির প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সিন্থেটিক ওপিওয়েড, মূলত ফেন্টানিল, জড়িত ওভারডোজে আনুমানিক ৩৮ হাজার ৮৪ জন আমেরিকান মারা গেছেন। এটি ২০২৪ সালের ৪৮ হাজার ৯১৩ জন মৃত্যুর তুলনায় প্রায় ২২ শতাংশ কম। ফেন্টানিল এখনো যুক্তরাষ্ট্রে মাদকজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে রয়েছে এবং মোট ওভারডোজ মৃত্যুর প্রায় ৫৪ শতাংশ এই মাদকের কারণে ঘটছে।
অন্যদিকে ফেন্টানিল, কোকেইন এবং মেথ অ্যামফেটামিনসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে। অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে ওভারডোজে মৃত্যু কমলেও অ্যারিজোনা, কলোরাডো এবং নিউ মেক্সিকোসহ সাতটি অঙ্গরাজ্যে উল্টো বৃদ্ধি দেখা গেছে। এসব রাজ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ১০ শতাংশ বা তারও বেশি বেড়েছে।
কোভিড-১৯ মহামারির সময় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, মানসিক চাপ এবং আসক্তি চিকিৎসাসেবায় সীমিত প্রবেশাধিকারের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ওভারডোজ মৃত্যু রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। ২০২২ সালে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার মানুষ ওভারডোজে মারা যান, যা ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যা। পরবর্তী সময়ে নালোক্সোন নামের জীবনরক্ষাকারী ওষুধের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, আসক্তি চিকিৎসা সম্প্রসারণ, মাদক ব্যবহারের ধরনে পরিবর্তন এবং ওপিওয়েড প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধে মামলার নিষ্পত্তি থেকে পাওয়া বিলিয়ন ডলারের তহবিল পরিস্থিতির উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করছেন গবেষকরা।
তবে নতুন উদ্বেগও দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য ও আইনশৃঙ্খলা কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন যে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ মাদকের বাজারে নতুন ও আরো শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি বাড়ছে। পেনসিলভানিয়া ভিত্তিক সেন্টার ফর ফরেনসিক সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশনের পরিচালক অ্যালেক্স ক্রোটুলস্কি জানান, ২০২৫ সালে তাদের ল্যাব ২৭টি নতুন মাদক শনাক্ত করেছে। কিন্তু ২০২৬ সালের প্রথম পাঁচ মাসেই ২৩টি নতুন মাদক শনাক্ত হয়েছে।
এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক পদার্থগুলোর একটি হলো সাইক্লোরফিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ফেন্টানিলের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী একটি সিন্থেটিক ওপিওয়েড। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর অজান্তেই এটি অন্যান্য অবৈধ মাদকের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। যদিও ২০২৫ সালের পরিসংখ্যান আশাব্যঞ্জক, তবুও যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় ৭০ হাজার মানুষের ওভারডোজে মৃত্যু এখনো একটি বড় জনস্বাস্থ্য সংকট। নতুন শক্তিশালী মাদকের আগমন, নীতিগত পরিবর্তন এবং চিকিৎসা ও প্রতিরোধ কর্মসূচির অর্থায়ন কমে গেলে পরিস্থিতি আবারও খারাপ হতে পারে।

৩৮ মিলিয়ন মেডিকেইড

(শেষ পাতার পর)

মেডিকেইড জালিয়াতি করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা এমন ব্যক্তিদের নামে মেডিকেইড বিল জমা দিয়েছেন যারা হয় কখনো এসব কেন্দ্রে যাননি, অথবা খুব কম সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ৭৮ বছর বয়সী ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতা ও ১৫ টি ফার্মেসির মালিক ব্রুকলিন কমিউনিটি বোর্ড-১৩-এর সদস্য পারভেজ সিদ্দিকী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাজিয়া বিবি (ওরফে শাজিয়া ওয়াত্তু), আবদুল আজিজ, শায়ের আলী, জেবুন আহমেদ, জোসনা বেগম, সাইরা খাতুন এবং আতিয়া শাহনাজ। গত ১৮ জুনে ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার যৌথ অভিযানে তাদের আটক করা হয় এবং পরে নিউ ইয়র্ক ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।
তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্তরা নিম্ন আয়ের এলাকায়, সরকারি আবাসন প্রকল্পে, বাসস্টপে এবং চিকিৎসাকেন্দ্রের আশপাশে ঘুরে মেডিকেইড সুবিধাভোগীদের খুঁজে বের করতেন। এরপর তাদের অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের মাসিক নগদ অর্থ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ডে কেয়ার কর্মসূচিতে নিবন্ধিত করা হতো। অভিযোগ রয়েছে, অনেক পরিবার শুধুমাত্র তাদের মেডিকেইড নম্বর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার বিনিময়ে প্রতি মাসে কয়েকশ ডলার করে পেতো।
ফেডারেল অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, নিবন্ধিত ব্যক্তিদের নামে ডে কেয়ার সেবা প্রদানের ভুয়া দাবি দেখিয়ে মেডিকেইড থেকে কোটি কোটি ডলার আদায় করা হয়েছে। এসব দাবির পক্ষে উপস্থিতির তালিকা, সাইন-ইন শিট এবং অন্যান্য নথিপত্র জাল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে উপস্থিতির সংখ্যা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ধারণক্ষমতার চেয়েও বেশি দেখানো হয়েছে, যা তদন্তকারীদের সন্দেহ আরো জোরালো করেছে।
মামলার সবচেয়ে আলোচিত দিকগুলোর একটি হলো কথিত অর্থপাচারের কৌশল। তদন্তকারীদের মতে, আত্মসাৎ করা অর্থ বিভিন্ন শেল কোম্পানির মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং লেনদেনের বিবরণে গিফট, ডিভিডেন্ড, মেডিসিন এবং লাড্ডুর মতো শব্দ ব্যবহার করে প্রকৃত অর্থপ্রবাহ গোপন করা হয়। বিশেষ করে 'লাড্ডু' শব্দটির পুনরাবৃত্ত ব্যবহারের কারণে স্থানীয় গণমাধ্যমে মামলাটি 'লাড্ডু পেমেন্টস স্ক্যাম' নামে পরিচিতি পেয়েছে। লাড্ডু সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিতে মিষ্টি নামে পরিচিত। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ আরো অভিযোগ করেছে যে বিলিং এবং প্রশাসনিক কাজের একটি অংশ পাকিস্তানভিত্তিক কর্মীদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এর ফলে অর্থের লেনদেন ও কার্যক্রমের কিছু অংশ আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তৃত হয়, যা তদন্তকে আরো জটিল করে তোলে।
তদন্তে আরো জানা গেছে, কিছু সুবিধাভোগীর নামে মেডিকেইড বিল করা হলেও তারা সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন না। অভিযোগ অনুযায়ী, কিছু ব্যক্তি পাকিস্তান, মরক্কো এবং অন্যান্য দেশে বসবাস করলেও তাদের নামে নিয়মিত মেডিকেইড দাবি জমা দেওয়া হয়েছে এবং অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
ফেডারেল অনুসন্ধান পরোয়ানা কার্যকর হওয়ার পর কয়েকজন অভিযুক্ত কর্মচারীদের নতুন মোবাইল ফোন সংগ্রহ করতে এবং পুরোনো ডিভাইসের তথ্য মুছে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তদন্তকারীদের মতে, এটি চলমান তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করার একটি প্রচেষ্টা ছিল। পারভেজ সিদ্দিকী দীর্ঘদিন ধরে নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সির পাকিস্তানি-আমেরিকান কমিউনিটিতে পরিচিত মুখ। তিনি একাধিক ফার্মেসির মালিক এবং বিভিন্ন সামাজিক ও নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ মামলায় অভিযোগ আনেনি।
মামলাটি নিউ ইয়র্কের অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার শিল্পে চলমান বৃহত্তর দুর্নীতি ও জালিয়াতি তদন্তের অংশ বলে জানিয়েছে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নিউ ইয়র্কে একাধিক মেডিকেইড জালিয়াতির ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে কিকব্যাক, ভুয়া বিলিং এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। তদন্তকারীরা বলছেন, এই চক্রের সঙ্গে আরো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি আত্মসাৎ হওয়া সরকারি অর্থ পুনরুদ্ধার এবং জালিয়াতির পূর্ণ পরিধি নির্ধারণে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
উল্লেখ্য, ফেডারেল আইন অনুযায়ী আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত সবাই নির্দোষ বলে গণ্য হবেন।

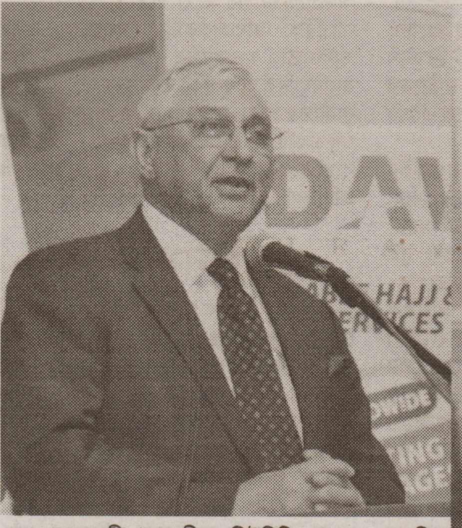
৭৮ বছর বয়সী ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতা ও একাধিক ফার্মেসির মালিক ব্রুকলিন কমিউনিটি বোর্ড-১৩-এর সদস্য পারভেজ সিদ্দিকী

কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট শাজিয়া বিবি (ওরফে শাজিয়া ওয়াত্তু)

OZONE PARK QUALITY CARE MEDICINE, PLLC.
ওজনপার্ক কোয়ালিটি কেয়ার মেডিসিন, পিএলএলসি

এখন ওজনপার্কে
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

MUSAMMAT JAHAN M.D.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বোর্ড সার্টিফাইড ইন ইন্টারনাল মেডিসিন
Board Certified in Internal Medicine

SERVICE WE PROVIDE

- Blood draws for laboratory testing
- Exam
- Sinus Infection/Pain
- Allergies
- Ear Infection
- Sprains
- Back Pain
- Rashes
- Throat Testing
- UTI Testing
- Pregnancy Testing
- STD Screenings
- Urine Analysis
- EKG/ECG
- TLC/VISION TEST
- SCHOOL/JOB PHYSICAL ETC
- ROUTINE LABS
- Spirometry
- Glucose Testing
- Wellness Visit/Yearly Physical (Via appointment only)
- Pre-Operation Physicals (Via referral only)
- Travel Vaccinations
- Routine Immunizations
- Medication Management & Refill
- High Blood Pressure Management
- High Cholestorol Management
- Diabetes Management
- Fever
- Flu
- Sore Throat
- Asthma
- Headache
- Snellen Test
- Prescription Refills
- Coordinate with Specialities Physicians
- FLU SHOT & H AJJ VACCIN
- Anemia

YOUR MOST CONVENICENT MEDICAL CARE

মেডিকেইড ও মেডিকেয়ারসহ প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করা হয়

7721 101 Ave, Ozone Park, NY, 11416
Tel : 818-322-4014, Fax : 718-322-4015
mr21@opqcmpllc.com, www.opqcmpllc.com

টেক্সাস রিপাবলিকান কনভেনশনে মুসলিম ডেলিগেট সামার হালাবিকে (বাঁ-দিকে) উপস্থিত এক ডেলিগেট যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের পরামর্শ দিচ্ছেন

টেক্সাস রিপাবলিকান কনভেনশনে মুসলিম ডেলিগেটদের ডেলিগেট যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন উপস্থিত কিছু উগ্র এক ডেলিগেট

ফ্লোরিডায় ট্রাকচাপায়

(শেষ পাতার পর)

সকাল ৭টা ২০ মিনিটের দিকে ফ্লোরিডা স্টেটের ফোর্ট লডারডেল এলাকার পম্পানো বিচ সিটিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কবীর মৃধার বাড়ি পটুয়াখালী জেলায়। তিনি সাউথ ফ্লোরিডায় একজন অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সকলেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং রাফাত নামের ১৯ বছর বয়সী এক মাত্র পুত্রসন্তান রেখে গেছেন। তারা সবাই একই এলাকায় বসবাস করতেন।

দুর্ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার সভাপতি এ বি এম মোস্তফা জানান, কবীর মৃধা স্থানীয় একটি বাংলাদেশি মালিকানাধীন গ্যাস স্টেশন কাম কনভেনিয়েন্স স্টোরে (মুদি দোকানসহ জ্বালানি তেল বিক্রয় কেন্দ্র) চাকরি করতেন। ঘটনার দিন সকালে তিনি কর্মস্থলে গিয়ে গ্যাস স্টেশনের পাশে থাকা ট্রাকের ওয়েটিং এরিয়ায় (অপেক্ষাগার) যান। সেখানে একজন চালকের সঙ্গে কথা বলার সময় পাশের পার্কিং এলাকা থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই কবীর মৃধার মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে কবীর মৃধার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া ও ময়নাতদন্তের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফ্লোরিডায় তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মরদেহটি দাফনের জন্য বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

নারী স্বাস্থ্যকর্মী

(শেষ পাতার পর)

করে এক নারী স্বাস্থ্যকর্মীর কথিত ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্যের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গত ২০ জুন ভিডিওটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার পর ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, চিকিৎসাকর্মীদের পোশাক (স্ক্রাবস) পরিহিত এক নারী দুই মুসলিম নারী ক্রেতার কাছে গিয়ে বলেন, 'তোমরা এখানে স্বাগত নও।' এরপর তিনি ইসলামকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' বলে আখ্যায়িত করেন এবং দাবি করেন, 'এটি মুসলিম দেশ নয়, এটি একটি খ্রিস্টান দেশ।' একপর্যায়ে তিনি মুসলিম নারীদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা যে দেশ থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও।'

ভিডিওতে আক্রান্ত নারীরা নিজেদের মার্কিন নাগরিক বলে জানালেও ওই নারী তার মন্তব্য অব্যাহত রাখেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ অপ্ররোচিত ছিল এবং দুই নারী স্বাভাবিকভাবেই কেনাকাটা করছিলেন। তবে ভিডিওটি পুরো ঘটনার নাকি আংশিক অংশ, তা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওটি প্রকাশের পর ব্যাপক নিন্দার ঝড় ওঠে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, একজন স্বাস্থ্যসেবাকর্মী যদি প্রকাশ্যে এমন ধর্মবিদ্বেষী আচরণ করেন, তাহলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রোগীদের প্রতি তার আচরণ কেমন হতে পারে। অনেকে তাকে শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘটনার সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নারীর পরিচয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। এইচইবি কর্তৃপক্ষ কিংবা স্থানীয় পুলিশও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি এবং কোনো অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না সে বিষয়েও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষমূলক ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। মুসলিম অধিকার সংগঠন কেয়ারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও হয়রানির ৮ হাজার ৬৮৩টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, যা সংগঠনটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ বার্ষিক সংখ্যা। টেক্সাসও মুসলিমবিরোধী অভিযোগের শীর্ষ অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে।

নাগরিক অধিকারকর্মীরা বলছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। তাই জনসমক্ষে মুসলিম নারীদের লক্ষ্য করে এমন বিদ্বেষমূলক মন্তব্য শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটি সমাজে বাড়তে থাকা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার উদ্বেগজনক প্রতিফলন।

ভার্জিনিয়ায় চার

(শেষ পাতার পর)

যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় সংবেদনশীলতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওকে কেন্দ্র করে, যেখানে মুসলিম স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (এমএসএ)-এর একটি প্রচারণামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা ইসরায়েলি জিম্মি নেওয়ার দৃশ্য পুনঃঅভিনয়ের মতো উপস্থাপন করে বলে অভিযোগ ওঠে। ভিডিওটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার পরই স্কুল প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে চার শিক্ষার্থীকে সাসপেন্ড করে।

এ ঘটনার পেছনে থাকা এমএসএ সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অনেক হাই স্কুল ও কলেজে সক্রিয় একটি ছাত্র সংগঠন, যেখানে সাধারণত ধর্মীয় আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দাতব্য কার্যক্রম এবং কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, টমাস জেফারসন হাই স্কুল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ওই ইভেন্টটি মূলত স্কুলের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচারের অংশ ছিল, কিন্তু ভিডিওর একটি অংশ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়।

ভিডিওটি অনলাইনে ভাইরাল হওয়ার পর বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী ও কমিউনিটি গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। কিছু পক্ষ এটিকে সংবেদনশীল ঐতিহাসিক ঘটনার অনুপযুক্ত উপস্থাপনা হিসেবে দেখলেও অন্যরা বলছে এটি ছিল ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা একটি ছাত্র পরিচালিত নাট্যরূপ। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইহুদি ও মুসলিম সম্প্রদায় উভয়ই সক্রিয়ভাবে অবস্থান নেয়। একদিকে কিছু ইহুদি সংগঠন শিক্ষার্থীদের শাস্তি বহাল রাখার দাবি জানায়, অন্যদিকে মুসলিম অধিকার সংগঠনগুলো সিদ্ধান্তকে বৈষম্যমূলক বলে উল্লেখ করে। উভয় পক্ষই ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক স্কুলস প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন ও জনমত গঠনের চেষ্টা চালায়।

পরবর্তী সময়ে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট সাসপেনশন বহাল রাখলে কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (কেয়ার) ফেডারেল আদালতে মামলা দায়ের করে। মামলায় দাবি করা হয়েছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ টাইটেল সিক্স অব দ্য সিভিল রাইটস অ্যাক্ট ১৯৬৪ লঙ্ঘন করেছে, যেখানে ধর্ম, জাতি বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ। কেয়ারের আইনজীবী ক্যাথরিন কেক বলেন, সরকারকে সব গোষ্ঠীর সঙ্গে সমান আচরণ করতে হবে। মুসলিম শিক্ষার্থীদের আলাদা করে টার্গেট করা হয়েছে, যা সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন। সংগঠনটির মতে, এ সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ সুযোগ যেমন কলেজ ভর্তি ও ইন্টার্নশিপের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

মামলার নথিতে আরো বলা হয়েছে, এক শিক্ষার্থীকে তার আবেদন করা সব কলেজ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং অন্য একজন শিক্ষার্থী একটি মর্যাদাপূর্ণ ইন্টার্নশিপ থেকে বাদ পড়েছেন। কেয়ার দাবি করছে, এ প্রভাব শুধু শাস্তির ফল নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে তাদের একাডেমিক ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অন্যদিকে ইহুদি অধিকার সংগঠন অ্যান্ড জিউইশ হেট্রেড এবং এর ডিএমভি চ্যাপ্টারের নেতা কেন রিড এ মামলার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, স্কুলের উচিত শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শিক্ষার্থীদের এমন আচরণের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা। তার মতে, কিছু অভিভাবক শুধু কলেজ ভর্তি ক্ষতির আশঙ্কায় অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। রিড আরো দাবি করেন, স্কুলগুলোতে ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে আরো বিস্তৃত শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং শিক্ষার্থীদের বোঝানো দরকার যে ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক ঘৃণার প্রভাব কীভাবে সমাজে পড়ে। অন্যদিকে কেয়ারের আরেক আইনজীবী আহমাদ কাকি বলেন, স্কুল প্রশাসন মুসলিম ও আরব পরিচয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি ভিন্ন আচরণ করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, একই ধরনের রাজনৈতিক বা সামাজিক মতপ্রকাশ অন্য শিক্ষার্থীরা করলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ঘটনার পেছনের পটভূমি হিসেবে দেখা যায়, টমাস জেফারসন হাই স্কুল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক ও উচ্চমানের পাবলিক ম্যাগনেট স্কুল হিসেবে পরিচিত, যেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন এবং শিক্ষার্থীদের একাডেমিক চাপ তুলনামূলকভাবে বেশি। এমন পরিবেশে সোশ্যাল মিডিয়া আচরণ ও স্কুল শৃঙ্খলা নিয়ে আগেও বিভিন্ন বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

ঘটনার পর ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক স্কুলস প্রশাসন জানায়, তারা বিষয়টি অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত করছে এবং কোনো চূড়ান্ত মন্তব্য এখনো দেওয়া হয়নি। তবে স্কুল জেলা স্বীকার করেছে, ঘটনাটি সংবেদনশীল এবং বহুমাত্রিক সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে এ ঘটনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করেছে। কিছু শিক্ষার্থী মনে করছে, স্কুল প্রশাসন দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে, আবার অন্যরা বলছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন সংবেদনশীল বিষয় ব্যবহার করা অনুচিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ মামলা শুধু একটি স্কুল শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয় নয়, বরং এটি যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় পরিচয়, রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা এবং ডিজিটাল যুগে শিক্ষার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ নিয়ে বড় ধরনের আইনি নজির তৈরি করতে পারে।

মুসলিম ডেলিগেটদের

(শেষ পাতার পর)

বলেছেন। হিউস্টনের জর্জ আর. ব্রাউন কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত তিনদিনের এ সম্মেলনে রিপাবলিকান নেতারা দলীয় ঐক্য এবং শরিয়া আইন প্রতিরোধকে অন্যতম প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেন। তবে মুসলিম অংশগ্রহণকারীদের অভিযোগ, শরিয়াবিরোধী প্রচারণা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি ইসলামবিদ্বেষে রূপ নেয়। মিশরীয় বংশোদ্ভূত মোহাম্মদ হুসেইন বলেন, যখন তারা শরিয়া-মুক্ত টেক্সাস-এর কথা বলে, তখন প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম-মুক্ত টেক্সাস-এর কথাই বোঝায়। কেউ টেক্সাসে শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার দাবি করছে না।

সম্মেলনের একটি জুডিও-খ্রিস্টান মূল্যবোধ বিষয়ক আলোচনায় বক্তারা দাবি করেন, মুসলিমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করে। সাবেক সাউদার্ন ব্যাপটিস্ট পাস্টর ও রাজনৈতিক সংগঠন 'রিকভার আমেরিকার' সভাপতি ড. রিক স্কারবরো বলেন, মুসলিমরা ক্ষমতা পেলে খ্রিস্টানদের জন্য বিপদ তৈরি করবে। এ সময় উপস্থিত মোহাম্মদ হুসেইন বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, মুসলিমদের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা টেক্সান, আমরা আমেরিকান। আমাদের সম্পর্কে এমন অভিযোগ করা হচ্ছে যাতে আমরা কিছু বললেও তা বিশ্বাস করা না হয়। পরে আলোচনার শেষে স্কারবরো ও হুসেইনের মধ্যে কথোপকথন হয়। হুসেইনের দাবি, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কি চান আমি চলে যাই? উত্তরে স্কারবরো বলেন, হ্যাঁ। পরে এক সাক্ষাৎকারে স্কারবরো স্পষ্ট করেন যে তিনি হুসেইনকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথাই বলেছিলেন। এই ঘটনার পর আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন হুসেইন। পরে স্কারবরো তার কাছে গিয়ে প্রার্থনার প্রস্তাব দেন এবং পরবর্তীতে মন্তব্য করেন যে তিনি হয়তো হুসেইনকে অতিরিক্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

অন্যদিকে মুসলিম প্রতিনিধি সামার হালাবি ও তার স্বামী আমজাদ মুহতাসেবও কনভেনশনে হয়রানির শিকার হন বলে অভিযোগ করেন। হালাবি বলেন, একজন অংশগ্রহণকারী তাকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। ঘটনাটির পর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তবে কনভেনশনে সবাই একই অবস্থান নেননি। রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা মানো ডি-আয়ালা সতর্ক করে বলেন, দল যদি অখ্রিস্টান রক্ষণশীলদের দূরে ঠেলে দেয়, তাহলে রিপাবলিকান পার্টির সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, আমরা যদি দলকে বড় করতে চাই, তাহলে আরো মানুষকে এ ছাতার নিচে আনতে হবে। ঘটনার পর মোহাম্মদ হুসেইন বলেন, তিনি এখনো নিজেকে রক্ষণশীল মূল্যবোধের সমর্থক মনে করেন, তবে কনভেনশনের অভিজ্ঞতা তাকে গভীরভাবে হতাশ করেছে। তার ভাষায়, আমি জানতে চেয়েছিলাম রিপাবলিকান পার্টিতে আমার জন্য কোনো জায়গা আছে কি না। কিন্তু যা দেখলাম, তাতে মনে হয়েছে অনেকের কাছে মুসলিমদের জন্য কোনো স্থান নেই। এখন নভেম্বরের নির্বাচনে আমি সেই প্রার্থীকে ভোট দেব, যিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পক্ষে দাঁড়াবেন।

এ ঘটনা টেক্সাসের রাজনীতিতে ধর্মীয় সহনশীলতা, মুসলিম আমেরিকানদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রিপাবলিকান পার্টির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম ভোটারদের একটি অংশ সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের কারণে রক্ষণশীল রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হলেও সাম্প্রতিক ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য তাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

FATEMA GROCERY & HALAL MEAT
167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
718-291-9642

আপনার নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্য, তাজা শাকসবজি, ফলমূল, হালাল মাছ-মাংসসহ অন্যান্য যে কোন জিনিসের জন্য আমাদের গ্রোসারিতে আসুন

আমরা ফুড স্ট্যাম্প, উইকচেকসহ মেজর ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

VISA MasterCard DISCOVER NETWORK New York State WIC We Accept EBT

Each business own and operated by Fatema Brothers, Inc.

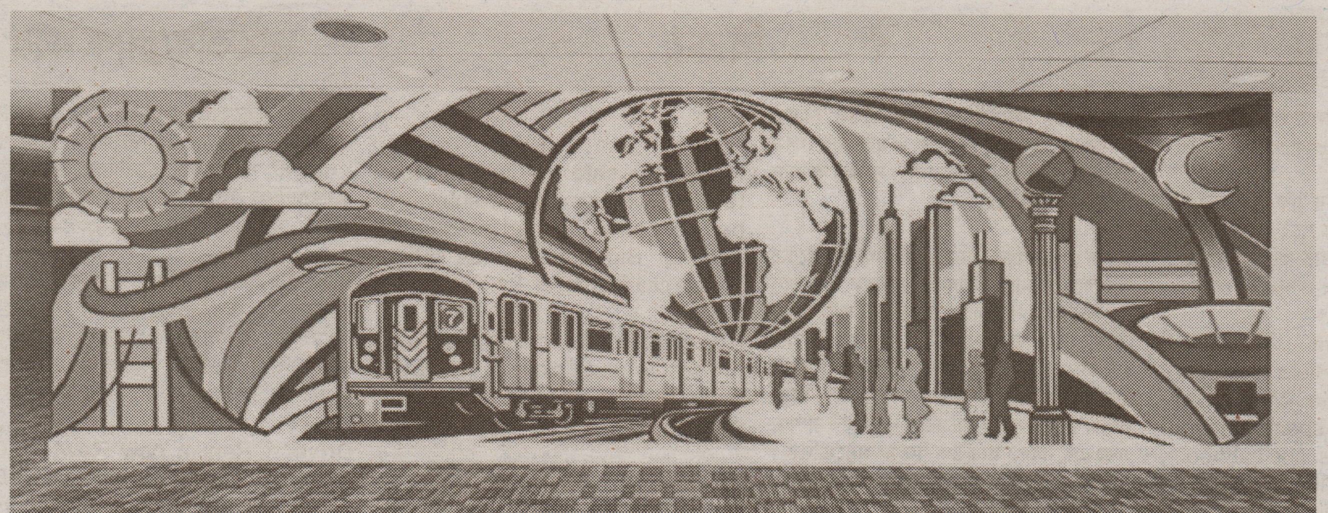

বিশ্বকাপ ফাইনালের মাঠে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিল্পী জিহানের চিত্রকর্ম

বাংলাদেশি বশোদ্ভূত শিল্পী জিহানের চিত্রকর্ম

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশি শিল্পী

(শেষ পাতার পর)

স্টেডিয়ামের ভিআইপি লাউঞ্জে বিশাল ম্যুরাল এঁকেছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। লাউঞ্জটির সৌন্দর্য বর্ধনে ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট প্রস্থের চিত্রকর্মটিতে নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্কের পাশাপাশি মূর্ত হয়ে উঠেছে আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলো। বিশ্বকাপ ফাইনালে ভিআইপি দর্শকদের চমকে দেবে শিল্পী জিহান ওয়াজেদের এ চিত্রকর্ম। এর আগে নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারের মূল ফটকে স্থায়ী একটি বিশাল ম্যুরাল এঁকেছেন জিহান। সাড়ে ৮২ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার মেটলাইফ স্টেডিয়ামটি নির্মিত হয়েছে ১.৬ বিলিয়ন ডলারে। বিশ্বকাপ উপলক্ষে অনন্য সাজে সাজানো হয়েছে স্টেডিয়ামটি। ভিআইপি লাউঞ্জকে সজ্জিত করা হয়েছে চোখ ধাঁধানো সাজে। ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে কয়েকটি খেলা। শুধু স্টেডিয়াম নয়, শিল্পী জিহান ওয়াজেদের আঁকা ম্যুরাল সৌন্দর্য বর্ধন করে চলেছে বিশ্বের রাজধানীখ্যাত নিউ ইয়র্ক মহানগরীসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে। আমেরিকার মূলধারার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ম্যুরাল এঁকে সম্প্রতি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন জিহান। বাংলাদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিও স্থান পাচ্ছে তার আঁকা ম্যুরালে। জিহানের চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের প্রকৃত এবং প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি। যার মধ্য দিয়ে মূল শেকড়, ঐতিহ্য ও ভাষাগত পরিচিতির সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও ভাস্কর্য, কোরিওগ্রাফি এবং সৃজনশীল নতুন মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত জিহান ওয়াজেদ। তার শিল্পকর্ম দেয়ালচিত্র ও নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তিনিই প্রথম অগ্রবর্তী বাস্তববাদী শিল্পী। ম্যানহাটনের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিশাল স্টুডিও রয়েছে জিহান ওয়াজেদের। তার অন্যতম শিল্পকর্মের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউ ইয়র্কের জনএফ কেনেডি এয়ারপোর্টের টার্মিনাল-ফোর, নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, কুইন্স হাসপাতালে ১ হাজার ২৫০ বর্গফুটের বিশালকায় ম্যুরাল, এস্টোরিয়ায় ৭০০ ফুট দীর্ঘ অ্যাগুমেন্টেড রিয়ালিটি ম্যুরাল, নিউ জার্সির মেটলাইফ ওয়ার্ল্ডকাপ স্টেডিয়াম ও এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ 'ওয়েলকাম এস্টোরিয়া' ম্যুরালটি অন্যতম। জিহান ওয়াজেদের বিমূর্ত ম্যুরালগুলোর অণুপ্রেরণা মানবিক যোগসূত্রের সে শক্তি থেকে, যা সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় শান্তির। তার একান্ত ইচ্ছা সিটিতে যেখানে তার নিজের আবাস, সে কুইন্সকে আরো নান্দনিক করে তোলা। সম্প্রতি তাকে 'আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়াম' এ 'ইউএস ওপেন'-এর জন্য একটি স্থায়ী ম্যুরাল আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেটি তিনি সম্পন্ন করেছেন। জিহান ওয়াজেদেও 'ঐঁংঃষব ধহফ ইঁংঃষব' (ব্যস্ততা ও কোলাহল) মুর‍্যালটি সিটির কুইন্স বরোর বহুমুখী ও প্রাণবন্ত শক্তিকে ধারণ করেছে। কুইন্সকে সাধারণভাবে দৃশ্যত কোলাহলপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল মনে হতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, সবকিছু কীভাবে একতালে ঘড়ির কাঁটার মতো বিরামহীনভাবে চলছে। বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় তার আঁকা ম্যুরাল প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ম্যুরাল অঙ্কন করেছেন জিহান ওয়াজেদ।

নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের গ্যালারিতে তার বেশ কয়েকটি একক চিত্রপ্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগায় মুলধারার দর্শকের মাঝে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতেও অংশ নেন জিহান। স্টুডিওতে ছবি আঁকার পাশাপাশি তার নিজস্ব স্টাইলে ম্যুরাল আঁকছেন। জিহানের প্রাথমিক আগ্রহ ছিল গ্রাফিতি আঁকায়। গ্রাফিতি থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন ম্যুরালের নিজস্ব ও নতুন ধারা। তার এই ধারাকে পছন্দ করছে শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শহর নিউ ইয়র্কের শিল্পবোদ্ধারা। জিহানের শিল্পকর্ম চোখ আঁকায়, হৃদয়ে দেয় প্রশান্তি, নানাভাবে দোলা দেয় চেতনায়। তার চিত্রকর্ম সৃষ্টি করে নিরাময় ও দৃষ্টিসুখের পরিবেশ। জিহানের শিল্পকর্মে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের পতাকার লাল ও সবুজ রঙ। জিহান তার শিল্পকর্ম দিয়ে গর্বিত করে চলেছেন আমেরিকার বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশি ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটিকে। কমিউনিটি ম্যুরাল প্রকল্পের অধীনে তার আঁকা চিত্রকর্ম নিউ ইয়র্ক সিটির হাসপাতালের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশেও অবদান রাখায় ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে প্রকল্পটি। তার ম্যুরালের রয়েছে নিজস্ব ও নতুন ধারা।

সম্প্রতি বাংলাদেশি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় জিহানের আঁকা বাংলাদেশ ম্যুরাল ব্যাপক সাড়া জাগায় কমিউনিটিতে। ডাইভারসিটি প্লাজার দক্ষিণের ভবনটির প্রশস্ত দেওয়ালে স্থান পায় বাংলাদেশ ম্যুরাল।

জিহান ওয়াজেদের জন্ম চিকিৎসক পিতার কর্মস্থল লিবিয়ার বেনগাজীতে। তার পিতা নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর সম্পাদক। নিউ ইয়র্কেই শিক্ষাজীবন শুরু জিহানের। মেধাবী জিহান পড়াশুনা করেছেন স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে এবং মিকৌলে অনারি প্রোগ্রামে বারুখ কলেজ থেকে পারসেপচুয়াল সাইকোলজিতে গ্র্যাজুয়েশন করলেও তার মনোযোগ একমাত্র ছবি আঁকায়। চিত্রকর্মের ওপর তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও শৈশব থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে হয়েছেন পুরস্কৃত। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবনের ওপর তার রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ। বাংলাদেশেও তার চিত্রকর্মের ছাপ রাখতে চান জিহান ওয়াজেদ।

নিউ ইয়র্কে কয়েকজন

(শেষ পাতার পর)

বিয়ানীবাজার আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল হাসিব মুনিয়া, জ্যাকসন হাইটসের পরিচিত মুখ রাহুল রব এবং এলেমহার্স্ট নিবাসী মোহাম্মদ হাকিম।

রাহুল রব নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের পরিচিত মুখ সিলেটের সন্তান রাহুল রব আর আমাদের মাঝে নেই (ইন্না লিল্লাহি.. রাজিউন)। গত ২১ জুন রাতে হঠাৎ স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাকে ব্রুকলিনের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জানা গেছে, তিনি লংআইল্যান্ড সিটিতে থাকতেন। চালাতে উবার। ওইদিন রাতেও তিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং স্ট্রোক করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ সন্তান, আত্মীয়স্বজনসহ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। রাহুল রবের নামাজে জানাজা গত ২২ জুন বাদ জোহর জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হয়। তার জানাজায় সর্বস্তরের লোকজন অংশগ্রহণ করেন। নামাজে জানাজা শেষে ২৩ জুন তার লাশ বাংলাদেশে পাঠানো হয়। সেখানে আরেক জানাজা শেষে তার লাশ পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হবে।

আব্দুল হাসিব মনিয়া

সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার কসবা গ্রাম নিবাসী বর্তমানে নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা নিবাসী, বিয়ানীবাজার আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আব্দুল হাসিব মনিয়া ২০ জুন ক্যানসারজনিত কারণে নিজ বাসভবনে সকাল ৪টা ২৬ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি.. রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স ৮২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ সন্তান, আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম আব্দুল হাসিব মনিয়ার প্রথম জানাজা গত ২০ জুন বাদ মাগরিব ওজনপার্কের আল আমান মসজিদের অনুষ্ঠিত হয় এবং বাদ এশা দ্বিতীয় জামাত জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। তার জানাজায় সর্বস্তরের লোকজন অংশগ্রহণ করেন। নামাজে জানাজা শেষে তার লং আইল্যান্ডের মুসলিম গোরস্তানে দাফন করা হয়।

আব্দুল হাসিব মুনিয়া

মোহাম্মদ হাকিম

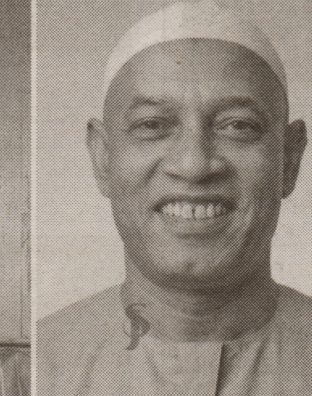

রাহুল রব

বিশ্বকাপ ফুটবলে মেতেছেন মেয়র জোহরান মামদানি

দেশ রিপোর্ট : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানির কাছে ফুটবল এক আবেগের নাম। শৈশব থেকেই তিনি ফুটবলের ভক্ত। প্রথম প্রেম শুরু হয় ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবল ক্লাব আর্সেনাল দিয়ে। এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজনীতিবিদ। মজার ব্যাপার হলো, ২০২৬ বিশ্বকাপে অন্যতম আয়োজক শহর নিউ ইয়র্ক। তাই এ শহরের বাসিন্দাসহ অতিথিরা যেন আরামে বিশ্বকাপ উপভোগ করতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে মামদানির প্রশাসন। তিনি ফুটবলের উন্মাদনাকে সাধারণের নাগালে রাখতে নিয়েছেন নানা উদ্যোগ। যেখানে ফুটবলের প্রতি মামদানির আলাদা অনুরাগ স্পষ্ট। সম্প্রতি দ্য অ্যাথলেটিকের 'হোয়াই আই লাভ দ্য বিউটিফুল গেম' সিরিজে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ফুটবল স্মৃতি, প্রিয় ক্লাব আর্সেনাল এবং বিশ্বকাপ নিয়ে নানা ভাবনার কথা তুলে ধরেন জোহরান মামদানি। নিউ ইয়র্ক সিটির এ মেয়র বলেন, এটি এক প্রজন্মে একবার আসা সুযোগ। আমরা চাই, এ বিশ্বকাপ এমন হোক, যেখানে আরো বেশি মানুষ ফুটবলের প্রেমে পড়বে। শুধু এমন একটি বিশ্বকাপ নয়, যেখানে কিছু মানুষ মাঠে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

উগান্ডায় জন্ম নেওয়া মামদানির ফুটবলপ্রেমের শুরু পরিবার থেকেই। তিনি জানান, তার চাচার কাছ থেকেই আর্সেনাল সমর্থক হয়ে ওঠেন। ছোটবেলায় আর্সেনাল খেলোয়াড়দের ফ্রিজ ম্যাগনেট সংগ্রহ করতেন। বিশেষ করে ২০০৩-০৪ মৌসুমে অপরাজিত থেকে প্রিমিয়ার লিগ জেতা আর্সেনাল দলের প্রতি ছিল তার বিশেষ টান। সে দলের আফ্রিকান ফুটবলারদের মধ্যে লরেন, কোলো তোরে, ইমানুয়েল এবুয়ে এবং নওয়ানকো কানু ছিলেন তার প্রিয়দের তালিকায়। শৈশবে উগান্ডার কাম্পালায় ফুটবল খেলতেন তিনি। পরে পরিবারসহ নিউ ইয়র্কে চলে আসার পরও খেলার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় ছিল। শুরুতে স্ট্রাইকার হিসেবে খেললেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে তার অবস্থান পিছিয়ে যায়। হাসতে হাসতেই মামদানি বলেন, এখন আমার খেলার ধরন হলো রক্ষণভাগে থাকা, বলকে সামনে রাখা, প্রতি ২০ বা ৩০ মিনিটে একবার প্রাণপণ দৌড় দেওয়া, তারপর পরের পাঁচ মিনিট খুব একটা ভালো না খেলা।

ফুটবলের প্রতি মামদানির অনুরাগ মাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জনপ্রিয় ভিডিও গেম 'ফুটবল ম্যানেজার'-এরও ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত। গেমটির বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ গেম খেলে সময় কাটিয়েছেন। এমনকি হারার পর ম্যাচ পুনরায় খেলার জন্য গেম বন্ধ করে আবার চালু করার কথাও স্বীকার করেন। স্কুলজীবনের ফুটবল স্মৃতিও তার কাছে বিশেষ। একবার কোচ দলের দুই ফরোয়ার্ডকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে এক সতীর্থ সম্পর্কে বলেছিলেন, তার প্রতিভা আছে, দক্ষতা আছে। আর মামদানির ক্ষেত্রে বলেছিলেন, তার আছে চেষ্টা, আছে পরিশ্রম, সে নিজের সর্বোচ্চটা দেয়। সেই স্মৃতি মনে করে এখনো প্রমোদ পান মামদানি। যদিও ওই মৌসুমে তিনি এবং তার সতীর্থ দুজনেই সমান আঁটি করে গোল করেছিলেন।

সাক্ষাৎকারে উঠে আসে তার প্রিয় গোল উদযাপনের কথাও। এক্ষেত্রে তিনি স্মরণ করেন ইতালিয়ান স্ট্রাইকার মারিও বালোতেল্লিকে। বিশেষ করে 'হোয়াই অলয়েজ মি?' লেখা টি-শার্ট দেখিয়ে করা তার বিখ্যাত উদযাপন এখনো মামদানির প্রিয়। তবে পুরো সাক্ষাৎকারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশ্বকাপ।

বিশ্বকাপে নিউ ইয়র্কবাসীকে যে যে সুবিধা দিলেন মামদানি: এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক শহর নিউ ইয়র্ক। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের ফাইনালসহ মোট আটটি ম্যাচ। এ আয়োজনকে ঘিরে শহরের প্রশাসনিক নেতৃত্বে রয়েছেন মামদানি। কিন্তু বিশ্বকাপ নিয়ে তার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ টিকেটের মূল্য এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকেই তিনি ফিফার টিকেট নীতির সমালোচনা করে আসছিলেন। ডায়নামিক প্রাইসিং বন্ধ করা, টিকেট পুনর্বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ আনা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক টিকেট সংরক্ষণের দাবি তুলেছিলেন তিনি। যদিও সব দাবি বাস্তবায়ন হয়নি, তবে ফিফার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য ৫০ ডলার মূল্যের এক হাজার টিকেট নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, আমরা শুধু এক হাজার টিকেট নিশ্চিত করিনি, যেসব ফ্যান ফেস্টে প্রবেশমূল্য রাখার পরিকল্পনা ছিল সেগুলোও বিনামূল্যে করতে পেরেছি। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে তার বৈঠকের প্রসঙ্গও উঠে আসে সাক্ষাৎকারে। বিশ্বকাপের গুরুত্ব সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে এক ধরনের অভিন্ন উপলব্ধি রয়েছে বলে জানান তিনি। তবে আলোচনায় তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ফুটবল মূলত শ্রমজীবী মানুষের খেলা এবং বিশ্বকাপেও সেই চেতনার প্রতিফলন থাকা উচিত। তার ভাষায়, ফুটবলের মূলে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ। আমরা চাই মানুষ নিজেদের এই খেলার অংশ হিসেবে দেখতে পারুক। অনেক নিউ ইয়র্কবাসী ভাবছে তারা টেলিভিশনে খেলা দেখার খরচই কীভাবে বহন করবে। সেখানে হাজার হাজার ডলারের টিকেট তাদের নাগালের বাইরে। বিশ্বকাপ উপলক্ষে পরিবহন ব্যয়ও তাকে উদ্বিগ্ন করেছে। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখতে যাওয়া সমর্থকদের জন্য নিউ জার্সি ট্রানজিটের যাতায়াত খরচ প্রায় ৯৮ ডলারে পৌছেছে। যদিও শুরুতে তা আরো বেশি ছিল। এ বিষয়ে মামদানি বলেন, বিশ্বকাপ আয়োজন কোনো শহরের জন্য অর্থ উপার্জনের প্রকল্প হওয়া উচিত নয়, বরং যত বেশি মানুষকে এ অভিজ্ঞতায় অংশ করা যায়, সেটিই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন আর কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি না হয়, যেখানে একটি ম্যাচ দেখতে যাওয়ার জন্য ট্রেন ভাড়া ৯৮ ডলার দিতে হয়। সমর্থকদের জন্য বিষয়টি যত সহজ করা যায়, ততই ভালো।

আর্সেনাল প্রসঙ্গেও কথা বলেন মামদানি। সম্প্রতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে পিএসজির কাছে পরাজয় এখনো তাকে কষ্ট দেয়। তবে কোচ মিকেল আর্তেতার ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি মনে করেন, শিরোপা জিততে হলে কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যেমন ডেভিড রায়াকে দলে আনার জন্য অ্যারন র‍্যামসডেলকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। নতুন মৌসুমে আর্সেনালের আক্রমণ ভাগে আরো গতি এবং সৃজনশীলতা দেখতে চান তিনি। তবে শুধু তারকা ফুটবলার কেনা নয়, বিশ্বকাপের মাধ্যমে নতুন কোনো অচেনা প্রতিভার আবির্ভাব দেখার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেন। মামদানি বলেন, আমি সে সময়টাকে খুব ভালোবাসি, যখন বিশ্বকাপে কোনো অচেনা খেলোয়াড় নিজেকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। আমি চাই আবার এমন কাউকে দেখতে, যে এই টুর্নামেন্ট থেকেই আন্তর্জাতিক তারকা হয়ে উঠবে।

সাক্ষাৎকারের শেষদিকে ফিরে যান ২০০২ সালে বিশ্বকাপের স্মৃতিতে। তখন তার বয়স মাত্র ১০ বছর। সেনেগালের ঐতিহাসিক অভিযানের কথা এখনো তার মনে গেথে আছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ফ্রান্সকে হারানো, সুইডেনের বিপক্ষে অরি কামারার গোল, এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্কের কাছে হৃদয়ভাঙা পরাজয়–সবই যেন আজও চোখের সামনে ভাসে। নিউ ইয়র্ক মেয়রের কাছে সেটি ছিল 'অঘটনের বিশ্বকাপ'। আর এখন, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে তার প্রত্যাশা একটাই- নিউ ইয়র্কের নতুন প্রজন্মও যেন এমন কিছু স্মৃতি তৈরি করতে পারে, যা তারা বহু বছর ধরে বয়ে বেড়াবে।

বাসা ভাড়া

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া : জ্যামাইকা হিলস এলাকায় বাস স্টপের নিকটে এবং মসজিদ থেকে মাত্র ১ ব্লক দূরে ২ বেডরুমের একটি সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যাতায়াত ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য স্থানটি অত্যন্ত সুবিধাজনক। যোগাযোগ-এজেন্ট : **৬৪৬-৮৫৩-৭৬৮২**

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া : জ্যামাইকা ১৪৮ স্ট্রিট. এফ ট্রেন থেকে ৫ মিনিট। কিউ ৪৪, কিউ ৪৩ এবং কিউ ১ বাস সার্ভিসের নিকটে। ১ বেড, বড় লিভিং, কিচেন, ফুল বাথ। মসজিদ, আল আকসা গ্রোসারি ৫মিনিট হাঁটা দূরত্বে। যোগাযোগ : **(৯২৯) ৩৪৬-২৫৩২**

বেসমেন্ট ভাড়া : জ্যামাইকার স্যাটফিন ব্লুবার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ E,J,Z,AIRTRAIN,LIRR,BUS গ্রোসারি, মসজিদ, লন্ড্রি সংলগ্ন ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং জুলাই থেকে ছোট পরিবার/ব্যাচেলর কাছে ভাড়া হবে ষ ফোন : **৯১৭-৪৯৮-৫৫৫৩**

বাসা ভাড়া : কুইন্স ভিলেজের ৯৪-১৩, ২১১ স্ট্রিটে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৩৪৭-৯৩৫-৫৯৬৬।

বাসা ভাড়া : উডসাইডের ৬৪ স্ট্রিটে ২ ওবেড রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৪৭৬-২৩৪০

বাসা ভাড়া : রিচমন্ড হিলের ১২৪ স্ট্রিট ও লিবার্টি অ্যাভিনিউ সংলগ্ন প্রাইম লোকেশনে, এ ট্রেন স্টেশনের খুব কাছাকাছি এবং জেএফকে এয়ারপোর্টের নিকটে একটি দুই বেডরুমের বাসা এবং বেসমেন্ট আগামী জুলাই মাস থেকে কার পার্কিংয়ের সুবিধা সহ হিন্দু পরিবারের নিকট অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হবে। **যোগাযোগ : ৯২৯-৩৫০-৬২৭৭।**

বেইজমেন্ট ভাড়া : ১৬৭-৩৭ ১০৯ রোড জ্যামাইকা, ২ বেড ১ বাথ - ১৮০০ ডলার। ১৩২-৩০ ৮০স্ট্রিট ওজোন পার্ক ২ বেড ১ বাথ - ২০০০ ডলার। ১১৪-২৭ বেডেল স্ট্রিট জ্যামাইকা নিউইয়র্ক ১১৪৩৪, ৩ বেড ১ বাথ - ২০০০ ডলার। ৮৯-৭৩ ২১০ পিএল, কুইন্স ভিলেজ নিউইয়র্ক - ১১৪২৭, ২ বেড ১ বাথ - ১৮০০ ডলার।

বাসা ভাড়া : ৮৮-৫২ ১৯৯ স্ট্রিট, হলিস নিউইয়র্ক ১১৪২৩। রিনোভেটেড ৩ বেডরুম ১ বাথরুম ভাড়া $ ৩০০০। জ্যামাইকায়/জ্যাকসন হাইটস/ এলমহার্স্ট বাসা, বিগ এটিক, বেইজমেন্ট ভাড়া নিতে দ্রুত যোগাযোগ করুন। গোলাম হাসান, ফোন : ৯১৭ ৫১৫ ৭৮৭২, আপনার নাম ও বিবরন দিয়ে মেসেজ করুন।

বেসমেন্ট ভাড়া : ব্রুকলিনের প্যাসিফিক স্ট্রিটে (বাফেলো ও রচেস্টার এভিনিউর মাঝামাঝি) একটি নতুনভাবে সংস্কার করা বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এতে রয়েছে ১টি বেডরুম, লিভিং এরিয়া এবং বাথরুম। ভবনটিতে বেশিরভাগই পরিবার বসবাস করেন, তাই নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

বেসমেন্ট ভাড়া : ব্রুকলিনের ক্লিভল্যান্ড স্ট্রিটে (লিন্ডেন বুলেভার্ড ও হেগাম্যান স্ট্রিটের মাঝামাঝি) নতুনভাবে সংস্কার করা আরেকটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এতে রয়েছে ১টি বেডরুম, লিভিং এরিয়া এবং বাথরুম। এখানেও নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ ভবনটিতে মূলত পরিবার বসবাস করেন। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

বাসা ভাড়া : ১৮১ স্ট্রিটের এফ ট্রেন সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ১ ব্লক দূরে একটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : ৯১৭-৪৬৮-২২৬৬।

Apartment for rent : 87-16 78th St, Jamaica. A first-floor apartment is available now in Woodhaven, Queens, offering a spacious layout with three bedrooms, one bathroom, a living room, a kitchen, and a dining area. Ideal for a family or roommates. The property is conveniently located near the J train, making commuting easy. Driveway parking is also available for an additional cost. For more details and the rent amount, please contact (917) 601-7067.

বাসা ভাড়া : জ্যামাইকার স্যাটফিন ব্লুবার্ড ই, জে, জেড, এয়ার ট্রেন, এলআইআরআর, বাস, গ্রোসারি, মসজিদ, লন্ড্রি, লিবার্টিঅভ্যেনু এবং ইনউড স্ট্রিট সংলগ্ন ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন সত্তুরোর্ধ্ব একজনশিক্ষিত কর্মজীবী, ধার্মিক পুরুষের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। বেচেলর অথবা ফ্যামিলি ফোন : ৯১৭-৪৯৮-৫৫৫৩

বাসা ভাড়া : সাউথ জামাইকায় সাটফিন বুলেভার্ডের কাছে একটি ১ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। আগ্রহীরা বিস্তারিত জানতে ফোন করুন : ৭১৮-৭৮৫-৬৬৩৬।

সেমি-বেসমেন্টে ভাড়া : রিচমন্ড হিল এলাকায় আটলান্টিক এভিনিউ সংলগ্ন ২০৪ স্ট্রিটে সেমি-বেসমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। **যোগাযোগ : ৬৩১-৫৪৫-২৬৮৪।**

বাসা ভাড়া : হলিস-এর ১৯৭-০৫, ৯০ এভিনিউ-এ একটি তিন বেডরুমের বাসা ১লা মে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : রাফেল তালুকদার (ফোন : ৩৪৭-৬১৫-০৫৭৮) এবং মোয়াজ্জেম (ফোনঃ ৩৪৭-৬১২-১৭৪৩)।

বাসা ভাড়া : হলিস-এর ১৯৭-০৫, ৯০ এভিনিউ-এ একটি তিন বেডরুমের বাসা ১লা মে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : রাফেল তালুকদার (ফোন : ৩৪৭-৬১৫-০৫৭৮) এবং মোয়াজ্জেম (ফোনঃ ৩৪৭-৬১২-১৭৪৩)।

বাসা ভাড়া : ১১৪-২৭ বেডেল স্ট্রিট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৪। রিনোভেটেড ৩ বেডরুম ও ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া ২৮০০ ডলার। জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও এলমহার্স্ট এলাকায় বিগ এটিক এবং বেইজমেন্টসহ বাসা ভাড়া নিতে যোগাযোগ করুন। গোলাম হাসান, ফোন : ৯১৭-৫১৫-৭৮৭২। অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও বিস্তারিত তথ্য দিয়ে মেসেজ করুন।

অ্যাটিক ভাড়া : আগামী মাস থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় জরিগা ৬ ট্রেন সাবওয়ে লাইনের দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ একটি অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি গ্রোসারি ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে অবস্থিত। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী মহিলা ব্যাচেলর প্রয়োজন। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ : ৩৪৭-৪৭৯-৯৮৭৬।

বিক্রয়

সিরাজগঞ্জে কমার্শিয়াল ফার্ম হাউস বিক্রয় : সিরাজগঞ্জে ৮৭ শতাংশ কমার্শিয়াল ফার্ম হাউস বিক্রি হবে। যোগাযোগ : **নাজিম আজাদ ৩৪৭-৭০৫-৯৩৩১**

ঢাকায় ৫তলা বাড়ি বিক্রয় : ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কচুক্ষেত বাজারের নিকটে মনোরম, নিরাপদ ও নিরিবিলি পরিবেশে একটি ৫ তলা বাড়ি বিক্রয় হবে। ভবনের প্রতিটি তলায় ২টি করে ইউনিট রয়েছে এবং ছাদে অতিরিক্ত ১টি ইউনিট নির্মিত। সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা ও বৈধ গ্যাস সংযোগ বিদ্যমান। বাড়িটির নামজারি সম্পন্ন এবং এর নকশা রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত। সামনে ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। যোগাযোগ : **৩৪৭-৭৬৮-৬২৪১**

বাড়ী, ফ্লাট বা ব্যবসা ক্রয়-বিক্রয় : কম দামে সহজে বাড়ী বা অকশন বাড়ী, শর্টসেল ও ব্যাংক প্রপার্টি কিনতে যোগাযোগ করুন। বাড়ী, ফ্লাট বা ব্যবসা ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন। **গোলাম হাসান**, ফোন : ৯১৭ ৫১৫ ৭৮৭২, নাম ও বিবরণ দিয়ে মেসেজ করুন।

House for sale: In Jamaica , Two family house 6 beds, 5 full baths, finished 3-bedroom basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 1475k. Please call Shahadat: 917-593-9311.

House for sale: In Jamaica , 4 beds, 2 baths, 4 car driveway whole house rent. Please call 917-593-9311.

House for sale: In Queens,New two-family house close to subway 6 beds, 5 baths, finished basement, parking. Big house price 899k. Please call Shahadat: 917-593-9311

House for sale: In Queens, New two-family house close to subway 8 beds, 3 baths, finished basement, parking. Big house price 1099k.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া : জ্যামাইকা স্যাটফিন বুলুভার্ড E, J, LIRR, AIR TRAIN কাছে লিবার্টি এভিনিউ সংলগ্ন প্রাইভেট হাউসের দ্বিতীয়তলায় ২টি রুম একসঙ্গে অথবা আলাদা ভাড়া হবে। ফোন : ৯১৭ - ৪৯৮-৫৫৫৩

রুম ভাড়া : ওজন পার্কের বাংলাদেশি এলাকায়, মসজিদ, গ্রোসারি ও সাবওয়ে সংলগ্ন একটি প্রাইভেট বাড়িতে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এটি অধূমপায়ী ব্যাচেলরদের জন্য প্রযোজ্য। যোগাযোগঃ ৭১৮-৪৫১-৬৪১৪।

রুম ভাড়া : ওজোন পার্কের বাংলাদেশি এলাকায়, মসজিদ, গ্রোসারি ও সাবওয়ে সংলগ্ন একটি প্রাইভেট বাড়িতে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এটি ব্যাচেলরদের জন্য উপযুক্ত। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : ৭১৮-৪৫১-৬৪১৪।

Room for rent : Room for rent near the 69th Street 7 train station in Woodside. This accommodation is available for Hindu girls only. For more information, please contact Shanta Das at **929-330-4186.**

পাত্র/পাত্রী

পাত্র চাই : 35 Years, New York, Born, USA, Master Graduate, State Dept. Certified Disabled Student Teacher and Advisor, হিজাবী মুসলিম পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। যোগাযোগ : ৯১৭-২৮৮-৪৭৬৩.

পাত্র চাই : আমেরিকায় মাষ্টার্সে অধ্যয়নরত মেধাবী, সুন্দরী, নম্র, ভদ্র, নামাজী, পর্দাসম্পন্ন আধুনিক রুচির পাত্রীর জন্যে বত্রিশ হতে চল্লিশ বছর বয়সী উচ্চশিক্ষিত, সিটিজেন, ইসলামী চেতনার লম্বা এবং ভদ্র পাত্র খুঁজছি। অবিবাহিত, বিপত্নীক, ডিভোর্স পাত্রও যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার বায়োডাটা এবং ফোন নম্বরসহ পাত্রীর অভিভাবকের এই ইমেলে যোগাযোগ করুন। srahman1920@gmail.com, **ফোন নাম্বার :** (203) 526 - 5493

রুমমেট

রুমমেট : কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের একটি এপার্টমেন্টে একজন শিক্ষিত,ভদ্র ও অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। ই, এফ, আর, এম, ৭ ট্রেন থেকে বাসা চার ব্লক দূরে। যোগাযোগ : ৯২৯-৬০৮-৬৫৭২

রুমমেট : লিগন স্ট্রিট ব্রুকলিনের ব্রোকডেল হাসপাতালের সংলগ্ন শেয়ারে থাকে জন্য ২ জন ছাত্রী আবশ্যক। কল : ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

ড্রাইভার/ব্ল্যাক কার

ড্রাইভার : ইয়েলো ক্যাবের জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন। র‍্যাভ/২০২৪-জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, সানিসাইড, এস্টোরিয়া, উডসাইড ও জ্যামাইকা এলাকায়। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : কে. কবির ফোন : ৯১৭-৩২৪-৬৮১১।

ড্রাইভার : ইয়েলো ক্যাবের জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন। র্যাভ/২০২৪-জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, সানিসাইড, এস্টোরিয়া, উডসাইড ও জ্যামাইকা এলাকায়। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ কে. কবির ফোনঃ ৯১৭-৩২৪-৬৮১১।

Driver : Rent a new Rav4 NYC yellow taxi: Rent a new Sienna NYC yellow taxi only one driver 24-hours shift. Please call Shahadat 917-593-9311

Driver : Buy Now any used Wheelchair Sienna or Transit ford taxi: I would like to buy a NYC any used Wheelchair taxi. Cash buyer. Please call Shahadat 917-593-9311

Driver : Rent a new Sienna NYC yellow taxi: Rent a new Sienna NYC yellow taxi only one driver 24-hours shift. Please call 917-593-9311

বিবিধ

ট্রাভেল এজেন্সি : আমরা নিজস্ব অফিস থেকে আরসি এর মাধ্যমে ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল টিকেট সর্বনিম্ন মূল্যে টিকেট ইস্যু করে থাকি। আমরাসকল এয়ারলাইন্স-এর টিকেট ইস্যু করি। অনুগ্রহ করে কল করুন ৬৪৬-৭২৭-৭৭৭২, ৬৪৬-৯৬৩-৩৩৯৮ S.S Travel & Multi Services Inc. 37-42 72 Street, 2 nd Floor. Jackson Heights, NY 11372. Email : sstravelny@yahoo.com

ইন্সুরেন্স : টিএলসিসহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স স্বল্পমূল্যে এবং মাসিক কিস্তিতে করে থাকি। বেস্ট রেট। টিএলসি, কমার্শিয়াল, পার্সোনাল, অটো ইন্সুরেন্স, সবই ফুল কাভারেজ। অনুগ্রহ করে কল করুন ৬৪৬-৭২৭-৭৭৭২, ৯১৭-৩৬১-৫০৭৩। S.S Brokerage Inc. 37-42 72 Street, 2 nd Floor. Jackson Heights, NY 11372. Email : info@ssbrokerageinc.com

কনকর্ড ট্রাভেলস : কনকর্ড ট্রাভেলস নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেলস। সবচেয়ে কম দামে ঢাকা-নিউ ইয়র্ক আসার টিকেট বিক্রয় করা হয়। সৌদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল করা হয়। অনুগ্রহপূর্বক কল করুন : ২১২-৫৬৩-২৮০০,৩৪৭-৪৪৮-৬১৭৫ সেল : ৯১৭-৩৫৫-৭৩৭৪ ৩৭-৪৭ ৭৩ স্ট্রীট, সুইট ২১১ (কিং প্লাজা) জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২।

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিনের প্যাসিফিক স্ট্রিটে (বাফেলো ও রচেস্টার এভিনিউর মাঝামাঝি) একটি নতুনভাবে সংস্কার করা বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এতে রয়েছে ১টি বেডরুম, লিভিং এরিয়া এবং বাথরুম। ভবনটিতে বেশিরভাগই পরিবার বসবাস করেন, তাই নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এছাড়াও ব্রুকলিনের ক্লিভল্যান্ড স্ট্রিটে (লিন্ডেন বুলেভার্ড ও হেগাম্যান স্ট্রিটের মাঝামাঝি) নতুনভাবে সংস্কার করা আরেকটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এতে রয়েছে ১টি বেডরুম, লিভিং এরিয়া এবং বাথরুম। এখানেও নারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ ভবনটিতে মূলত পরিবার বসবাস করেন।

যোগাযোগ : ৭১৮-৭০১-৪৮৯০

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।

যোগাযোগ-

917-848-4245

(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

ঢাকায় ৫তলা বাড়ি বিক্রয়

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কচুক্ষেত বাজারের নিকটে মনোরম, নিরাপদ ও নিরিবিলি পরিবেশে একটি ৫ তলা বাড়ি বিক্রয় হবে। ভবনের প্রতিটি তলায় ২টি করে ইউনিট রয়েছে এবং ছাদে অতিরিক্ত ১টি ইউনিট নির্মিত। সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা ও বৈধ গ্যাস সংযোগ বিদ্যমান। বাড়িটির নামজারি সম্পন্ন এবং এর নকশা রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত। সামনে ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা।

যোগাযোগ : ৩৪৭-৭৬৮-৬২৪১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ৯৪-১৩, ২১১ স্ট্রিটে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ : ৩৪৭-৯৩৫-৫৯৬৬

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার স্যাটফিন ব্লুবার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ
E,J,Z,AIRTRAIN,LIRR,BUS গ্রোসারি, মসজিদ, লন্ড্রি সংলগ্ন ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং জুলাই থেকে ছোট পরিবার/ব্যাচেলর কাছে ভাড়া হবে

ফোন : ৯১৭-৪৯৮-৫৫৫৩

সিরাজগঞ্জে কমার্শিয়াল ফার্ম হাউস বিক্রয়

সিরাজগঞ্জে ৮৭ শতাংশ কমার্শিয়াল ফার্ম হাউস বিক্রি হবে। যোগাযোগ : নাজিম আজাদ ৩৪৭-৭০৫-৯৩৩১

OFFICE FOR RENT

Office space available on 77th Street in Jackson Heights, between Roosevelt Avenue and 37th Avenue. Located on the 2nd floor, close to everything. Ideal for a law office, accountant, or non-profit organization. Please call agent: 646-853-7682

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT 74TH ST. JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT: **718-426-2700**
FOR FURTHER INFORMATION.

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC
Complete Body Repair

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Nur Bhai, President
Tel 718-551-1405, 347-264-6891

35-44 61st Street, Woodside, NY 11377
Tel: 718-8980052, 347-264-6891

2920 Pine Ave, Niagra Falls, NY 14301
Tel : 347285-2409

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra · SIMPLE · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

আমরা মুভিং করি

যোগাযোগ করুন
ফোন
৯১৭-৯৪০-৫২২৬, ৯১৭-৯৪৫-৮৮৬৫

বাসার ইলেকট্রিক, প্লাম্বিং এবং কন্সট্রাকশন-এর কাজ করাতে চান!

আমরা বাড়ির ভেতরের এবং বাইরের যে কোন ধরণের কাজ করে থাকি। ড্রাইওয়াল, প্লাস্টার, পেইন্টিং, টাইল্স, নতুন উড ফ্লোর, ফ্লোর সেন্ডিং, কিচেন, বাথরুম, বেইসমেন্ট, ব্রিক, সাইডওয়াল, পয়েন্টিং মেসনারি কাজ করি।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
৯২৯-৩৬৯-৫১৩৮, ৯২৯-৩৯৩-৬৮০৭

রুম ভাড়া/রুমমেট

৩৩-৩৭ ৭১ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে দ্বিতীয় তলায় রুম ভাড়া দেয়া হবে। ওপর রুমের জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ : ৬৩১-৮০৫-৮৮২৯

প্রিন্টিং
গ্রাফিক্স ডিজাইন
ব্যানার

পাসপোর্ট ছবি
আইডি কার্ড
রাবার স্ট্যাম্প

- পোষ্টার
- ফ্লায়ার
- বিজনেস কার্ড
- পোষ্ট কার্ড
- ম্যাগাজিন
- মেনু প্রিন্টিং
- লেমিনেটিং
- ক্যালেন্ডার
- ইনভেলপ
- ইনভাইটেশন কার্ড
- টি-শার্ট প্রিন্টিং-সহ

সকল প্রকার প্রিন্টিং এর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Graphics World
37-22 73 ST, # 1G
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
gworldus@gmail.com
PHONE
718 701 9082
917 495 8075

BUYING OR SELLING YOUR HOUSE?

Residential, Commercial, Investment

Over 20 Years Experience in Real Estate Business
আপনার বাড়ি দ্রুত ভাড়া ও বিক্রয়ের জন্য কল করুন
Cell: 646-853-7682

Century 21 Sunshine
84-44 Grand Ave.,
Elmhurst, NY 11373

MAHFUZ RAHAMAN
Licensed Real Estate Agent
Cell: 646-853-7682
Office: 718-639-2100
Fax: 718-899-4980
E-mail: rahaaman@aol.com
MLS

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্ট

WIN ZONE REALTY INC.
Cell: 646-474-5496

917 Northern Blvd, # 2FL
Great Neck, NY 11021
Tel: 516-304-5805

81-15 Queens Blvd, 2 FL
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000

Email: alireal560@gmail.com
www.WinZoneRealty.com

Mohammed Ali
Licensed Real Estate Salesperson

গ্যারান্টি সর্বোচ্চ পেমেন্ট

ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করেই হোম কেয়ার সেবা

WE HELP FOR CDPAP / HHA/ PCA HOME CARE & DAY CARE

healthfirst · MetroPlus Health Plan · Anthem · United Healthcare · WellCare · FIDELIS CARE

(347) 837-8232, (516) 849-3434
87-54 168th St. Ste 203. Jamaica, NY 11432. ushomecarel@gmail.com
US HOME CARE

প্রবাসীদের জন্য সুখবর

MGA SERVICES

Airport assistance and one stop Travel solution

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে গমনাগমনের ক্ষেত্রে হযরত শাহজালাল আন্তজার্তিক বিমানবন্দরে বিগত ২৩ বছর যাবৎ স্বস্তিদায়ক যাত্রীসেবা প্রদান করে আসছে স্বনামধন্য ও নির্ভরযোগ্য সেবা প্রতিষ্ঠান

"MEET- GREET AND ASSIST SERVICES- MGA".

আমাদের সেবা নিতে আগ্রহী সম্মানিত যাত্রীগন বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

মোবাইল : +৮৮০১৯৭৪-৪৪৪৫৫৫
হোয়াটসঅ্যাপ : +৮৮০১৯৩৬-৩১৬৫৭৭
ই-মেইল : mga.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.mgabd.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস

বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মূদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।

- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্লাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

DESIGN & PRINTING

- BANNER
- POSTER
- FLYER
- CALENDAR
- MAGAZINE
- BUSINESS CARD

PROFESSIONAL
PASSPORT PHOTO

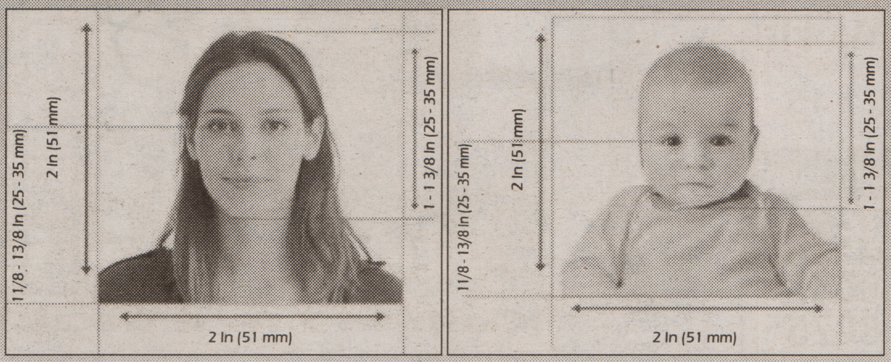

AIRLINE TICKETING
Domestic & International

Special Fare to Bangladesh

Emirates · ETIHAD · SAUDIA · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · American Airlines

Bahalul Syed (uzzal)
President

168-254 Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332 Emmail: bombaytg@gmail.com

Khaamar Baari
খামার বাড়ি

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান

◦লাইভ ফিশ ◦ফ্রোজেন ফিশ ◦হালাল মাংস ◦তাজা শাক-সবজি ◦গ্রোসারী সামগ্রী ও মসলাপাতি

৭দিন ২৪ ঘন্টা খোলা

37-18, 73RD STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718-639-6868, 646-920-7120
khaamarbaari@gmail.com

সামার সেল! সামার সেল!
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Plan your next flight
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

বক্তব্য রাখছেন জাহিদ মিন্টু (বাঁয়ে) ও গোরস্থানে প্রথম কবর

সব বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ সেমিট্রির স্বপ্নীল যাত্রা

দেশ রিপোর্ট : সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, সমালোচকদের মুখে চুন-কালি লাগিয়ে স্বপ্নীল যাত্রা শুরু করেছে বহির্বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম করবস্থান স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিট্রি। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির এ প্রকল্পটির উদ্বোধন করা হয় গত ২০ জুন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীসহ বাংলাদেশি কম্যুনিটির সর্বস্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কবর নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে করোনার সময় এ সংকট চরম আকার ধারণ করে। প্রবাসীদের এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রায় ১২৬ একর জমি ক্রয় করা হয়। বহির্বিশ্বের এ সর্ববৃহৎ মুসলিম গোরস্থান এখন স্বপ্ন নয় বাস্তব। (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

জ্যামাইকায় 'ভালো'র মেলা যেন একখণ্ড বাংলাদেশ

দেশ রিপোর্ট : প্রবাসের মাটি, ভিনদেশি আবহাওয়া ও পরিবেশ যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য পরিণত হয়েছিল একখণ্ড বাংলাদেশে। গত ১৯ জুন বিকাল থেকে রাত অবধি জ্যামাইকার ১৭৩ স্ট্রিট এবং ১৭৫ স্ট্রিটের পার্কটিতে (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

২২ জুনের তথ্য অনুযায়ী

মর্টগেজ রেট ৬.৫৩ শতাংশ, উচ্চ সুদে বাড়ি কেনার চাপ অব্যাহত

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রে হাউজিং মার্কেট আবারও চাপের মুখে পড়েছে, কারণ ৩০ বছর মেয়াদি ফিক্সড মর্টগেজ রেট বেড়ে ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশে পৌঁছেছে। গত ২২ জুন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৫ বছর মেয়াদি মর্টগেজ রেটও বেড়ে ৫ দশমিক (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

মসজিদে হামলার পর থেকে মুসলিমদের নিরাপত্তাহীনতা

দেশ রিপোর্ট : সান দিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে ১৮ মে প্রাণঘাতী গুলিবর্ষণের এক মাস পর ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, সান দিয়েগোর ইউএস ইমিগ্রেশন পলিসি সেন্টারনতুন এক (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

ইসরায়েলি বন্ড থেকে ৮৫ শতাংশ বিনিয়োগ প্রত্যাহার মেরিল্যান্ডের

দেশ রিপোর্ট : দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও জনচাপের ফলেই ম্যারিল্যান্ড রাজ্যের স্টেট রিটায়ারমেন্ট অ্যান্ড পেনশন সিস্টেম ইতোমধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ ইসরায়েলি বন্ড বিনিয়োগ প্রত্যাহার করেছে। (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

ভুলে ডিটেইনিকে আইসের হাতে হস্তান্তর

দেশ রিপোর্ট : মেরিল্যান্ড স্টেটের মন্টগোমারি কাউন্টি শেরিফের অফিস স্বীকার করেছে যে এক ডিটেইনিকে ভুলভাবে মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)-এর কাছে হস্তান্তর (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

মাদকজনিত মৃত্যুহার কমলেও ফেন্টানিল এখনো প্রধান হুমকি

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রে মাদকজনিত অতিরিক্ত সেবনে মৃত্যুর সংখ্যা ২০২৫ সালে আবারও কমেছে। ইউনাইটেড স্টেটস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

নিউ ইয়র্কে কয়েকজন বাংলাদেশির মৃত্যু

দেশ রিপোর্ট : গত কয়েকদিনে নিউ ইয়র্কে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য এবং (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

৩৮ মিলিয়ন মেডিকেইড জালিয়াতি : নেতাসহ গ্রেফতার ৮

দেশ রিপোর্ট : নিউ ইয়র্ক স্টেটের মেডিকেইড কর্মসূচি থেকে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগে পাকিস্তানি-আমেরিকান কমিউনিটির একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীসহ আটজনকে গ্রেফতার করেছে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ। ব্রুকলিনভিত্তিক দুটি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত এই কথিত জালিয়াতির ঘটনাটি এখন নিউ ইয়র্কের অন্যতম আলোচিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতারণা মামলায় পরিণত হয়েছে। আদালতে প্রদত্ত ফেডারেল প্রসিকিউটরদের অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রুকলিনের এপনা অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার এবং আশিয়ানা সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ফ্লোরিডায় ট্রাকচাপায় বাংলাদেশির মৃত্যু

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় কর্মস্থলে ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে কবীর হোসেন মৃধা (৫০) নামে এক বাংলাদেশি মারা গেছেন। গত ২০ জুন (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ভার্জিনিয়ায় চার মুসলিম শিক্ষার্থীর সাসপেন্ডে মামলা

দেশ রিপোর্ট : ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক স্কুলস (এফসিপিএস) বোর্ডের অধীনে টমাস জেফারসন হাই স্কুল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চার মুসলিম শিক্ষার্থীকে সাসপেন্ড করার ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি এখন আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ-১৬

জর্ডানের কুসেইর আম্রা

হাবিব রহমান : সকালটা ছিল আম্মানের পাথুরে শহরের চিরচেনা ব্যস্ততায় ঘেরা। আজ আমার গন্তব্য শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে জর্ডানের পূর্ব মরুভূমির গভীরে–অষ্টম শতাব্দীর এক বিস্ময়, কুসেইর আম্রা। ধুলোবালি আর ইতিহাসের (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

নারী স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক ২ মুসলিম নারীকে হয়রানি ও হুমকি

দেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের কনরো শহরের ডেভিস স্ট্রিটে অবস্থিত একটি এইচইবি সুপারমার্কেটে দুই মুসলিম নারীকে লক্ষ্য (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

COLLECTIVE ACADEMY
TUTORING CENTER
3rd–12th GRADE
(ELA, Math, Science, Social Studies)
• SHSAT Prep • SAT Prep
One on One
50% Discount
718-200-6084
40-04 73rd St, Jackson Heights, NY 11377
Mohammad Rahman (Rafi)
Oxford & Harvard University Researcher

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশি শিল্পী জিহানের চিত্রকর্ম

বিশেষ প্রতিনিধি : বিশ্বকাপ ফাইনাল এবার অনুষ্ঠিত হবে নিউজার্সীর মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১৯ জুলাই। নতুন চ্যাম্পিয়নের হাতে তুলে দেওয়া হবে স্বপ্নের কাপ। আর এ মেটলাইফ ওয়ার্ল্ডকাপ (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

রিপাবলিকান কনভেনশন

মুসলিম ডেলিগেটদের 'যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার' পরামর্শ

দেশ রিপোর্ট : টেক্সাস রিপাবলিকান পার্টির (জিওপি) ২০২৬ সালের স্টেট কনভেনশনে অংশ নিতে গিয়ে বৈষম্য ও ইসলামবিদ্বেষের মুখোমুখি হওয়ার অভিযোগ করেছেন কয়েকজন মুসলিম প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে অন্যতম মোহাম্মদ হুসেইন, যিনি কনভেনশনে অংশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি দাবি করেন, একজন খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা তাকে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে অথবা দেশ ছেড়ে চলে যেতে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

নারায়ণগঞ্জ সমিতির বর্ষবরণ ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

দেশ রিপোর্ট : নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি নিউ ইয়র্কে বাংলা বর্ষবরণ ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করেছে গত ১৯ জুন লং আইল্যান্ডের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে। এ অনুষ্ঠানে চার শতাধিক প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী ও অতিথিরা অংশ নেন। নারীরা লাল রঙের শাড়ি এবং (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
• ALL CHOICE ENERGY
• WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
• BALAKA 3 STAR STAFFING
• MERCHANT SERVICES
• NEW YORK STATE ENERGY BROKER
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
OFFECE : 718-205-5195, CELL : 347-393-8504
EMAIL : FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
• ব্যক্তিগত পরামর্শ • ইন্টারেস্ট রেট কম • ইনভেস্টমেন্ট
• ফ্রি এপ্রোভাল • ফাষ্ট ক্লোজিং • দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Shamsher Ali
President & CEO
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website : www.exitluxuryinc.com

কাজী অফিস
বিবাহ পড়ানো ও কাবিননামা প্রদান করা হয়
মাওলানা আব্দুল মুকিত
ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16-87 Road
Jamaica, NY11435
917-428-1519

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সাথেক পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcare@gmail.com

Published By News Media, Inc., 37-47 73 Street, Suite : 205. Jackson Heights, NY-11372. Tel : 646-541-0443, E-mail : deshusa@aol.com